করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

2 December 2021, Thursday, 5th Year, Issue 246, 40 Pages

পৃষ্ঠা : ১৫

২ ডিসেম্বর ২০২১, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮, ২৭ রবিউস সানি ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৪৬, পৃষ্ঠা: ৪০

সঙ্কটে প্রেসিডেন্ট বাইডেন

ঘুরপাক খাচ্ছে ডেমোক্র্যাটদের রাজনীতি

রহমান মাহবুব

পরিকাঠামো আইন পাস করার পরও ডেমোক্র্যাটিক দলের কাঠামো ঠিক কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জনপ্রিয়তা নামছে। করোনা ভাইরাসের নতুন ধরন অমিক্রন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য নতুন সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রত্যাশা ছিল ব্যয়বহুল অর্থ ব্যয়ে আমেরিকার অবকাঠামো উন্নয়ন আইন পাস করার পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অনেকটাই ঘুরে দাঁড়াবেন। মার্কিন রাজনীতির মাঠ ভিন্ন হয়ে উঠেছে।

আমেরিকার রাজনীতি এখন এতটাই বিভক্তির, প্রধান দুই দল সাধারণ কোন বিষয়ে একমত হতে পারছে না। পরিবেশ, জলাবায়ু, কর আইন, অভিবাসন, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, ভোটাধিকারসহ হেন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে পরস্পর বিরোধ এখন তুঙ্গে পৌঁছেনি।

উদারনৈতিকরা মনে করেন, জলবায়ু

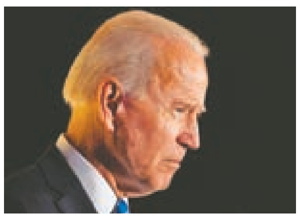

জো বাইডেন

পরিবর্তনের জন্য এখনই পরিবেশবান্ধব সব উদ্যোগ নিতে হবে। রক্ষণশীলরা মনে করেন, এতে আমেরিকার লোকজন চাকরি হারাবে। ডেমোক্র্যাটরা ব্যাপক অভিবাসনের পক্ষে হলেও রক্ষণশীলরা মনে করেন, বাইরের লোকজন আমেরিকার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উভয় পক্ষই একে অন্যকে দেশের জন্য ক্ষতিকর মনে করাটাই

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

তেল আমেরিকায় চলছে অমিক্রন আতঙ্ক। এরসঙ্গে আবার জ্বালানি তেলে মূল্য বৃদ্ধি। তাই গাড়িতে পেট্রোল ভরতে ভরতে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন এক প্রবাসী। নিউইয়র্কের একটি পেট্রোলপাম্প থেকে ১ ডিসেম্বর ছবিটি তুলেছেন প্রথম আলোর আলোচিত্রী সৈয়দ মাসুদুল হক।

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস

উত্তর আমেরিকা অফিস

ডিসেম্বর ২০২১। বাংলাদেশের গৌরবময় বিজয়ের ৫০ বছর। ধারাবাহিক সংগ্রাম আর রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে ১৯৭১ সালের এ মাসেই বাঙালি জাতি মুক্তির স্বাদ লাভ করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতি দৃঢ়শপথ নিয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চের নির্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায় ঘুমন্ত বাঙালি জাতির ওপর। রুখে দাঁড়িয়েছিল জনতা। মুক্তির লড়াইয়ে যার যা আছে, তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রু মোকাবেলায়।

বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় গৌরবদীপ্ত চূড়ান্ত বিজয় ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয়। সূর্যের নিচে স্বাধীন জাতির বিজয়ের পতাকা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির স্মারকলিপি

খালেদা জিয়ার মুক্তি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন বিক্ষোভ করেছে। এসময় তারা জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

২৯ নভেম্বর সোমবার অনুষ্ঠিত এ

খালেদা জিয়া

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

মিশিগানে স্কুলে গোলাগুলির ঘটনায় আটক কিশোর

উত্তর আমেরিকা অফিস

মিশিগানে স্কুলে গোলাগুলির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। তার পরিচয় প্রকাশ করে পুলিশ জানায়, ১৫ বছর বয়সী ওই কিশোর তার বাবার পিস্তল দিয়ে গুলি করে চারজন সহপাঠীকে হত্যা করেছে। কিশোরের বাবা মাত্র কয়েকদিন আগে পিস্তলটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

অমিক্রন সংক্রমণের প্রথম রোগী শনাক্ত

যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস

উত্তর আমেরিকা অফিস

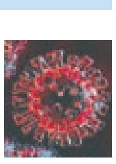

আমেরিকায় করোনা ভাইরাসের নতুন ধরন অমিক্রন সংক্রমণের প্রথম রোগী হিসেবে একজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর বুধবার হোয়াইট হাউজের সংবাদ সম্মেলন থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার এক ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ শেষে ২২ নভেম্বর আমেরিকা ফেরেন।

২৯ নভেম্বর কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরীক্ষায় তাঁর শরীরে অমিক্রমের ধরন পাওয়া গেছে।

শীর্ষ মার্কিন সংক্রমণ বিশেষজ্ঞ ডা. এন্থনি ফাউসি বলেন, অমিক্রনে আক্রান্ত ব্যক্তিটির করোনা টিকার পূর্ণ ডোজই দেয়া ছিল। সংক্রমণের মাঝারি ধরনের শারীরিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

উন্নয়নশীল দেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সদা প্রস্তুত: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক

জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সদা প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ‘ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০২১’ এবং ‘আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০২১’ এর গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!
Where it's all about excellence in education
নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Licensed by New York State Department of Education.
কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A
MEDICAL ASSISTANT
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

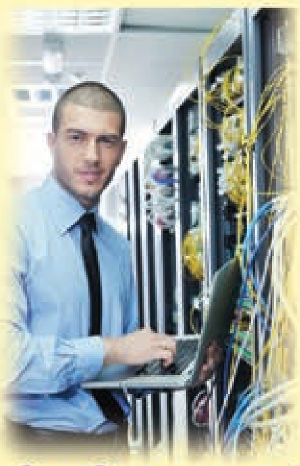

BECOME A
COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।
আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223
40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

Naresh Gehi, Esq.

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

Raja Kumar

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

মিথ্যা:

~~টিকাগুলি খুব দ্রুত তৈরি করা হয়েছে।~~

সত্য:

বিজ্ঞানীগণ খুব দ্রুত COVID-19 টিকা তৈরি করতে পেরেছিলেন সম্পদ এবং সহযোগিতার কল্যাণে। একটি বৈশ্বিক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার কারণে, লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

**COVID-19 টিকা জীবন বাঁচায়।
টিকা নিন।**

আরো তথ্যের জন্য, **NYC.GOV/COVIDVACCINE** ভিজিট করুন।

NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY

NYC Health
Bill de Blasio
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে কেনা মশলায় সীসা থাকতে পারে, যা শিশুদের মধ্যে শিক্ষা এবং আচরণগত সমস্যা তৈরি করতে পারে, গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত, এবং বন্ধ্যত্ব ঘটাতে পারে।

- স্থানীয় মশলা কিনুন।
- আপনি যদি দক্ষিণ এশিয়া থেকে কেনা মশলা ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার ডাক্তারকে রক্তে সীসার উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য বলুন।

আরো তথ্যের জন্য **311** নম্বরে ফোন করুন বা **nyc.gov/leadfree** দেখুন।

NYC Health
Bill de Blasio
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার

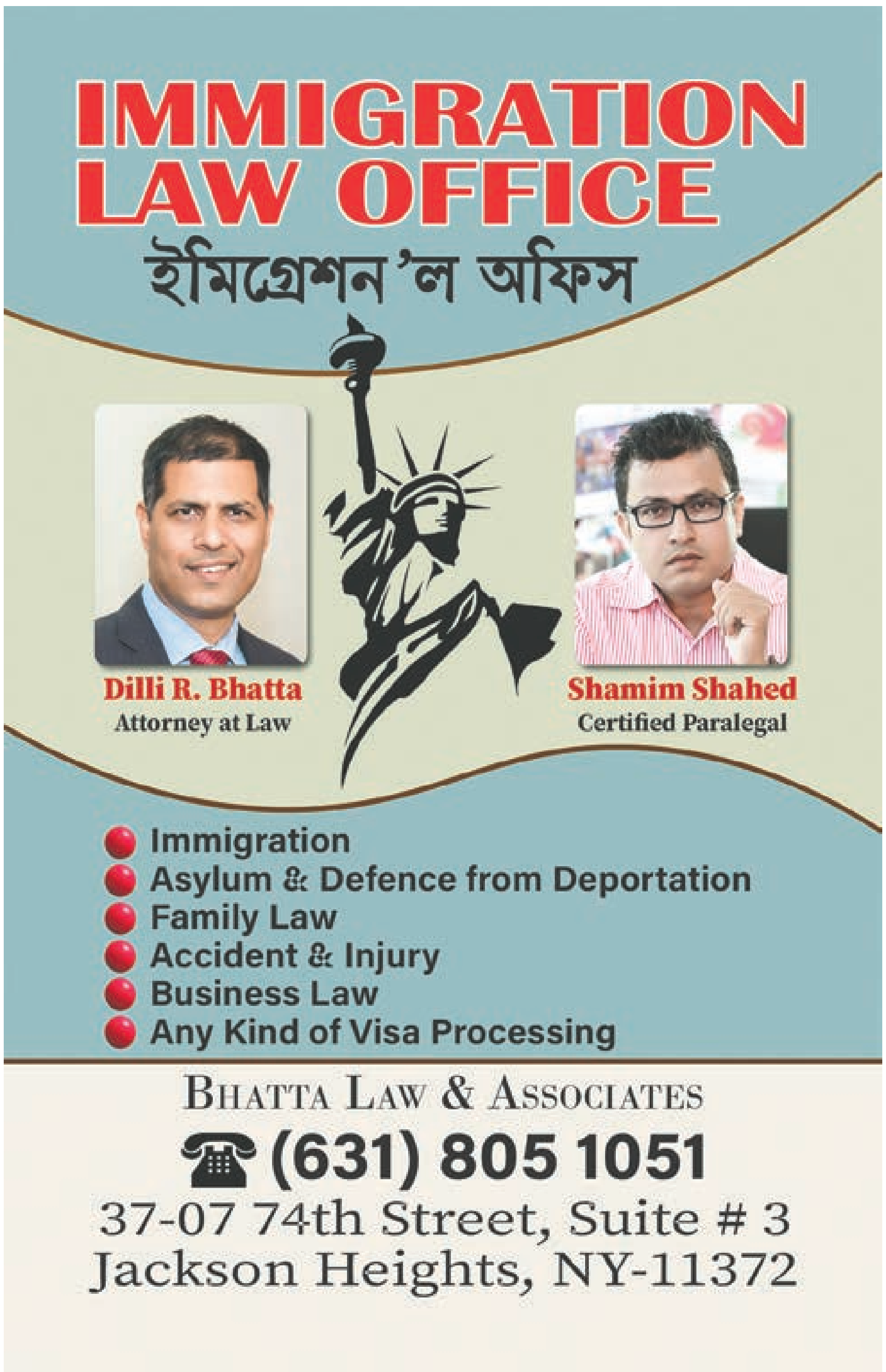
IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

GRAND
Opening
বিশেষ
মূল্য ছাড়
EXPRESSAIR
TRAVEL
Tel: 646-420-6472
Email: expressairtravel2021@gmail.com
37-53 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
OUR SERVICES:
• AIRLINE TICKETS
• TOUR PACKAGES
• UMRAH VISA
• MEET & LOUNGE SERVICE
AT DHAKA AIRPORT
• MONEY TRANSFER
• PHONE BILLS & ACCESSORIES
• MULTI-SERVICES
MK ZAMAN(RONJU)
-CEO
Emirates
ETIHAD
QATAR

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও
মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেখানেই থাকি, দেশের এই এগিয়ে যাওয়ার সংবাদ আমাদের আপ্লুত করে। দেশের বাইরে যাঁরা থাকেন, তাঁদের জন্য দেশের ভালো-মন্দের খবর শুধু নস্টালজিকতার নয়। এ এক শেকড়ের নড়ে ওঠা। অস্থিত্বের ঝাঁকুনি। আমরা যারা প্রথম প্রজন্মের প্রবাসী হয়েছি, তাদের কাছে দেশ বলতে বাংলাদেশ। আমরা কেউ ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছি ঠিকই। দেহ থাকে বিদেশে। চার দশক দেশের বাইরে থাকলেও মনটা দেশেই যেন পড়ে থাকে।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে এখন উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় বাংলাদেশ। ১৯ নভেম্বর শুক্রবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির পাঁচ দিনব্যাপী বৈঠকের সমাপনী দিনে এ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এলডিসি থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের সুপারিশ করা হয়েছে। এর ফলে ২০২৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা—এই তিনটি সূচকে শর্ত অনুযায়ী উন্নতি করায় জাতিসংঘের সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ। এর ফলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাবে বাংলাদেশ। যদিও চূড়ান্ত স্বীকৃতি পেতে কয়েক বছর সময় লাগতে পরে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের ৪৬টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে। ১৯৭৫ সাল থেকে এ তালিকায় ছিল বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে প্রথম এবং শুক্রবার কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ কার্যত উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করল বলে মত সংশ্লিষ্টদের। জন্মের ৫০ বছরের মধ্যেই দুর্বার গতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। গত দুই দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা সামাজিক উন্নয়ন— যে কোনো সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব। ২০২০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল এক হাজার ৮২৭ ডলার। মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের পয়েন্ট ৭৫ দশমিক ৩। কিন্তু উন্নয়নশীল হতে প্রয়োজন ছিল আরও কম-৬৬।

অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকের বাংলাদেশের অর্জন ২৫ দশমিক ২ পয়েন্ট। বলা যায় সব মানদণ্ডে গতিশীল বাংলাদেশ। আর এসব পর্যালোচনা শেষে ইউএন-সিডিপির সভায় বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ আসে। স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বের হতে দ্বিতীয় দফায় জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনার মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। ২২-২৫ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) এলডিসিগুলোর জন্য ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা বৈঠক করে। সিডিপি দ্বিতীয় দফায় এলডিসি থেকে বের হওয়ার প্রয়োজনীয় মানদণ্ড বাংলাদেশ পূরণ করতে পেরেছে কিনা তা নিয়ে পর্যালোচনা হয়। বাংলাদেশের পক্ষে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল অংশ নেয়। এক বিবৃতিতে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এই ঐতিহাসিক অর্জনকে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রার এক মহান মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের জাতির পিতা, মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের মাধ্যমে এই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তিনি সেই সঙ্গে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের যে অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন যাত্রা, এটি তারই একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই সাফল্যের অংশীদার এদেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ।' জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা এমন অর্জনকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত উল্লেখ করে টুইট বার্তায় বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সময় এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আমাদের কী হতে পারে।

হ্যাঁ, আমরা আমাদের প্রাপ্তি নিয়ে অহঙ্কার করতেই পারি। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৫০ বছর আগে। আজকের দিনে যুদ্ধবিগ্রহে পরা দেশের ছবি আমরা দেখি। আফগানিস্তান, সিরিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত ছবি দেখে আমাদের মন কেঁদে ওঠে। মানবতার বিপন্ন বাস্তবতায় সুস্থ বিবেক মুষড়ে পড়ে। আমাদের অবস্থা আরও নাজুক ছিল। যে বৈরী সময়ে বাংলাদেশ রক্তাক্ত যুদ্ধের বিরানভুমি পাড়ি দিয়ে স্বাধীন হয়েছিল, তা আজকের বিশ্ববাস্তবতায় ভাবতেও শিহরে উঠতে হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, অর্থ নেই, সড়ক যোগাযোগ নেই, কোন সম্পদ নেই; আছে শুধু স্বাধীন স্বদেশের প্রত্যাশায় ঐক্যবদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী। কঠিন সময়ের মধ্যদিয়ে আমাদের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। একের পর এক হত্যাকাণ্ড, বৈরী পথে চলার অপচেষ্টা পেরিয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থান গর্ব করার মতোই। এ পথ চলা অব্যাহত রাখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত করে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত না করতে পারলে সব অর্জনই থমকে দাঁড়াবে। সব অর্জনই নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকবে।

বাংলাদেশের জনগণ আজ আর খরা, বন্যা, মঙ্গা, মন্দার সাথে লড়াকু এক দুর্দশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত নয়। বাংলাদেশ আজ অর্থনীতির অগ্রযত্রার একটি অনুকরণীয় দেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে বেশ দ্রুততার সাথে। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতার এক সোনালি অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ যেন থমকে না দাঁড়ায়, যেন অর্জনগুলো ফসকে না যায়—এ নিয়ে আমাদের সতর্ক পথ চলার সময় এখন। দেশের উন্নয়ন অগ্রযত্রার সাথে দেশের মানুষের মধ্যে, ধনী দরিদ্রের মধ্যে ফারাকটা কমিয়ে আনতে হবে। সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থার স্থায়ী রূপ আমরা দ্রুত দেখতে চাই। ৫০ বছরে আমাদের অর্জন যেমন আছে, তেমনি ব্যর্থতার সালতামামি আর আমরা করতে চাই না। জাতিসংঘের মূল্যায়নে আমাদের অগ্রযাত্রার আজকের স্বীকৃতি তখনই উল্লাসভরে উদযাপন করব, যখন বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর হবে। সমাজের অনগ্রসর মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতিতে এগিয়ে যাওয়ার পথ নিশ্চিত হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে গণতন্ত্রের পথে। বাংলাদেশের অজেয় মানুষ এই এগিয়ে যাওয়ার জন্য ত্যাগ করতে আগেও যেমন প্রস্তুত ছিল, আজো তেমনি আছে। যাঁরা দেশমাতৃকার জন্য জীবন দিয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতিতে উৎসর্গিত হোক আমাদের আজকের সব অর্জন। যাঁরা জীবন বাজি রেখে দেশের জন্য লড়াই করে এখন শেষ সময়ের দিন গুনছেন, তাঁদের সামনে বিজয়ের পতাকা আজ অনুরণিত হোক সাফল্যের উল্লাসে।

কতটা এগিয়েছি, পিছিয়েছি কতটা?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ডিসেম্বর মাস এলে বাঙালির যুদ্ধ বিজয়ের স্মৃতিগুলো ফিরে আসে; বিশেষ করে এই কারণে যে, সময় বয়ে যাচ্ছে অথচ অঙ্গীকার আজও অপূর্ণ কিংবা ব্যর্থ। প্রাপ্তি কেবলই স্মৃতির সুখ-দুঃখে বহমান। হ্যাঁ, অর্জন অবশ্যই ঘটেছে, যা জাতি স্বাধীন না হলে ছিল দূর-কল্পনা। যেমন অর্জন হয়েছে নগরায়ণে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, উঁচু বাড়ি আর সুপার মার্কেট। নগরের ধারণক্ষমতার বাইরে নতুন-পুরোনো গাড়ি আমদানি, পরিবেশ বিপর্যয়। মানুষ তো অবশ্যই, নগরের এমন একটি গাছ বা লতাগুল্মের সবুজ পাতা নেই, যা বিষাক্ত গ্যাস, বর্জ্য আর ধুলায় আচ্ছাদিত নয়। ওরা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজেও স্বাভাবিক স্বাধীনতা হারিয়েছে। আগের তুলনায় জনগণের স্নায়ুর ওপর চাপ যে শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ অস্থির, দুশ্চিন্তায় পতিত, বলতে গেলে মানসিক ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টায় বিব্রত। জাতীয় জীবনে এই যে মানসিক বিপর্যয়, এটি জাতীয় সম্পদের বিনাশের যেকোনো মাত্রার চেয়ে কম ক্ষতিকারক নয়।

আমরা বর্তমানে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। ইতিহাসে ক্রান্তিকালের শেষ নেই। মানুষ সব সময়ই নতুন কালে পৌঁছাতে চায়। সেই পৌঁছাতে পারা না-পারাটাই বড় প্রশ্ন। স্বাধীনতার পরে আমরা কতটা এগিয়েছি, পিছিয়েছি কতটা, সেই জিজ্ঞাসা আমাদের আছে এবং থাকাটা জরুরিও বটে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে মানুষের নিরাপত্তা একেবারেই বাড়েনি। আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য র‍্যাব নামানো হয়েছে; চিতা, কোবরা ইত্যাদি ভয়ংকর সব প্রাণীর কথা শোনা যায়। সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস নির্মূল করার যে চেষ্টা, তা কোনো দেশে কখনো কার্যকর হওয়ার নয়, হবেও না। র‍্যাব অনেকটা আগের রক্ষীবাহিনীর মতো কাজ করছে। রক্ষীবাহিনীর অভিজ্ঞতা মোটেই সুখপ্রদ ছিল না, এমনকি তার স্মৃতিও মর্মান্তিক। র‍্যাব সন্ত্রাসীদের হত্যা করছে বলে ধারণা তৈরি করা হচ্ছে, কিন্তু সন্ত্রাসীদের পেছনে যারা আছে, র‍্যাব তাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি এবং পারছে না; বরং মনে হচ্ছে সাক্ষীকে নির্মূল করে আসামিকে রক্ষা করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপককে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছিল, জয়পুরহাটে কলেজের একজন অধ্যক্ষকে হত্যা করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল, 'বাংলা ভাই' যাকে ইচ্ছা ধরে এনে খুন করছে, এসব ক্ষেত্রে র‍্যাবের কোনো তৎপরতা ছিল না। পরবর্তী সময়ে গণরোষে এবং নিজেদের অস্তিত্বের জন্য তাদের নির্মূল করতে বাধ্য হয়েছিল তখনকার সরকার।

ওদিকে ক্ষমতাসীনেরা রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রয়েছে। দুই দিকে দুই রাজপুত্রের আবির্ভাব ঘটার সংবাদ তো ইতিমধ্যে সবাই জেনেছে। শাসকশ্রেণির রাজনীতি যে আজ কতটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে, এ তারই নতুন প্রমাণ। জনগণ এদের সঙ্গে নেই। কিন্তু জনগণের সামনে কোনো বিকল্পও নেই। বাংলাদেশের রাজনীতির আসল সংকট এটাই। অনেক হট্টগোল করে সরকার শেষ পর্যন্ত একটি দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছিল। এই কমিশন যে কতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবে, তা নিয়ে শুরু থেকেই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। সেটা যে অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ তো আমরা পেয়ে এসেছি। বস্তুত বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কোনো কিছুর ওপরই মানুষের আস্থা নেই। তবু যে সরকার টিকে আছে আমলাতন্ত্রের ওপর ভর করে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। আরেকটি কারণ, জনগণ সংঘবদ্ধ নয়, এ সুযোগটিকে কাজে লাগিয়েছে। অস্বীকার করা যাবে না জনগণকে সংঘবদ্ধ হতেও দেয়নি সরকার; বরং ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করার নানা অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে এসেছে।

শিল্প হোক, সংস্কৃতি হোক, রাজনীতি হোক, সবারই দাঁড়ানোর ভূমি হচ্ছে অর্থনীতি। পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্বময় আজ ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে যে নৈরাজ্য চলছে, তা মোটেই বিচ্ছিন্ন একান্ত দেশীয় কোনো বিষয় নয়; আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক মহা দানবীয় তৎপরতারই অবিচ্ছিন্ন অনিবার্য ফল। কেবল এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকা নয়, সাম্রাজ্যবাদ তার জন্মভূমি ইউরোপেও আগ্রাসী থাবা বিস্তার করেছে। অতীতে ইউক্রেনের নির্বাচনকে কাজে লাগিয়ে দেশটিকে তারা দুই টুকরো করার চেষ্টা করছে। জাতিসংঘকে কেবল নির্বীর্য করেই থেমে থাকেনি, দুর্নীতি আর ঘুষ কেলেঙ্কারিতেও ডুবিয়ে দিয়েছে। তবে মানুষের ভরসা কোথায়? ভরসা হচ্ছে সম্মিলিত ও সুসংগঠিত প্রতিরোধে।

একাত্তরে অবশ্য কোনো মুক্তিযোদ্ধাই ব্যবসার কথা ভাবেননি। নিজের কথাই ভাবেননি আসলে। ভেবেছেন সবার কথা। স্বাধীনতার পর বহু মুক্তিযোদ্ধা পঙ্গু হয়ে গেছেন—দৈহিকভাবে নয়, মানসিকভাবে। পরাধীনতা যা পারেনি, স্বাধীনতা তা পারল। অনেকে বিপর্যস্ত হয়ে গেল অর্থনৈতিক কারণে, দারিদ্র্যে। আর কেউ কেউ বিপর্যস্ত হলো সে-ও অর্থনৈতিক কারণেই, প্রাচুর্যে। অর্থনীতি যে কত শক্তিশালী বোঝা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই। প্রাচুর্যের দেখা যারা পেয়েছে, তারা হয় ব্যবসা করেছে, নয়তো জবরদখল করে নিয়েছে। প্রথমে জবরদখল, পরে ব্যবসা–এ-ও খুবই সম্ভবপর।

একসময় ছিল যখন ব্যবসায়ী পরিচয় শুনলে লোকে নাক সিটকাত। যেন আড়তদারির কাঁচা গন্ধ পাচ্ছে। এখন উল্টো ছুটে যায় হাত মেলাতে। তাতে বোঝা যায় যুগটা এখন কাদের। একসময় যুগ ছিল সিভিল সার্ভেন্টদের; এখন টপ সিভিল সার্ভেন্টরা মর্যাদাবান ঠিকই, কিন্তু নিচে যাঁরা, তাঁরা ব্যবসায়ীদের তুলনায় ম্রিয়মাণ, যে জন্য দেখা যায় যাঁরা পারেন, তাঁরা চাকরি ছেড়ে ব্যবসা ধরেন এবং ভালো করেন। মাঝখানে যুগ গেছে পেশাদারদের, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। এখন সময় এসেছে ব্যবসায়ীদের। আমাদের ক্ষমতার রাজনীতিকদের দিকে চোখ ফেরালেও দেখা যায় ব্যবসায়ী কাম রাজনীতিকদের আধিক্য।

ব্যবসাও যুদ্ধক্ষেত্র বটে। যে জন্য কোনো মুক্তিযোদ্ধা যদি সেখানে গিয়ে অসীম সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে তাঁর বীরত্বের তারিফ আমরা অবশ্যই করব। কিন্তু লড়ছেন তিনি কার বিরুদ্ধে? এখানে একটু ঢোঁক গেলার ব্যাপার থাকে। বলতে হয়, লড়ছেন আসলে দেশবাসীর বিরুদ্ধে। সবাই না হোক, অনেকেই। অনেক সফল ব্যবসায়ী আছেন, অনায়াসে যাঁরা রাজাকারদের লজ্জা দিতে পারবেন এদিক থেকে। রাজাকারেরা দালাল ছিল বিদেশিদের, এরাও নির্ভেজালরূপে সেটাই। রাজাকারেরা শত্রু ছিল জনগণের, এরাও তাই। ব্যবসায়ীরা উৎপাদন করেন না, অন্যের উৎপাদন বিক্রি করেন। কিংবা উৎপাদন বিক্রি-করা টাকা দিয়ে জিনিসপত্র (সময় সময় অপ্রয়োজনীয় ও বেশির ভাগ সময় অনুৎপাদক) আমদানি করেন। রাজাকারেরা মোটেই নির্বংশ হয়নি; বরং হইচই করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর আছে জবরদখল। একাত্তরের ডিসেম্বর পর্যন্ত জবরদখলকারী বলতে পাঞ্জাবিদেরই বোঝানো হতো। তার পরেই শুরু করল বাঙালি ভাইয়েরা। আগেও করেছে, তবে আগে সুযোগটা কিছু কম ছিল। আমার এক পরলোকগত মুরব্বিকে দেখেছি (আল্লাহ্ তাঁর বেহেশত নসিব করুন) সাতচল্লিশের পর প্রতিবেশী হিন্দুদের জায়গা-জমি, বাড়িঘর, আসবাব সব দখল করে ধনী হলেন। বাহাত্তরের পর তাঁর ছেলেদের দেখলাম বাপের ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়ে অবাঙালিদের ফেলে যাওয়া ফ্যাক্টরি দখল করে নিল। অবাঙালিদেরটা নেওয়া শেষ হতে দেরি হয়নি, তখন বাঙালিটাতে হাতে দিয়েছে। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস এটাই। এ কাজকে রাজাকারের কাজ বললে শত্রু বাড়ে, তবে না বললে মিথ্যা বলা হবে। জবরদখল কোন পর্যায়ে না ঘটেছে এবং এখনো কি না ঘটছে?

এই যে দেশে অরাজকতা ও অনাচারের এমন মচ্ছব–এর জন্য ওই জবরদখল ও ব্যবসা যত দায়ী, তত বোধ করি অন্য কিছু নয়। আর কোনো মুক্তিযোদ্ধা যদি এসব কাজে লিপ্ত হন, তবে হতাশ হওয়ার কারণ থাকে নিশ্চয়ই। যুদ্ধকালে কোনো যোদ্ধাই এসব বিষয়ে ভাবেননি। ভাবনাটা এসেছে পরে। তবে এটা মানতে হবে যে, যুদ্ধে সবাই এক রকমের মনোভাব নিয়ে যাননি। সাধারণভাবে দেশকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা সবার মধ্যেই ছিল। কিন্তু মুক্তির পর কী ঘটবে, তা ভাবা হয়নি। পরাধীনতার অভিশাপ আমাদের সবাইকে প্রায়-স্থায়ীভাবে বিরোধী দলের লোক করে দিয়ে গেছে, যে জন্য কার কার নিপাত যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, তা জানা থাকলেও কিসের কিসের বিকাশ দরকার, তা তেমন জানা ছিল না। সাতচল্লিশে এটা দেখলাম, একাত্তরের পরেও তা দেখা গেল। মুক্তিযুদ্ধ নিজেই অবশ্য পারত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কেননা প্রথমত, পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। দ্বিতীয়ত, সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং তৃতীয়ত, নেতৃত্বের অভাব ছিল। শেখ মুজিব উপস্থিত ছিলেন না। মওলানা ভাসানী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ভাসানীর সঙ্গে তাঁর নিজের দলেরও যোগ ছিল না। যাদু মিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কলকাতায়। মওলানা দেখা করেননি। তাঁর ধারণা ছিল, যাদু মিয়া সাহেবের উদ্দেশ্য সুবিধার নয়। স্থির ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, কিন্তু তাঁকে আটকা পড়ে থাকতে হয়েছে দাপ্তরিক কাজে, তদুপরি তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব দলে অতটা ছিল না, যতটা ছিল বঙ্গবন্ধুর।

যুদ্ধ যে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করতে পারেনি, এটা বড়ই বাস্তবিক সত্য। যুদ্ধের পরও কয়েকটি বড় ভুল হয়ে গেছে। একটা হচ্ছে পুরোনো ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রেখে কেবল লোক বদল করা। অন্যটা হচ্ছে মানুষকে ত্যাগী না করে লোভী করে তোলা। স্মরণ করা যেতে পারে, স্বাধীনতার পর যোদ্ধাদের নানা রকম পুরস্কার দেওয়া শুরু হলো। কেউ পেল পদ, কেউ পেল টাকা করার সুযোগ। ৫০ নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলো ছাত্রদের জন্য। নকলের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলো না। সার্টিফিকেট বিতরণ শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে, যার জোরে কেউ পেল চাকরি, কেউ পেল পদোন্নতি। এখন তো মাসিক সম্মানী বরাদ্দ হয়েছে সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধাদের। সমষ্টিগত পুরস্কারের পরিবর্তে ব্যক্তিগত পুরস্কার দেওয়ার ওই আয়োজন যুদ্ধের মূল চেতনাটাকেই আঘাত করেছে। এর ফলে সমাজতন্ত্রের নীতি মুখে মুখে শোনা গেছে বটে, তবে কাজে মোটেই পাওয়া সম্ভব হয়নি। ধীরে ধীরে ব্যক্তিস্বার্থ বড় হয়ে উঠল, সমাজতন্ত্র পিছিয়ে গেল ক্রমান্বয়ে এবং ওই যে বললাম জবরদখল ও ব্যবসা–ওই দুটি ভীষণভাবে চালু হয়ে গেল এ দেশে। দারিদ্র্য প্রথমে মানুষকে ততটা আঘাত করেনি, যতটা আঘাত করেছে বৈষম্য। পাকিস্তানের দুর্বলতা ছিল ওই বৈষম্যে, বাংলাদেশও দুর্বল হয়ে চলেছে ওই বৈষম্যেই।

ঐতিহাসিক মমিন মসজিদের সংস্কার ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে

ড. মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ

লোহার পেরেকবিহীন সম্পূর্ণ কাঠের কারুকাজ দিয়ে তৈরি ঐতিহাসিক মমিন মসজিদ দক্ষিণ এশিয়াতে এক অনন্য সম্পদ । এটি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়াতে অবস্থিত । ১৯১৩ সালে এটির কাজ শুরু হয়, ২২ জন কাঠশিল্পীর ৭ বছরের প্রচেষ্টার পর এটি পূর্ণ রূপ নেয় ১৯২০ সালে। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত হয় ২০০৩ সালে। ইউনেস্কো ২০০৬ সালে Mosque Architecture in Bangladesh নামে একটি বই প্রকাশ করে, সেখানে মমিন মসজিদ স্থান পায়।

গত ২০০৭ সালের সিডর সাইক্লোনের পর এটির কিছু সংরক্ষণের কাজ করা হয়। যা

ছিল ত্রুটিপূর্ণ, নিম্নমানের কাঠ দেয়া হয়, যা পরে ঘুনপোকার কবলে পড়ে ও আগের রঙের বিন্যাসকে মুছে দিয়ে একরঙের বার্নিশ করে দেয়া হয়। এতে এটি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যতা হারায়। ২০১৩ সালে ঐতিহাসিক মমিন মসজিদের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান করা হয় আগারগাঁও প্রত্নতত্ত্ব ভবনে। পরের বছরে মমিন মসজিদ সংরক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাতে বেশ কয়েকটি সুপারিশ করা হয়, সেখানে মসজিদের ভিত্তি উঁচু করাসহ ভালোমানের কাঠ দিয়ে সংরক্ষণসহ রঙের বিন্যাস ঠিক করার কথা বলা হয় এবং উপরে একটি শেড করার প্রস্তাব রাখা হয়, যেন রোদ-বৃষ্টিতে ক্ষতি না হয়। তারপর দীর্ঘদিন পর মমিন মসজিদের সংস্কার, সংরক্ষণ ও উপরে একটি শেড তৈরির জন্য গত মন্ত্রিপরিষদের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী (আসাদুজ্জামান নুর),

তৎকালীন সচিব ও তখনকার ডিজি মহোদয় প্রায় ষাট লক্ষ টাকা বাজেট পাস করেন (২০১৮ নভেম্বর ৬)। তার প্রথম কিস্তি

মমিন মসজিদ

বিশ লক্ষ টাকা পিরোজপুরের ডিসি সাহেবের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। তার কিছুদিন পরই নতুন মন্ত্রিপরিষদ এলো, নতুন সচিব এলেন এবং নতুন সচিব এসে এটাকে ক্যান্সেল করে দিলেন।

সরকারের কাছে দাবি, এই কাঠের কারুকাজটিকে বাঁচিয়ে রাখুন। পূর্বের বাজেট পুনর্বহাল করে এটির সঠিক সংস্কার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া।

ড. মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
ফিলাডেলফিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
(মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ মমিন মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মমিন উদ্দিন আকনের নাতি)

'মৃত্যু' নিয়ে হাস্যরস, ডার্ক কমেডি ও ডার্ক ম্যানগণ

কাকন রেজা

ডার্ক কমেডি, যাকে বলা হয় ফাঁসির হাস্যরস, মর্বিড হিউমার। বাংলাদেশে আজ চারিদিকে ডার্ক কমেডির ছড়াছড়ি। অসংখ্য ডার্ক কমেডিয়ান নেমে পড়েছেন স্টেজে। মানুষের মৃত্যুও আজ যাদের কমেডির বিষয়বস্তু। মরলেও চোখটা বেঁচেছে, এটাও ডার্ক কমেডি; আমরাও বলতাম একসময় এবং তা বলতাম না বুঝেই। কারণ 'ডার্ক' ব্যাপারটিই আমাদের সময় দৃশ্যমান ছিল না। অন্ধকারের উপাখ্যান ছিল আমাদের অজানা। আমরা নিশ্চিত মনে বাড়ির বাইরে যেতাম, নিখোঁজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, ছিল না লাশ হবার সমূহ আশঙ্কা। এখন যেমন আছে। ধরে নিন, একজনকে হাত-পা বেঁধে নদীতে সাঁতার কাটতে ছেড়ে দেয়া হলো, সঙ্গতই সে পারবে না। তখন যদি বলা হয়, আপনি সাঁতারে ব্যর্থ। শেষ পর্যন্ত সে যদি ডুবে মারা যায়, তখন যদি বলা হয়, 'জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে', কী বলবেন আপনি? জানি, চুপ হয়ে যাবেন। এটাই ডার্ক কমেডি, আর এই কমেডিতে চুপ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

ডার্ক কমেডিতে ডার্ক ম্যানরাই হাসতে পারে। যাদের জগত অন্ধকারে ভরা, যাদের উত্থান অন্ধকার থেকে, যাদের চিন্তা অন্ধকার। যারা মূলত অন্ধ। মতান্ধ। ডগমাটিক। তাদের কাজ মানুষের কষ্ট ও বেদনা বিষয়ে হিউমার করা, মর্বিড হিউমার। খুনি এরশাদ শিকদারের গানের মতন। যে অন্যের মৃত্যুকে নিশ্চিত করে নিজে মৃত্যু বিষয়ক গান গাইতো, 'আমি তো মরেই যাব'। ভয়াবহ এই ডার্ক কমেডি, মর্বিড হিউমার। এক এরশাদ শিকদারকে সে সময়ের সরকার ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। কিন্তু শিকদারের আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক জননকে কি রোখা গেছে? যায়নি।

একজনের স্বাভাবিক মৃত্যুতে সান্ত্বনার কথা হতে পারে, 'ঈশ্বরের মর্জি' বিষয়ে। কিন্তু একজন রোগী যখন হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে অ্যাম্বুলেন্সে মারা যায়, তখন যখন 'ঈশ্বরের মর্জি' কথাটি উত্থাপিত হয়, তখন সেটা ডার্ক কমেডি, মর্বিড হিউমার। চলতি করোনাকালে এমন মৃত্যুর দৃশ্য আমাদের অনেক দেখা, এমন ডার্ক কমেডিও অনেক শোনা। ওই যে, মর্বিড হিউমার, মৃত্যু বিষয়ে হাস্যরস সয়ে নিতে হয়। তাই চুপচাপ সয়ে নেয়া। অক্ষমদের আর কিই বা করার আছে!

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী থেকে সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে। বিপরীতে ব্যবস্থা হচ্ছে শুধু লাইসেন্স দেখা, সেটা চালকের কিংবা গাড়ির যাই হোক না কেন। কিন্তু লাইসেন্স দিয়ে কি চালকের মানসিকতা চেক করা যায়? সে অপরাধপ্রবণ কিনা তা বোঝা যায়? যায় না। একটা ঘটনা বলি, একজন শিক্ষিত মানুষ যিনি লাইসেন্স পাননি গাড়ি চালানোর, অর্থাৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। অথচ তাঁর ড্রাইভারের লাইসেন্স আছে। যে ড্রাইভার শুধু নাম-দস্তখত করতে পারেন। একটা লাইন তার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। তারপরও তার লাইসেন্স রয়েছে। লাইসেন্স পেতে গেলে হাতে-কলমের সাথে লিখিত পরীক্ষাটাও দিতে হয়। এই যে বকলম ড্রাইভারের লাইসেন্স প্রাপ্তি, এটাও একটা ডার্ক কমেডি। তার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে কেউ মরে গেলে যদি বলা হয়, 'ঈশ্বরের মর্জি' সেটা আরও বেশি মর্বিড হিউমার। এমন লাইসেন্স মানে, 'লাইসেন্স টু কিল'। একজন অন্ধের হাতে স্টিয়ারিং তুলে দেয়ার চেয়ে বড় ডার্ক কমেডি আর কী হতে পারে! লাইসেন্স চেক করার চেয়ে লাইসেন্স কার হাতে আছে সেটা চেক করা জরুরি। শুধু গাড়ির ক্ষেত্রেই নয়, সব ক্ষেত্রেই তা চেক করা জরুরি। অন্ধ, মতান্ধ তথা ডগমাটিকদের হাতে সব স্টিয়ারিংই বিপজ্জনক। তাদের হিউমার মানে মর্বিড হিউমার, কমেডি হলো ডার্ক কমেডি।

কাকন রেজা: লেখক ও সাংবাদিক।

বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত কারামুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও হোয়াইট হাউসের সম্মুখে সমাবেশ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত কারামুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে মার্কিন স্টেট ডিপির্টমেন্ট ও হোয়াইট হাউসের সম্মুখে সমাবেশ হয়েছে।

১ ডিসেম্বর বুধবার যুক্তরাষ্ট্র সূবর্ণ জয়ন্তী কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অংগ সংগঠনের নেতা কর্মীরা বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভসমুহে অংশ নেন কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক বেবী নাজনীন, সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক শরাফত হোসেন বাবু, যুগ্ম আহবায়ক জসিম উদ্দীন ভুঁইয়া, যুগ্ম আহবায়ক আবদুস সবুর,উপদেষ্টা মার্শাল মুরাদ, যুগ্ম আহবায়ক হেলাল উদ্দীন,যুগ্ম আহবায়ক এবাদ চৌধুরী, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব মোশারফ হোসেন সবুজ, ওয়াশিংটন বিএনপি সভাপতি হাফিজ খান সোহায়েল, ভার্জিনিয়া বিএনপি আহবায়ক জহির খান, সদস্য সচীব তোফায়েল আহমেদ,ম্যারিল্যান্ড বিএনপি আহবায়ক শাহিদ খান, সদস্য সচিব ইন্‌জিনিয়ার সেলিম আহমেদ, উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক মাকসুদুল হক চৌধুরী,যুগ্ম আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, যুগ্ম আহবায়ক আবদুর রহিম, যুগ্ম আহবায়ক জাফর তালুকদার, যুগ্ম আহবায়ক আহবাব হোসেন খোকন, যুগ্ম সদস্য সচীব সাইফুর খান হারুন, যুগ্ম আহবায়ক মো: আবুল কাশেম, যুগ্ম সদস্য সচীব এজিএম জাহাঙ্গীর হোসেন, মুক্তিযোদ্বা মীর মশিউর রহমান,যুগ্ম সদস্য সচীব শরিফুল খালিশদার, নুর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরকার, সুলতান আহমদ ভুঁইয়া, যুগ্ম আহবায়ক আমানত হোসেন আমান, মন্‌জুর মোর্শেদ, মহানগর নেতা রুহুল আমিন নাসির, আশরাফুজ্জামান আশরাফ, বিএনপি নেতা এমলাক হোসেন ফয়সল,যুবদল নেতা রেজাউল আজাদ ভুঁইয়া, ভার্জিনিয়া বিএনপি নেত্রী কামরুন্নাহার কনা, ডিসি বিএনপি নেতা আলবাব হোসেন সোহাগ,ম্যারিল্যান্ড বিএনপির মোহাম্মদ কাজল, মাহমুদ রায়হান, বাবুল চৌধুরী ,নিউইয়র্ক বিএনপির মনিরুল ইসলাম মনির, জিয়াউল হক মিশন, শরীফ চৌধুরী পাপ্পু, মোঃ মাইনউদ্দিন, মাজহারুল ইসলাম মিরন, বি এম বাদশা, বাদল মির্জা, আজিজুল বারী তিতাস,শাহবাজ আহমেদ, ফরিদ খোন্দকার, এডঃ রেজবুল কবীর,হুমায়ুন কবির, মনিরুল ইসলাম, ওয়াহিদ্দুজ্জামান নিলু,মাহবুবুর রহমান পলাশ,এ আর মাহবুবুর হক, নাজমুল হোসেন, জামাল হোসেন, হাসান, দিদার, জহীর, ফারবাজ আলম, মো: মনির হোসেন, মহসিন মিয়া লাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মেহেদী হাসান, শাহাব সিদ্দিকীসহ শত শত নেতাকর্মী।

দুপুর ২ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। পরে সেখানে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্থনি ব্লিনকেন বরাবরে স্বারকলিপি দেয়া হয়। পরে বিকাল ৪ টা থেকে ৫টা পর্যন্ত্য হোয়াইট হাউসের সম্মুখে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বেবী নাজনীনের পক্ষ থেকে সবাইকে পানি পান করিয়ে প্রতিকী অনশন ভাংগানো হয়। দলের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি বরাবরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার প্রয়োজন সংক্রান্ত চিঠি ও তথ্যাদি প্রেরন করা হয়।

রিলিজ খালেদা জিয়া, ফ্রী ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ’ ইত্যাদি শ্লোগানের পাশাপাশি বক্তারা বলেন কোন আইন আদালত নয় শেখ হাসিনাই বেগম জিয়ার সুচিকিৎসীর পথে একমাত্র অন্তরায় এবং যে কোন পরিনতির জন্য তাকেই জবাবদিহী করতে হবে। বক্তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ঘোষনা করেন।

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে স্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SECI Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

তাজউদ্দীন আহমদ স্মারক বক্তৃতা

কৌশলগত এবং বিচক্ষণ পক্ষেপের কারণেই মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য বেগবান হয়েছিল

রওশন হক

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্যকরণ দক্ষতার সাথে করা হয়েছিল। যার ফলে গণহত্যাকারী পাকিস্তান বাহিনী ও তার সহায়কেরা পরাজিত হয়। কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যদিয়ে আগ্রাসনে সহায়তাকারী বিশ্বশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

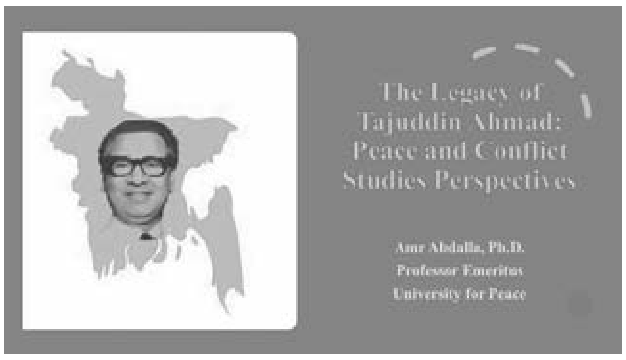

সংবাদমাধ্যম ও কৌশলগত জনসংযোগের মাধ্যমে আগ্রাসন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে চাপ, বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বে জনমত ও সমবেদনার সৃষ্টি করা হয়েছিল সাফল্যের সাথে। এসব কৌশলগত এবং বিচক্ষণ পক্ষেপের কারণেই মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য বেগবান হয়েছিল। তাজউদ্দীন আহমদ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে আলোচক, কোস্তারিকা ইউনিভার্সিটি ফর পিস'র এমেরিটাস প্রফেসর ড. আমর আব্দাল্লা এসব কথা বলেন। ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড লেকচার ২০২০'।

মূল আলোচক ছিলেন ড. আমর আব্দাল্লা। আলোচনার শিরোনাম 'দ্য লেগাসি অব তাজউদ্দীন আহমদ: পিস এন্ড কনফ্লিট স্টাডিজ পারস্পেকটিভস' (The Legacy of Tajuddin Ahmad - YouTube)। অনুষ্ঠানে যোগ দেন ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ, কনভিনর প্রফেসর মো. আব্দুল করিম, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জ্যেষ্ঠ কন্যা, ট্রাস্ট ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা শারমিন আহমদ। এছাড়া উত্তর আমেরিকা ও বাংলাদেশ থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) দিদার হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসাবিদ ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার জে বি বড়ুয়া, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. যুলফিকার হোসেন, গবেষক ড. সিন্থিয়া ফরিদ, অধ্যাপিকা ড. জেবুন্নেসা, ড. কওসার পারভীন চৌধুরী, অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান, ড. আব্দুস সাত্তার মোল্লা, জে গেইন্স কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তারিন আনওয়ার।

অধ্যাপক আব্দুল করিম তাঁর উপস্থাপনায় তাজউদ্দীন আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং আলোচক আমর আব্দাল্লার পরিচিতি তুলে ধরেন। ড. আমর আব্দাল্লা নিজের প্রণীত শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষার মডেলের আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে তাজউদ্দীন আহমদের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সাফল্যকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৫ মার্চ ১৯৭২ সময়সীমার মধ্যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। ড. আমর আব্দাল্লা উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। সেই লক্ষ্য অর্জনে জনগণের মহান মুক্তিযুদ্ধকে বিজয়ের সোপানে পৌঁছে দিতে যে সব বিষয়ে এই সরকার সফল হয়েছে, তা তিনি একে একে তথ্যউপাত্ত দিয়ে উল্লেখ করেন। অভূতপূর্ব সফলতার ফলেই অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটে একই ধারাবাহিকতায় এবং ভারতীয় বাহিনী দ্রুততার সাথে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হয়।

পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শিত অধ্যাপক আমরের সাবলীল ভাষ্যে আরও উঠে আসে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের বৈষম্য উপাদানসমূহ এবং এর ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও সাংঘর্ষিক অবস্থান। বক্তব্য শেষে ড. আমর আব্দাল্লা শ্রোতা-দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ তাঁর সমাপনী বক্তব্যে মূল নিবদ্ধ আলোচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বর্ণনা করেন। শারমিন আহমদ আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এ ধরনের আলোচনা নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করবে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ▪ ফ্যাক্স সার্ভিস ▪ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ▪ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

হোয়াইট হাউসের সামনে খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত কারামুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে বিএনপির সমাবেশ। ছবি: প্রথম আলো

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও হোয়াইট হাউসের সামনে সমাবেশ

খালেদা জিয়ার কারামুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত কারামুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র সুবর্ণজয়ন্তী কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

১ ডিসেম্বর বুধবার এসব কর্মসূচীতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক বেবী নাজনীন, সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শরাফত হোসেন বাবু, যুগ্ম আহবায়ক জসিম উদ্দীন ভুঁইয়া, যুগ্ম আহবায়ক আবদুস সবুর,উপদেষ্টা মার্শাল মুরাদ, যুগ্ম আহ্বায়ক হেলাল উদ্দীন, যুগ্ম আহবায়ক এবাদ চৌধুরী, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব মোশারফ হোসেন সবুজসহ শত শত নেতাকর্মী। দুপুর ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। পরে সেখানে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্থনি ব্লিনকেন বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়। এরপর বিকাল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে বেবী নাজনীনের পক্ষ থেকে সবাইকে পানি পান করিয়ে প্রতীকী অনশন সমাপ্ত হয়। দলের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি বরাবর খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার প্রয়োজন সংক্রান্ত চিঠি ও তথ্যাদি পাঠানো হয়। 'রিলিজ খালেদা জিয়া, ফ্রী ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' ইত্যাদি স্লোগানের পাশাপাশি বক্তারা বলেন, কোন আইন আদালত নয়, শেখ হাসিনাই বেগম জিয়ার সুচিকিৎসার পথে একমাত্র অন্তরায়। খালেদার জিয়ার যেকোন পরিণতির জন্য তাঁকেই জবাবদিহি করতে হবে। বক্তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা করেন।

আরবেরি হত্যায় তিন শ্বেতাঙ্গকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

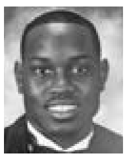
আহমাদ আরবেরি

কৃষ্ণাঙ্গ যুবক আহমাদ আরবেরি হত্যায় অভিযুক্ত তিন শ্বেতাঙ্গকে দোষী সাব্যস্ত করেছে জর্জিয়ার আদালত। গতকাল বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আদালতের বিচারকেরা এই রায় দেন। দোষী সাব্যস্তরা হলেন-গ্রেগরি ম্যাকমাইকেল, তাঁর ছেলে ট্র্যাভিস এবং তাঁদের প্রতিবেশী উইলিয়াম ব্রায়ান। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আদালত তাঁদের হত্যা, ক্রমবর্ধমান আক্রমণ, মিথ্যা কারাদণ্ড এবং অপরাধমূলক অপরাধ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এর ফলে তাঁদের ন্যূনতম যাবজ্জীবন সাজা হবে।

এই রায়ে গঠিত ১২ জন বিচারকের মধ্যে ১১ জনই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ এবং ১ জন মাত্র ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ বিচারক। প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ জর্জিয়ার ব্রান্সউইকের আদালতে এই মামলার শুনানি চলছিল। বুধবার দুপুরের দিকে রায় ঘোষণার আগে বিচারকেরা প্রায় ১০ ঘণ্টা আলোচনা করেন। এরপর তাঁরা এই রায় ঘোষণা করেন।

আদালতে আসামিরা বলেছে, তাঁরা একজন নাগরিককে গ্রেপ্তারের সময় আত্মরক্ষায় কাজ করেছিল। কিন্তু বাদী পক্ষের আইনজীবী বলেছে, এই হত্যায় জাতিগত একটা বিষয় কাজ করেছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৩শে ফেব্রুয়ারি আরবেরি জগিং করতে বের হন। এ সময় তিনি দক্ষিণ জর্জিয়ার একটি আবাসিক এলাকা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁকে চোর মনে করে ধাওয়া করে আটক করেন অভিযুক্তরা। সেখানে অভিযুক্তদের সঙ্গে আহমাদের ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে শ্বেতাঙ্গদের একজন আহমাদকে গুলি করে হত্যা করেন। এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভের জন্ম দেয়। এ ছাড়া বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন নতুন এক রূপ নেয়।

প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর ৮০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

আবদুস শহীদ

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী জনসমাজের আজকের অগ্রযাত্রার পেছনে সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহসহ যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। অনেকেই জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখছেন দূরদেশে স্বদেশীদের কোলাহল। তাঁদের মনে জাগ্রত হচ্ছে গত তিন-চার দশকে স্বদেশীদের উত্থানের নানা বিষয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করে সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর মতো সাংবাদিক দেশের বাইরে বাংলাদেশী জনসমাজ নির্মাণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, যা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।

প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর ৮০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও নাগরিক সংবর্ধনা উপলক্ষে বক্তারা এসব কথা বলেছেন। ২১ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়টে সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ সংবর্ধনা পর্ষদ এ অনুষ্ঠানে আয়োজন করে। বর্ণাঢ্য এ সংবর্ধনায় মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, কমিউনিটি নেতবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা, ক্রেস্ট প্রদান ছাড়াও উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জানান হয়। শারমিন নিহার ও গোলাম মোস্তফার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ সংবর্ধনা পর্ষদের আহ্বায়ক ফখরুল আলম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মোতালেব বিশ্বাস, বেলাল বেগ, মোর্শেদ আলম। সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, আপনাদের এ সংবর্ধনা পাওয়ার যোগ্যতা মোটেই আমার নেই। বক্তৃতায় নিজেকে এসএসসি পাস উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমার মতো কম শিক্ষিত ব্যক্তিকে সংবর্ধনা দিতে এত মানুষের সমাগম আমাকে ঋণী করেছে। আপনাদের ভালবাসায় আমি ধন্য। এ আন্তরিক ভালবাসা সবসময় আমার প্রেরণা হয়ে থাকবে। সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পাওয়া প্রথম তৃণমূল সাংবাদিক তিনি। এই স্কলারশিপ পাওয়া অবস্থায় তিনি যোগ দেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে। ওই বছরই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

বক্তৃতায় নিউইয়র্কের প্রবাস জীবনের অনুধাবনের কথা উল্লেখ করে করেন, দেশে বিরাজমান অন্যায়ের প্রতিবাদ ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকার আদায়ের জন্য একটি নিজস্ব মুখপত্র থাকা প্রয়োজন। সেই ভাবনা ও নিজের লেখালেখির নেশা থেকেই সাপ্তাহিক প্রবাসী নামে একটি পত্রিকা বের করেন তিনি। নিজের প্রবাস জীবনের নানা কষ্ট আর দুঃসময়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ তাঁর এ পর্যায়ে আসার পেছনে স্ত্রী দিলরুবা আক্তারের ভূমিকার কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। পরিবারের খরচ চালাতে স্ত্রী দিলরুবা আক্তারের বেবি সিটিংয়ের কথা উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তারা সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর ব্যতিক্রমী কার্যক্রম প্রবাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা তাঁকে কিংবদন্তি সাংবাদিক হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর ৮০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান। ছবি : উত্তর আমেরিকা অফিস

জব হেল্প! জব হেল্প!!
• পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
• পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
• জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
• আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।
ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
50 পারসেন্ট ডিসকাউন্টে সিপিএ'র
মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2020
WE DO ALL TYPES OF TAXES
50% REDUCTION IN FEES AS COVID-19 RELIEF
CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN, CPA, CISA
7232 BROADWAY, SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 347-592-9973; Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
• ব্যাংক্রাপ্সী
• ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
• রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
• উইল্স
• ইনকোর্পোরেশন
• ক্রেডিট কনসলিডেশন
• পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
• মর্গেজ
• ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
• ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন হাসানুল হক ইনু। ছবি : সংগৃহীত

দুর্নীতি-লুটপাট-বৈষম্যের অবসানে সুশাসন-সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে : হাসানুল হক ইনু

ইশতিয়াক রুপু

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাসদ সভাপতি হাসানুল হক এমপি বলেছেন, ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তান ও ২০২১ সালের বাংলাদেশ এবং ২০২১ সালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক মানবিক উন্নয়নের সূচনাগুলো তুলনা করলে বাংলাদেশের ঘোরতর শত্রুও স্বীকার করবে স্বাধীনতা বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বর্ণ দুয়ার খুলে দিয়েছিল। ৫০ বছরে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক- মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি অর্জন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র জাসদের উদ্যোগে ২৮ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস জুইস সেন্টারে এ আলোচনাসভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন পর দলীয় সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু উপস্থিত থাকায় এই অনুষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্র জাসদের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের মিলনমেলা উৎসবে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনাসভা ও পুনর্মিলনীতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাসদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বিশিষ্ট নারী নেত্রী আফরোজা হক রীণা, জাসদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন বাবলু ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নুর আলম জিকু, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড যুক্তরাষ্ট্র ইনকের কামান্ডার আব্দুল মুকিত চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এমএ সালাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ আনসারী, কর্নেল তাহের সংসদ যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক জাসদ নেতা কবি ফকির ইলিয়াস, জাসদ নেতা অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ নেতা আমিনুর রহমান পাপ্পু, আবুল ফজল লিটন, শরিফুল হক মনজু।

হাসানুল হক ইনু বলেন, পাকিস্তানপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে অশান্তি-অস্থিতিশীলতা তৈরি না করলে, উন্নয়নের পথে কাঁটা না বিছালে, দুর্নীতিবাজ-লুটেরা গোষ্ঠী ঘরকাটা ইঁদুর-উইপোকার মতো উন্নয়নের সুফল খেয়ে না ফেললে বাংলাদেশ আরও বহু গুণ এগিয়ে যেতে পারত।

তিনি বলেন, স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সহাবস্থান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কিন্তু যখন খোদ রাষ্ট্র-সংবিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সংবিধান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হয়, সেই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র বিরোধী শক্তি, গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করাই গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হিসাবে দাঁড়ায়। ইনু বলেন, বাংলাদেশকে আরেক ধাপ লাফিয়ে উঠতে হলে 'জাতীয় উল্লম্ফন' ঘটাতে হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চিরশত্রু পাকিস্তানপন্থা মোকাবেলার পাশাপাশি দুর্নীতি-লুটপাট-বৈষম্যের অবসান করতে সুশাসন-সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবি জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী নিউইয়র্কের প্রবাসী বাঙালিরা।

স্থানীয় সময় সোমবার (২৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক নাগরিক সমাবেশে এ দাবি জানায় জ্যাকসন হাইটসের এলাকাবাসী। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজমের সভাপতিত্বে এবং

মোহাম্মদ কাশেমের সঞ্চালনায় উক্ত নাগরিক সমাবেশে সভায় বক্তারা বলেন,বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি এদেশের মানুষের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। একবার নয় একাধিকবার তিনি গণতন্ত্রকে অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করেছেন। আজ তিনি ভালো নেই। হাসপাতালে বিছানায় চরম কষ্টে জীবন পার করছেন।

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন ও এদেশের মানুষের জন্য তাঁর অবদানের বিষয় তুলে ধরে বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশের জন্য খালেদা জিয়ার অবদান কেউ ভুলতে পারবে না। একজন সাদামাটা গৃহবধূ থেকে স্বামী জিয়াউর রহমানের শাহাদতের পর দেশের মানুষের চাওয়াতেই রাজনীতিতে আসনে। তার রাজনীতিতে আসার প্রায় চার দশক হয়েছে। জনগণ তাকে ভালোবাসে। তিনিও দেশ ও জনগণকে ভালোবাসেন। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তার আপসহীন নেতৃত্বের কারণে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত চারটি সংসদ নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন জেলার ১৮টি সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচন করে সবগুলোতেই বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তাই দেশের রাজনীতির এক অনন্য, সাহসী নাম খালেদা জিয়া। দেশের মানুষের কাছে তিনি 'দেশনেত্রী'। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দুই শিশুপুত্রকে নিয়ে গৃহবন্দী ছিলেন।

তাঁরা বলেন, নব্বইয়ের স্বৈরশাসন অবসানের পর ১৯৯১ সালে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

যমুনা সেতুর মতো বড় বড় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তিনি পরিচালনা করেছেন। আজ দেশে নারী জাগরণ হয়েছে। লাখ লাখ মেয়ে শিক্ষায় এগিয়ে এসেছে। এতে তার অবদান রয়েছে।

মেয়েদের জন্য তিনিই প্রথম উপবৃত্তি চালু করেন। প্রথমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, পরে এসএসসি পর্যন্ত। দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে তার একটি পা গুরুতর অসুস্থ।

খালেদা জিয়া রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার এমন মন্তব্য করে বক্তারা বলেন, মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ আড়াই বছর তিনি নির্জন কারাবাসে থাকায় অনেক ব্যাধি তাকে গ্রাস করেছে। কারাগারে চিকিৎসা না পেয়ে আজ বেগম খালেদা জিয়ার জটিলতাগুলো বেড়ে গেছে। দীর্ঘ দিন থেকে বেগম খালেদা জিয়া ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, উচ্চ

রক্তচাপ, কিডনি, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। দু'বার তার হাঁটুতে অপারেশন হয়েছে। অপারেশন হয়েছে চোখে।

বেগম খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ হয়ে বর্তমানে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন এমন বিষয় তুলে ধরে বক্তারা বলেন, নানাবিধ জটিল রোগে তিনি এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের জায়গায় চলে এসেছেন। তার শারীরিক অবস্থা বেশ উদ্বেগজনক। এক প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে দেশনেত্রীর জীবন। দেশে চিকিৎসা দেয়ার মতো আর কিছু বাকি নেই।

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জীবন রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন। চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে এই প্রবাসী বাঙালিরা বলেন, দেশে চিকিৎসা দেয়ার অবশিষ্ট আর বাকি নেই। তাকে সুস্থ করে তুলতে হলে এ মুহূর্তে বিদেশে নেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। তার গুরুতর জটিলতাগুলো সারাতে হলে বিদেশে আরো অ্যাডভান্স সেন্টারে চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাকে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়। আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে জোর দাবি জানাচ্ছি বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে অবিলম্বে তাকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা: ওয়াদুদ ভুইয়া ও ডা: হামিদুজ্জামান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ভাসানী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ টিপু সুলতান, বাংলাদেশ

সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান, রাজনীতিক, কলামিষ্ট রিটা রহমান, লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড: শওকত আলী, সাংবাদিক মাঈনউদ্দিন নাসের, বিএনপি নেতা ডা: মুজিবুর রহমান মজুমদার, ডা: মিনা ফারাহ, কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, ফার্মাসিস্ট কামাল সাঈদ মোহন, বীর মুক্তিযাদ্ধা খন্দকার ফরহাদ, সাংবাদিক কাজী জেসিন, আলী ইমাম শিকদার, কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ন আহবায়ক মিজানুর রহমান ভুইয়া মিল্টন, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের

সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, জাতীয়তাবাদি ফোরাম সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন, এটর্নী মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধক্ষ মোহাম্মদ আলী,

বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবিব ও ডা: নার্গিস রহমান। সভায় পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করেন নাসিম আহমেদ এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুস সাদিক।

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবিতে আয়োজিত সভায় প্রবাসী বাঙালিরা। ছবি: সংগৃহীত

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

ইনকামট্যাক্স **২০১৯** ইনকামট্যাক্স

আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ► **আবু হেলেন হোসেন**

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্নীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

নিউইয়র্কে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির হার আমেরিকার শীর্ষে

জাহিদা আলম

বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিউইয়র্ক নগর আমেরিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। গত সপ্তাহে আবাসন ব্যবস্থাপনা সংস্থা জুম্পার এক বিশ্লেষণে নিউইয়র্কে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির হার নিয়ে এমন তথ্য জানানো হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়, নিউইয়র্ক নগরকেন্দ্রে মধ্যম মানের এক বেডরুমের এ্যাপার্টমেন্টের মাসিক ভাড়া এখন গড়ে তিন হাজার ১৮০ ডলার। দুই বেডরুমের ক্ষেত্রে এই ভাড়া তিন হাজার ৪৮০ ডলার।

জুম্পার কর্তৃক প্রকাশিত আমেরিকাজুড়ে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির সূচকে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কে গত ১১ মাসের মধ্যে এক বেডরুমের এ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া বেড়েছে ১২ দশমিক ১ শতাংশ এবং দুই বেডরুমের এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া বেড়েছে গড়ে ১৩ দশমিক ২ শতাংশ। সাধারণভাবে নানা মৌসুমে বাড়ি ভাড়ার বৃদ্ধি ঘটে। গ্রীষ্মের সময় লোকজন স্থানান্তরিত হয়ে থাকে বেশি। ফলে এসময়কে বাড়ি ভাড়ার মৌসুম বলে মনে করা হয়। মহামারির কারণে গত প্রায় দুই বছর থেকে মৌসুম অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া বাড়েনি।

জুম্পার তাদের তথ্য বিশ্লেষণে বলেছে, মহামারি থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সাথে সাথে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির হার আগের অবস্থায় পৌছবে।

> গত ১১ মাসের মধ্যে এক বেডরুমের এ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া বেড়েছে ১২ দশমিক ১ শতাংশ এবং দুই বেডরুমের এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া বেড়েছে গড়ে ১৩ দশমিক ২ শতাংশ।

নিউইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টে বসে চুরাশিয়ানদের আড্ডা

নিউইয়র্কে চুরাশিয়ানদের অড্ডা

রেজওয়ানা আলম

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস নবান্ন রেষ্টুরেন্টে ২৪ নভেম্বর ২০২১ বুধবার বসেছিল চুরাশিয়ানদের আড্ডা। SSC '84 Batch North America, নিউইয়র্ক এই আড্ডার আয়োজন করে। গ্রুপ এডমিন শাম্‌স চৌধুরী রুশোর উদ্যোগে আয়োজিত আড্ডায় নিউইয়র্কসহ অন্যান্য স্টেটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চুরাশিয়ান আড্ডায় অংশ নেন। জমজমাট আড্ডায় চলে গান, কৌতুক, কবিতা ও স্মৃতিচারণ। সবাই যেন স্কুলজীবনের সেই উচ্ছ্বলতায় ফিরে গেলেন। চমৎকার গান পরিবেশন করেন চুরাশিয়ান হাসান মাহমুদ। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেউ কেউ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

আড্ডায় কবি-ছড়াকার সংগঠক শাম্‌স চৌধুরী রুশো রচিত ‘আমরা চুরাশিয়ান’ থিম সংটি প্রথমবারের মতো পরিবেশিত হয়। আড্ডায় অংশ নেন চুরাশিয়ান কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কাজী ফৌজিয়া, রাব্বি সাঈদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, হাসান মাহমুদ, জিয়া মঈন হায়দার, শেখ শাহেদ, শাম্‌স চৌধুরী রুশো, কলি আলম, লিসানুর রাসুল, দেলোয়ারা আক্তার রুমা, সাবিরা করিম, কামরুল মজুমদার, জাহিদ সরকার, হেলী চৌধুরী, মো. আলী আজম। পেন্সিলভেনিয়া থেকে কামরুন নাহার ও ভার্জিনিয়া থেকে ইসরাত জাহান। আড্ডায় বৃহত্তর আকারে একটি চুরাশিয়ান সম্মেলনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Authorized IRS e-file Provider
KAKATUA
কাকাতুয়া
AGENCY
Serving Our Community For Over 28 Years
ENROLLED AGENT
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে ট্যাক্স ফাইলিং করে থাকি
Tax Return
PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting
Travels
Immigration
Insurance
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস
যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।
যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জল ভবিষ্যত গড়ুন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেষ্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ফোবানায় নাচে-গানে-আড্ডায় মুখরিত প্রবাসীরা

জুয়েল সাদাত

‘অদম্য বাংলাদেশ এগিয়ে যাও’—স্লোগানকে ধারণ করে ৩৫ তম ফোবানার তিনদিনব্যাপী স্বদেশীদের সম্মেলন শেষ হয়েছে ২৮ নভেম্বর রোববার। ৩৬তম শিকাগো ফোবানা সম্মেলনে আবার দেখা হবে হবে বলে প্রবাসীরা যে যাঁর রাজ্যে ফিরে গেছেন।

ফোবানা নর্থ আমেরিকার প্রবাসীদের সর্ববৃহৎ বাংলাদেশী মিলনমেলা। ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিযার সাত তারকা হোটেল গে লর্ড পামের ভেন্যুতে ২৬-২৮ নভেম্বর তিন দিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসীদের বৃহদাকার কনভেনশনটি সফলতা হল ৩৫টি ফোবানার মধ্যে ওয়াশিংটন ফোবানা সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভেন্যু, যা প্রবাসীদের সবচেয়ে আকৃষ্ট করে। কিছু ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত ছিল দৃশ্যমান। ফোবানার তিন দিনের কনভেশনের মুল যে আকর্ষণ, বিভিন্ন স্টেটের প্রবাসীদের উপস্থিতি পুরোটাই দৃশ্যমান ছিল। ৩৪তম ফোবানা না হওয়ার কারনে এবারের ৩৫ তম ফোবানায় হাজার হাজার প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় ৭৫টি নানা মাধ্যমের স্টল ছিল ফোবানায়। ছিল বিজনেস প্রমোশনের জন্য বিজনেস লাঞ্চ। বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার বিজনেসম্যানদের ব্রিজ তৈরিতে বিজনেস লাঞ্চটা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমেরিকার হাইপ্রোফাইল বিজনেসম্যনরা সেমিনারে সাফল্য ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। বিজনেস লাঞ্চ মিটিংয়ে উপস্থিত বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদুত ড্যান মজিনা সাংবাদিকদের সাথে এক মুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার কথা বলেন। তিনি বলেন,আমি বাংলাদেশকে রাইজিং স্টার বলেছিলাম, যা ছিল ১২ বছর আগে ফিউচার টেন্স, আজ যা প্রেজেন্ট। ঠিক তেমনি ২০৭১ সালে বাংলাদেশ অনেক অনেক দুর যাবে। বিশ্বের অন্যতম একটি উন্নয়নশীল দেশ হবে। যা ফিউচার, আপনারা তাই দেখবেন। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা ঘুরেছি। বাংলাদেশের মানুষের মতো ভাল মানুষ পৃথিবীতে নেই। ফোবানায় ছিল ভ্রাম্যমাণ কন্স্যুলেট সেবা, তিন দিনের এই সার্ভিসে কয়েকশ প্রবাসী উপকৃত হন। ছিল ফেইথ ইন্টারফেইথ

ফোবানা মঞ্চে প্রবাসি বাঙালিরা। ছবি: নুরুল হক

ডিসকাশন। ছিল বাচ্চাদের সায়েন্স ফেয়ার, এরাবিক ক্যালিওগ্রাফি প্রদশর্নী, নানা বিষয়ক অনেক সেমিনার তৃতীয় দিন ২৮ নভেম্বর দুপুর ১ টায় ছিল ফোবানার এজিএম ও নির্বাচন। ফোবানার এক্সিকিউটিভ কমিটির নির্বাচনটাই ছিল ‘টক অব দ্যা হল’। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফোবানার সেন্ট্রাল কমিটির নির্বাচনটা নিয়ে টান টান উত্তেজনা। পুরো চার ঘণ্টা কাটে বার্ষিক এজিএম ও নির্বাচন। মূল ৬৮ জন ভোটারের মধ্যে শতভাগ ভোট কাষ্ট হয়। এবারই প্রথম মোবাইলে সবাই ভোট দেন।

ফোবানার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) রেহান রেজা, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হন মাসুদ চৌধুরী। দুজনই পুর্বে একাধিকবার সেন্ট্রাল দায়িত্ব পালন করেছেন। ফোবানার নবনির্বচিত কমিটির সকলেই অভিঙ্গতায় পুর্ণ। তাঁরা ফোবানাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং সফলতাও পেয়েছেন। পুর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতৃত্ব নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ফোবানায় কোভিড পরবর্তী প্রবাসীদের মধ্যে দীর্ঘদিন পর দেখা-সাক্ষাত হবার সুযোগ ঘটায়। তাই অনেকেই গান, নাচ বাদ দিয়ে নানা গ্রুপে আড্ডায় মশগুল ছিলেন। ফোবানায় আকর্ষণীয় ভেন্যু ছাড়া অনেক কিছুর অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। কনভেনর জি আই রাসেল ও ফোবানা চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী চেষ্টা করেছেন ৩৫তম ফোবানাকে সফল করতে। সামগ্রিক বিচারে তাঁরা সফল। তবে আরও গোছালো কম বাজেটের ফোবানা করা যেত। অনেক কমিটমেন্ট অনুপস্থিত ছিল। জেবা রাসেল, পারভীন পাটোয়ারী দুজনই প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। ফোবানার ম্যাগাজিন যে কোন কারণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। যেখানে সেখানে ম্যাগাজিন পড়ে ছিল। ম্যাগাজিনে হোস্ট কমিটির অনেকের নাম নেই, অনেক অগোছালো। অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ম্যাগাজিন। ইয়েলো পেইজ বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। ফোবানার মুল যে মোটো উত্তর আমেরিকার শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো মুল্যায়ন পাবে, গুরুত্ব পাবে তা অনুজ্জ্বল ছিল। যা ৩৬তম শিকাগো ফোবানায় অনেকেই দেখার প্রত্যাশা করেন।

তিনদিনের ফোবানায় যাঁরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রাইম টাইমে তাঁরা হলেন সাবিনা ইয়াসমিন, রিজিয়া পারভীন, সুমাইয়া বৃষ্টি, লুইপা, তাহসান, মাহবুব, রবি, কামরুজ্জামান বকুল, শামীম সিদ্দিকী, শম্পা জামান, এমএ শোয়েব, রোকসানা মির্জা, শশী, রোজি। বাই-এর পরিবেশন, ওয়ার্দার অসাধারণ পরিবেশনা, শতদল, নজরুল ও প্রমীলাসহ প্রায় ১০০টি সেগমেন্ট ছিল।

ফোবানার যে মুল আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেটা অনেকটা পুর্ণ ছিল নানা আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর পরিবেশনায়। প্রথম দিন ও তৃতীয় দিন অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি প্রদানেরর মাধ্যমে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। অনেকের মন্তব্য ফোবানার প্রাইম টাইমটার অনেক মুল্যবান সময় চলে যায় অ্যাওয়ার্ড প্রদানের মাধ্যমে। সেটা কমিয়ে একটু শৃঙ্খলায় ফেলা যায়। ৩৫তম ফোবানার মিউজিক ছিল অনেক উন্নত মানের। একমাত্র খাবারের অপ্রতুলতাই ভুগিয়েছে নবীন-প্রবীণ সকলকে। সাত তারকা হোটেলে ফোবানার ট্রাডিশনাল খাবারের ভেন্ডরগুলো অনুপস্থিত ছিল। চা - সিঙ্গারা, চটপটি, ফুচকা, ভাত, চিকেন, বার্গার, পেঁয়াজু খোঁজেন শত-সহস্র প্রবাসী। ৩৫তম ফোবানায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ম্যারিল্যান্ড, ওয়াশিংটন ও ভার্জিনিয়ার প্রবাসীরা ছাড়াও নিউইয়র্ক, নিউজার্সির, ফ্লোরিডা,আটলান্টা, টেক্সাস, ডালাস, মায়ামি, মিশিগানের প্রবাসীরা ছিলেন চোখে পড়ার মতো। ফোবানার মুল হলরুমের পাশের একটি বৃহদাকার হলরুমে ছিল শাড়ি, সেলোয়ার কামিজ, জুয়েলারি, পাঞ্জাবির বিশাল সমাহার। প্রায় ত্রিশটি ভেন্ডর বিশাল পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। অনেকেই সারাবছরের বাজার সারেন। ছিল মুক্তধারার স্টল, বিশ্বজিৎ সাহা বঙ্গবন্ধুর অনেক বই নিয়ে এসেছিলেন। বই নিয়ে ফিরেও গেছেন। জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকীতেও কেউ বঙ্গবন্ধুর বই কিনেননি। ছিল আইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টল। আমেরিকায় একমাত্র বাংলাদেশী ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল ইউনিভার্নিটির স্টল। চাইলেই কেউ বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট ভিসায় চলে আসতে পারেন তাদের মাধ্যমে।

৩৫তম ফোবানার হোস্ট কমিটির বিশাল একটি লিস্ট ছিল নানা মাধ্যমে তাঁরা কাজ করেছেন। তবে বেশ কয়েকজন সংগঠক ছিলেন চোখে পড়ার মতো। তাঁরা হলেন— এসকে মিলন, আবু সরকার, হাসনাত সানি, তুষার, আকাশ রেইস, এসবি সুভ্র, ডা. ফাইজুল, হিরন চো, ইনারা ইসলাম, পারভীন পাটওয়ারী, জেবা রাসেল,সাব্বির আহমেদ, আকতার হোসেন, জনি, শামীম চৌ, সাম রিয়া। পিপল এন টেকের আবু হানিফ রিহার্সেলের জায়গা দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন। ফোবানার আইকনসহ নানা স্পন্সর ফোবানার তিন দিনের ইভেন্টটা উপভোগ করেন। এই বিশাল আয়োজনে খুঁজল অনেক অসঙ্গতি ও নানা রিউমার অনেকে জানেন, জানবেন। তবে সামগ্রিক বিচারে একটি সাত তারকা হোটলে ৫/৭ হাজার প্রবাসীদের আনন্দ দেবার চেষ্টা যাঁরা করেছেন আন্তরিকভাবে তাঁদের জন্য মোবারক বাদ। এরকম একটি সফল বা অর্ধেক সফল কনভেনশনে অনেকের জীবনের একটি বছর চলে যায়, সেদিকের খবর অনেকেই নেন না। গুজব সব সময় বাতাসেই থেকে যায়। জি আই রাসেল, জেবা রাসেল, ইরিনা ইসলাম, পারভীন পাটোয়ারীকে ধন্যবাদ।ফোবানার একজন নিয়মিত অনুরাগী, যিনি ৩৫টি ফোবানার মধ্যে বেশিরভাগ ফোবানায় উপস্থিত ছিলেন, রানা ওয়াদুদ জানান, ফোবানাতে না আসলে বন্ধুদের দেখতে পাই না সারা বছর। ফোবানা পাঁচমিশালী আয়োজন। সবাইকে খুশি করা যায় না, যাবেও না। আমরা পজিটিভ চিন্তার মানুষ। আয়োজকদের ধন্যবাদ। তাঁরা সাত তারকা হোটেলে ফোবানা করেছেন। নিউজার্সির শতদল টিভির সিইও নজরুল গবেষক কবির কিরণ জানান, ফোবানা আমাদের কাছে আরেকটি পরিবার। আমরা ফোবানায় কিছুটা বাংলাদেশের স্মেল পাই। নানা শহরের প্রবাসীরা একটি ছাতায় তিনদিন থাকি। ফ্লোরিডার আলম জানান, ফোবানায় না এলে বিশ্বাস করা যাবে না, এখানে কিভাবে বাংলাদেশ তুলে ধরা হয়। দেশপ্রেমটা ঝালাই হয়ে যায় এক বছরের জন্য। নিউইয়র্কের রচেস্টারের কবি ও প্রকাশক মৃদুল রহমান জানান, ফোবানায় বৃহৎ প্লাটফর্ম আমাদের প্রবাসী সংস্কৃতি শিল্পীদের অনেক আনন্দের। প্রতিভাবানরা তাঁদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পান। তবে আয়োজকদের প্রতি অনুরোধ, ঢাকার শিল্পীদের না এনে বিভিন্ন স্টেটের শিল্পীদের সুযোগ দেন। আমেরিকায় প্রতিভাবানদের অভাব নেই। তৃতীয় দিনে ২৮ নভেম্বরের রাত ১০ টায় নবনির্বাচিত ফোবানার সেন্ট্রাল কমিটি শপথগ্রহণ করে। বিদায়ী কনভেরন জি আই রাসেল নতুন কনভেনর মকবুল আলীকে ফ্লাগ হস্তান্তর করেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল হক, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত শহিদুল ইসলাম, জর্জিয়া স্টেটের সিনেটর শেখ রহমান, অন্তর শো বিজের স্বপন চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা নিউজার্সির কাউন্সিলম্যান্ ডক্টর নুরুন্নবী, টাইটেল স্পন্সর নাহিয়ান আয়োজকদের প্রশংসা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যলয়ের এলামনাই এসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে পুরোনো বন্ধু ও সহপাঠীদের অনেকেই খুঁজে পেয়েছেন। ফোবানা নানা শহরের প্রবাসীদের মধ্যে ব্রিজ তৈরি করে দেয়। আগামী বছর শিকাগোতে ৩৬তম ফোবানায় দেখা হবার প্রত্যয়ে ৩৫তম ফোবানার পর্দা নামে।

যাঁরা তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলেন, তাঁদের অনুমান ভুল প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদুত ড্যান মজিনা

মনজুরুল হক

বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদুত ড্যান মজিনা বলেছেন, স্বাধীনতার একশ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা শুধু এখন অনুমান করার বিষয়। মাত্র ৫০ বছরে দেশটি উন্নয়নের জন্য সারাবিশ্বের কাছে এক উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা একসময় বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলেন, তাঁদের অনুমানটা যে কতটা ভুল ছিল আজকের বাংলাদেশ তা প্রমাণ করেছে।

২৭ নভেম্বর শনিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশীদের বৃহত্তর অনুষ্ঠান ফোবানায় আয়োজিত ব্যবসায়ীদের এক সভায় সাবেক তিনি একথা বলেন। ফোবানা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বিজনেস নেটওয়ার্ক মধ্যাহ্নভোজের এ সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, জর্জিয়ার রাজ্য সিনেটর শেখ রহমান, একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলম্যান ডা. নুরুন্নবী, ফোবানা চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরীসহ ফোবানা সম্মেলন উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসিতে সমবেত বাংলাদেশী শীর্ষ ব্যবসায়ীরা সভায় বক্তব্য রাখেন।

মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক বলেন, বাংলাদেশকে ভালোভাবে কাছে থেকে দেখা সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনার বর্ণনায় দেশের অগ্রযাত্রার যে চিত্র উঠে এসেছে, দেশ আজ সেই অগ্রযাত্রার মহাসড়কে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নে অদম্য হয়ে উঠেছে। তিনি আমেরিকায় বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের দেশে এখনই বিনিয়োগ করার শ্রেষ্ঠ সময় বলে উল্লেখ করেন।

ফোবানা সম্মেলনে ব্যবসায়ীদের সভায় বক্তব্য রাখছেন ড্যান মজিনা। ছবি: নুরুল হক

সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা বলেন, তিনি ঢাকায় রাষ্ট্রদুত থাকার সময় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা ভ্রমণ করেছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকার মানুষকে তিনি কাছে থেকে দেখেছেন। বাংলাদেশের মানুষ নিজেরাই একধরনের উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন উন্নয়নের জন্য।

বিশ্বের সবচেয়ে জনসংখ্যাবহুল দেশকে বাংলাদেশের মানুষ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণ করে তুলেছে। দারিদ্র্য দূর করা, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মা ও শিশু মৃত্যু কমিয়ে আনাসহ সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের আজকের অর্জন কল্পকথাকেও হার মানাচ্ছে বলে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরে যা দেখাচ্ছে, এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে স্বাধীনতার একশ বছর অর্থাৎ ২০৭১ সালের বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ উন্নয়নের দেশে রূপান্তরিত হবে। বাংলাদেশের মানুষের এগিয়ে যাওয়ার এমন উদ্যমকে এক বিরল উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন ড্যান মজিনা।

সভায় রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য প্রবাসী ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানান। বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য সরকার সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ওমিক্রন: সর্বশেষ তথ্য

রহমান মাহবুব

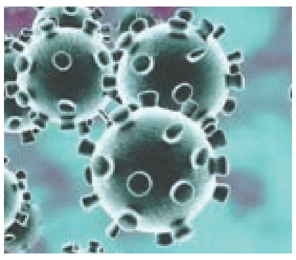

ওমিক্রন নামের করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্টটি কত মারাত্মক, এটি দ্রুত নির্ণয় করতে ব্যস্ত রয়েছেন বিজ্ঞানীরা। প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখে অনেক বিশেষজ্ঞ আশা করছেন, এটি কেবল হালকা অসুস্থতার কারণ হতে পারে।

তবে ড. রিচার্ড লেসেলস সতর্ক করেছেন, ভ্যারিয়েন্টটি গুরুতর অসুস্থতার কারণ হবে না। এত তাড়াতাড়ি এটি অনুমান করাও ঠিক হবে না।

ড. রিচার্ড দক্ষিণ আফ্রিকান কোভিড ভেরিয়েন্ট রিসার্চ কনসোর্টিয়ামের জন্য ক্লিনিক্যাল এবং মহামারি সংক্রান্ত তথ্য সমন্বয় করেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাথমিক সংক্রমণের মধ্যে অনেক অল্পবয়সী লোকেদের মধ্যে হালকা অসুস্থতা দেখা গেছে। বৃহত্তর জনসংখ্যার মাধ্যমে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে চিত্রটি পরিবর্তিত হতে পারে।

এই মুহূর্তে এই ভ্যারিয়েন্ট যুক্তরাজ্য এবং নেদারল্যান্ডসসহ কমপক্ষে একডজন দেশে দেখা গেছে। আরও অনেক দেশ এটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে, ওমিক্রন এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শনাক্ত হয়নি।

ওমিক্রনের কয়েক ডজন নতুন মিউটেশন রয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলো রয়েছে যা ভাইরাসকে আরও সংক্রামক হতে এবং ইমিউন প্রতিরক্ষাকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম। তবে ২৭ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ড. অ্যাঞ্জেলিক কোয়েটজি বলেছেন, দেশের হাসপাতালগুলোতে নতুন ভ্যারিয়েন্টে দ্বারা সংক্রমিত রোগীদের চাপ বাড়েনি এবং ওমিক্রনে আক্রান্ত বেশিরভাগই সম্পূর্ণরূপে টিকাপ্রাপ্ত ছিলেন না। তিনি সাংবাদিকদের জানান, তাঁর দেখা ওমিক্রন আক্রান্ত বেশিরভাগ রোগীই তাঁদের স্বাদ এবং গন্ধের বোধ হারাননি। শুধুমাত্র সামান্য কাশি ছিল।

তবে এটি আশ্বস্ত হওয়ার মতো বাণী নাও হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ড. লেসেলস, যিনি কোয়াজুলু-নাতাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সংক্রামক রোগের চিকিৎসকও। তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে গাউতেং প্রদেশে পাওয়া গেছে। এদের বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অল্পবয়সী ব্যক্তি। তিনি বলেন,'আমরা অবশ্যই আশা করব, টিকাপ্রাপ্ত হোক বা না হোক অথবা বয়স কম-বেশী। অবস্থা যাই হোক না কেন,অধিকাংশই হালকা লক্ষণ দেখা দিয়ে সেরে যাবে। তবে সামগ্রিকভাবে কেসগুলো বেড়েছে মাত্র গত দুই সপ্তাহ ধরে।

ড. লেসেলস আরও বলেন, সংক্রমণ, গুরুতর লক্ষণ এবং হাসপাতালে ভর্তি ইত্যাদি দেখার জন্য যথেষ্ট সময় এখনও পার হয়নি। ওমিক্রন যদি গুরুতর অসুস্থতার কারণ হয়, তাহলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে। এরমধ্যে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

টিকাপ্রাপ্তরা নতুন ভযারিয়েন্ট দ্বারা সংক্রমিত হবেন কিনা। বিজ্ঞানীরা এখনও সম্পূর্ণরূপে তা বিশ্লেষণ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা ইতিমধ্যে পুনর্সংক্রমণের কিছু ঘটনা দেখতে পাচ্ছেন। যাতে বোঝা যায়, ভ্যারিয়েন্টটি স্বাভাবিক ইমিউনকে ভেদ করতে সক্ষম।

ড. লেসেলস ও তাঁর সহকর্মীরা ২৯ নভেম্বর ওমিক্রন এবং এর বিস্তারের সর্বশেষ তথ্য পর্যালোচনা করার পরিকল্পনা করেছেন।

ট্রাক চালক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সুযোগ

রোকেয়া দীপা

আমেরিকার সর্বত্র ট্রাক চালক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আগামী এক দশকে ১০ লাখের বেশি ট্রাক চালক প্রয়োজন। পণ্য সরবরাহ থেকে শুরু করে পরিবহন খাতের সর্বত্র ট্রাক চালকদের অপ্রতুলতা মোকাবেলায় মার্কিন অভিবাসন সুযোগ গ্রহণ করতে পারে ট্রাক কোম্পানিগুলো। এরফলে আমেরিকার বাইরে থেকে বিপুল সংখ্যক পেশাদার ট্রাক চালক আমেরিকায় আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মহামারি পেরুনো আমেরিকার সর্বত্র সরবরাহ ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পণ্য এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে পরিবহন কাজে নিয়োজিত ট্র্যাকিং কোম্পানিগুলো লোকবলের সংকটে পড়েছে। পুরুষপ্রধান এ পেশায় যথেষ্ট নতুন লোকজনের অন্তর্ভুক্তি ঘটছে না। পুরোনো ট্রাক চালকরা অনেকেই পেশাগত জীবনের অবসান করে অবসরে চলে যাচ্ছেন। পরিবার ছাড়া দিনের পর দিন বাইরে থাকাতে হয় বলে এ পেশায় নতুনদের আগমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। মজুরি বৃদ্ধি করেও আমেরিকার ট্র্যাকিং কোম্পানিতে লোক সঙ্কট সামাল দিতে হিমশিম হেঁটে হচ্ছে।

আমেরিকান ট্র্যাকিং এসোসিয়েশনের মতে, ট্রাক চালকদের চাহিদা সামাল দিতে আগামী একদশকে আমেরিকায় ১০ লাখ ট্রাক চালককে চাকরি দিতে হবে। সংগঠনটির প্রধান অর্থনীতিবিদ বব ক্যাস্টেলো বলেন, মহামারির কারণে বহু ড্রাইভিং স্কুল বন্ধ থেকেছে। রাজ্য মোটরযান বিভাগে কাজ-কর্ম স্থগিত থেকেছে। এছাড়া মহামারি-পরবর্তী বাস্তবতায় বহু লোক স্বেচ্ছা অবসরে চলে যাওয়ায় পরিবহন খাতে ট্রাক চালকদের চরম সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। বব

যুক্তরাষ্ট্রে আগামী এক দশকে ১০ লাখ ট্রাক চালকের প্রয়োজন হবে। প্রতীকী ছবি

ক্যাস্টেলো বলেন, এখনই ট্রাক পরিবহন খাতে ৮০ হাজারের বেশি চালক সঙ্কট রয়েছে। এরমধ্যেই চালকদের মজুরি পাঁচগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমেরিকায় ট্রাক চালক পেশার জন্য কোন উচ্চাশিক্ষার প্রয়োজন নেই। চ্যালেঞ্জিং পেশা হিসেবে নিয়ে ট্রাক চালিয়ে সহজেই আমেরিকার মধ্যবিত্তের স্বচ্ছল জীবনযাপন করা সম্ভব । ২০৩০ সালের মধ্যে ট্রাক পরিবহন খাতে চালক সঙ্কট এক লাখ ৬০ হাজারের বেশি দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাক পরিবহনে এ সঙ্কট মোকাবেলার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি অভিবাসন সূত্রে আমেরিকার বাইরে থেকে ট্রাক চালকদের নিয়ে আসার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। অভিবাসন বিষয়ক আইনজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী অ্যান্ডি সেমোটিউক ফর্বস অনলাইনে লেখা এক প্রতিবেদনে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অ্যান্ডি বলেন, মার্কিন অভিবাসনের বিরাজমান আইনের এইচ-২ বি ভিসায় ট্রাক কোম্পানিগুলো দেশের বাইরে থেকে ট্রাক চালক সংগ্রহ করতে পারে। মার্কিন অভিবাসনের আইনে কৃষিকাজ নয়, এমন খাতে আমেরিকায় কর্মী না পাওয়া গেলে ১২ মাসের জন্য বাইরে থেকে কর্মী সংগ্রহ করতে পারে। প্রথমে এক বছরের জন্য এধরনের ভিসা দেয়া হলেও কর্ম সঙ্কট বিরাজমান থাকলে তা বর্ধিত করার সুযোগ রয়েছে। এইচ-২ বি ভিসার মাধ্যমে ট্রাক চালকদের সঙ্কটের তাৎক্ষণিক সুরাহা করার ব্যবস্থা নেয়া যাতে পারে বলে আইনজীবী অ্যান্ডি মনে করেন।

এ প্রক্রিয়ার জন্য ট্র্যাকিং কোম্পানিগুলো নির্ধারিত নিয়মে অভিবাসন বিভাগের কাছে আবেদন করতে হবে এবং বাইরের দেশ থেকে দক্ষ ট্রাক চালকদের ভিসাপ্রক্রিয়া ওইসব দেশের মার্কিন কনস্যুলেট অফিস থেকে দেয়া হবে। ইবি-৩ নামের ভিসার আবেদন করেও ট্রাক চালকদের আমেরিকায় আসার সুযোগ রয়েছে। এ প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল এবং অভিবাসন বিভাগে এখন যে আবেদন জট লেগে আছে, এরমধ্যে ইবি-৩ ভিসার আবেদন আর

দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ই-৩ ভিসার মাধ্যমে বাইরের ট্রাক কোম্পানিগুলো আমেরিকায় ব্যবসা চালু করে অভিবাসন সুবধা গ্রহণ করতে পারে। যদি প্রমাণ করা যায়, ট্রাক কোম্পানি পরিচালনা করে আমেরিকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আমেরিকার পরিবহন খাতের এ লোক সঙ্কট মোকাবেলার জন্য অভিবাসনের প্রচলিত আইনই সুবিধা নিয়ে বাইরের দেশগুলো থেকে ট্রাক চালক নিয়ে আসার বিষয়টি এখন অভিবাসন আইনজীবী এবং ট্র্যাকিং কোম্পানিগুলোর আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে।

ভাইকে সাহায্য করার অভিযোগ সিএনএনের উপস্থাপক বরখাস্ত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমোর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠার পর তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনের উপস্থাপক ক্রিস কুয়োমো। আর এ কারণে তাঁকে বরখাস্ত করেছে সিএনএন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সিএনএনের পক্ষ থেকে এমনটি জানানো হয়েছে।

করোনা মহামারির শুরুতে, অ্যান্ড্রু কুয়োমো এবং ক্রিস কুয়োমো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নিউ ইয়র্কে করোনার প্রকোপ বাড়ার পর এ নিয়ে দৈনিক ব্রিফ করে প্রশংসিত হন শহরটির তৎকালীন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো। কিন্তু কয়েক মাস পরে তাঁর বিরুদ্ধে ১১ জন নারীকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগে

ক্রিস কুয়োমো

গত আগস্টে অ্যান্ড্রু কুয়োমো পদত্যাগ করেন।

এ নিয়ে মঙ্গলবার সিএনএনের মুখপাত্র বলেন, সিএনএন বুঝতে পেরেছে যে ক্রিস কুয়োমোর কাছে তাঁর পরিবার প্রথম এবং এরপর হলো চাকরি। সবকিছু বিবেচনা করে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁকে বরখাস্ত করা হলো।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে হোয়াইট হাউজের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশে সম্প্রতি একের পর এক হিন্দু নির্যাতন ও তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ নভেম্বর শুক্রবার দুপুরে হোয়াইট হাউজের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএ।

নিউইয়র্কভিত্তিক ৩০টি হিন্দু মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএ আয়োজিত এই কর্মসূচীতে নিউইয়র্ক নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিপুল সংখ্যক বিক্ষোভকারী অংশ নেন। নিউজার্সি, কানেটিকাট, পেনসিলভেনিয়া, ম্যারিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটন ডিসি থেকেও প্রবাসী বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা এতে অংশ নেন। এ সময় বিক্ষোভকারীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশে দূতাবাসে ডেপুটি চিফ অব মিশন ফেরদৌসী শাহরিয়ার এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাবিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর লিখিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগের দু'জন ডিরেক্টর স্কট্ আরবাম ও মরীন হ্যাগার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন বরাবর একটি স্মারকলিপি দেন। এ সময় ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বরাবরও একটি স্মারকলিপি দেন তাঁরা।

প্রতিনিধি দলগুলোর নেতৃত্ব দেন ইউনাইটেড হিন্দুজ্ অব ইউএসএ'র সমন্বয়ক শ্রীমান নিত্যানন্দ কিশোর দাস ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত, শিতাংশু গুহ, রূপকুমার ভৌমিক, প্রিয়লাল কর্মকার, ভজন সরকার, রামদাস ঘরামী, এন্থনি পিয়াস গোমেজ, প্রদীপ মালাকার ও জীবক বড়ুয়া।

এই সমাবেশ থেকে একটি লিফলেট বিলি করা হয়। এই লিফলেটে ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী ম্যাসাকার থেকে শুরু করে সদ্যসমাপ্ত দুর্গাপূজা পর্যন্ত দেশে সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের বীভৎসতার সচিত্র ইতিহাস তুলে ধরা হয়। বিষ্ণু গোপ ও শ্যামল করের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন হিন্দুজ অব ইউএসএ'র সমন্বয়ক শ্রীমান নিত্যানন্দ কিশোর দাস ব্রহ্মচারী (নন্দ কিশোর দাস), ইসকন জিবিসি-ইউএসএ'র অনুত্তম দাস, নবেন্দু দত্ত, শিতাংশু গুহ, ডা. প্রভাত দাস, ডা. সমীর সরকার, প্রিয়লাল কর্মকার, রণজিৎ রায়, রূপকুমার ভৌমিক, ভজন সরকার, রামদাস ঘরামী, স্বামী দেবপ্রিয় নন্দগিরী, গোবিন্দজী বানিয়া, ভবতোষ মিত্র, বিদ্যুৎ সরকার, ডা. নিহার সরকার, প্রদীপ মালাকার, সুশীল সিনহা, শুভ রায়, প্রাণেশ হালদার, আশীষ ভৌমিক, সুভাষ সাহা, পিয়াস সেন সুমন, অজিত চন্দ, কুমার বণিক, উমেশ পাল, প্রিয়তোষ দে, এন্থনী গোমেজ, রঞ্জিৎ সাহা, উত্তম সাহা, প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিপ্লব শীল, প্রদীপ ঘোষ, জীবক বড়ুয়া, কুমার বণিক, শম্পা বণিক, দেবাশীষ সাহা, ঝলক রায়, চম্পা সরকার, হিমান রায়, সবিতা দাস, রবীন্দ্র পাল, প্রদীপ সূত্রধর, নারায়ণ রায়, নিতাই দেবনাথ, অরুণ বিকাশ পাল, গোপাল সাহা, রতন কুমার দাস, রাম দেবনাথ, রিতু রায়, অন্তরা দাস, নিকিতা, প্রিন্সেস।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে হোয়াইট হাউজের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএ। ছবি : সংগৃহীত

সমাবেশে বক্তারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন এখনও অব্যাহত থাকার পেছনে তিনটি কারণ শনাক্ত করে বলেন: প্রথমটি হলো ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকার স্বার্থে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মীয় মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী চক্রের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের অশুভ, অনৈতিক ছাড় দিয়ে আঁতাত করা। দ্বিতীয়টি হলো কোনদিনই কোন সংখ্যালঘু নির্যাতকের বিচার না করে সহিংসতার মাধ্যমে অমুসলমানদের দেব-দেবী, উপাসনালয়, বাড়িঘর, দোকানপাট ধ্বংস করে সহায়-সম্পত্তি দখল করা, নারী ধর্ষণ, জোর করে ধর্মান্তরিত করা, দেশত্যাগে বাধ্য করা, প্রয়োজনে হত্যা করে দেশটিকে সংখ্যালঘুশূন্য করতে প্রশ্রয় দেয়া। তৃতীয়টি হলো সালাফী-মওদুদী ইসলাম অর্থাৎ আইএস ব্র্যান্ডের ইসলামের বিস্তারে সহায়তা করা।

বক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানে ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্প্রতিষ্ঠা করে দেশে সেক্যুলার ডেমোক্র্যাসির ভিত মজবুত করা, অবিলম্বে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন কমিশন রিপোর্ট গেজেট আকারে প্রকাশ করে সেই তালিকা ধরে সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর জোর দাবি জানান। সমাবেশে সংখ্যালঘু ধর্ষিতা ও মৃতদের নিয়ে মিথ্যাচার করায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আবদুল মোমেনকে অব্যাহতি দিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান। সমাবেশে দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয় যে, যতদিন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ না হবে এবং প্রতিটি সংখ্যালঘু নির্যাতককে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ আন্দোলন অব্যহত থাকবে।

Shahjalal ®
ঐতিহ্যের অনন্য স্বাদ বিশ্বময়
প্রবাস হউক
আরও আনন্দময়
প্রতিদিন সারাদিন
রসনা বিলাসী প্রবাসী
বাঙালিদের জন্য শাহজালাল
ব্র্যান্ডের জনপ্রিয় খাবার
এখন নতুন মোড়কে
Puffed Rice
খেসারি ডাল
RED LENTIL
মসুর ডাল
LACHCHA SHEMAI
কই মাছ
Dry Cake
BISCUITS
Kheer Cookies
Handesh
হান্দেশ
Chitol Pitha
POTATO CRACKERS
SPICY TOMATO FLAVOUR
Rice Bread
চালের রুটি
Premium Cookies
প্রিমিয়াম কুকিজ
Aloo Puri
আলু পুরি
PREMIUM FOODS USA
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439 | www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান
Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

আপনজনদের সেবা করে
আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

ট্রান্সফার ও নতুন কেস
$22
5 BOROUGH প্রতি ঘন্টায়
$২১ লং আইল্যান্ড
$১৮ ডলার বাফেলো

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
- কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
- আমরা মেডিকেইড /স্ন্যাপ/ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

বারী হোম কেয়ার
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

- নিউইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

Asef Bari (Tutul)
C.E.O

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন, ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না।

আমরা CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 McDoland Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000,
716-400-8711

আজই কল করুন 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

The Optimists

A 501(c) (3) Charitable Organization.
Donations are Tax-Deductible

the OPTIMISTS

Annual Fundraiser 2021 and Community Reunion
20th Annual General Meeting

VENUE:
WORLD FAIR MARINA
Restaurant & Banquet
1 Worlds Fair Marina, Flushing, NY 11368
Tel.: 718.898.1200

DATE & TIME:
SATURDAY
DECEMBER 4, 2021
12:30pm to 5:00pm

উক্ত অনুষ্ঠানে দাতা, সহযোগী, শুভাকাঙ্খী ও স্বেচ্ছাসেবক সকলকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রন জানানো যাচ্ছে।

PROOF OF VACCINATION REQUIRED

CURRENT PROGRAMS

International – Bangladesh Child Sponsorship Program (CSP)
- Duration: 4 years
- Cost: Individual sponsors donate $135.00 per year for a single child.

Special Sponsorship Program (SSP)
- Duration: 6 years (undergraduate+graduate or first- professional degree candidates).
- Cost: Individual sponsors donate $310.00 per year for a single student.

RSVP: info@theoptimists.org
For more information:
718-278-4953
718-974-3751
347-248-5891
info@theoptimists.org
www.theoptimists.org

OUR CHILDREN ARE OUR FUTURE AND OUR RESPONSIBILITY TOO!

LUNCH WILL BE SERVED

ALL PROCEEDS FROM THIS EVENT WILL BE SPENT TOWARDS BENEFIT OF THE DISPOSSESSED CHILDREN.

GRAND SPONSOR

LONG ISLAND, NEW YORK
EXOTIC COFFEE ROASTER
Pintail Coffee™

CO-SPONSOR

MSR
MAIN STREET RADIOLOGY

T: 718.428.1500 | F: 718-224-0978 | mainstreetradiology.com

Bayside 44th Office
44-01 Francis Lewis Blvd.
Bayside, NY 11361

Downtown Flushing Office
136-25 37th Ave.
Flushing, NY 11354

32nd Avenue Office
32-25 Francis Lewis Blvd.
Flushing, NY 11358

Western Queens Office
72-06 Northern Blvd.
Jackson Heights, NY 11372

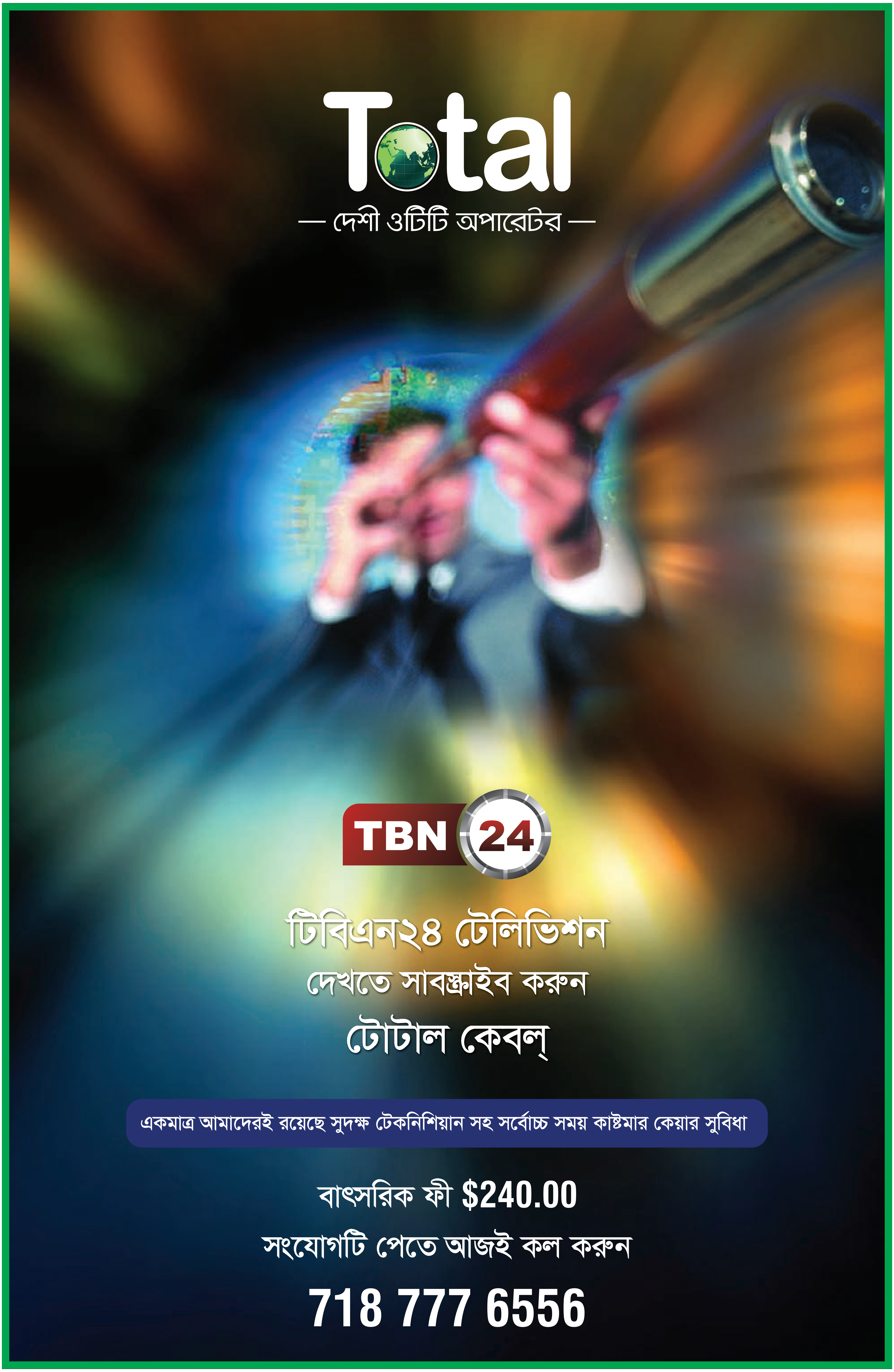
Total
— দেশী ওটিটি অপারেটর —
TBN 24
টিবিএন২৪ টেলিভিশন
দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন
টোটাল কেবল্
একমাত্র আমাদেরই রয়েছে সুদক্ষ টেকনিশিয়ান সহ সর্বোচ্চ সময় কাষ্টমার কেয়ার সুবিধা
বাৎসরিক ফী $240.00
সংযোগটি পেতে আজই কল করুন
718 777 6556

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

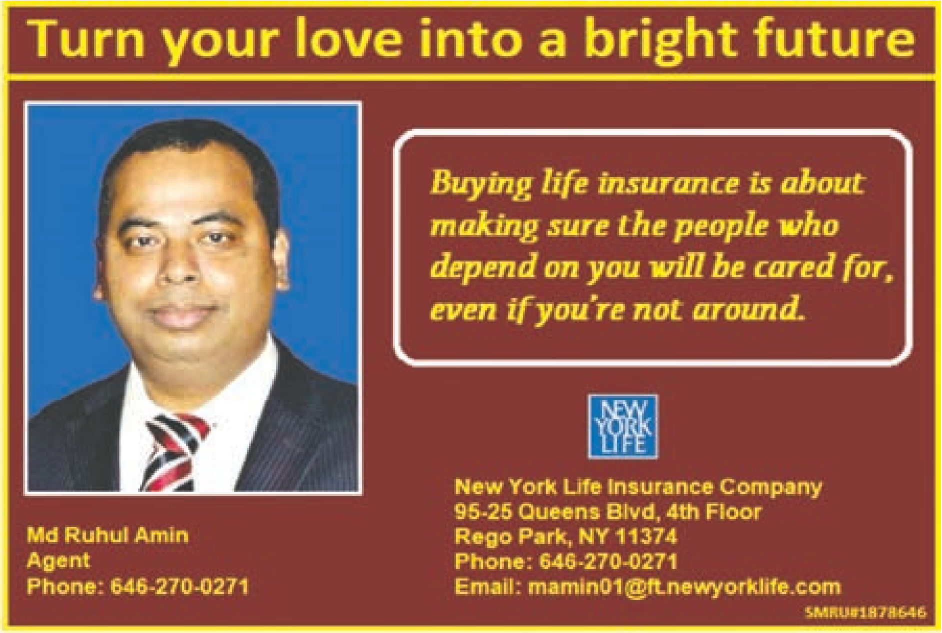
Turn your love into a bright future
Buying life insurance is about making sure the people who depend on you will be cared for, even if you're not around.
NEW YORK LIFE
Md Ruhul Amin
Agent
Phone: 646-270-0271
New York Life Insurance Company
95-25 Queens Blvd, 4th Floor
Rego Park, NY 11374
Phone: 646-270-0271
Email: mamin01@ft.newyorklife.com
SMRU#1878646

US TAX Bazaar Inc
we care
Tax & Immigration Services
(ট্যাক্স এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস)
NOTARY PUBLIC
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
NIZAMUL WAHED SHAHIR, EA
M.Com (Accounting)
Licensed Real Estate Associate
INDIVIDUAL & BUSINESS TAX RETURN
(প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান এবং আন্তরিক)
WE CAN HELP TO APPLY OR FILL-UP THE FOLLOWING APPLICATION AND FORM:
Apply for U.S Citizenship or Passport
Petition for Alien Relatives
Green Card Renewal or Replacement
Re-entry Permit Application
Adjustment of Status
Renew Work Authorization Card etc.
CONTACTS:
Address: 184-02 Hillside Ave 1st Fl, Jamaica, NY-11432
Cell: 347-498-5117
Tel: 917-775-6329
Fax: 716-780-8225
Please inquire with us if you need more information.
(নিরিবিলি পরিবেশ এবং আমাদের অফিসের আশেপাশে পার্কিং পাওয়া যায়)

New York Medical Career Training Center
Committed To Provide Medical Training
Manhattan (212) 947-4444
Queens (718) 460-4340
Long Island (516) 778-9393
Programs Offered
Diagnostic Medical Sonographer
Medical Assistant (RMA)
EKG Technician
Phlebotomy Technician
EKG & Phlebotomy (CET & CPT)
Medical Billing (ICD9 & CPT)
Medical Office Administration (CMAA)
Patient Care Technician
Pharmacy Technician
Dialysis Tech (Bonnet)
Nursing Assistant (CNA)
Financial Aid Available •Licensed by NYS Ed
Nationally Accredited Institute

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23/hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

Khalil Super Market
10% OFF
SHOP NOW
SUPER SALE!
LIMITED OFFER
Khalil
SUPERMARKET
1455 UNIONPORT RD.
BRONX, NY 10462
PH: 718 521 9993

‘বঙ্গবন্ধু সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি নির্মূল না করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত বঙ্গবন্ধু সম্মেলনের বক্তারা। তাঁদের মতে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চারটি মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের মধ্যদিয়ে একটি সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির নির্মূল না করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২০ নভেম্বর শনিবার অনলাইনে ‘বঙ্গবন্ধু সম্মেলন’-এ সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবীর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়ার সঞ্চালনায় স্মারক বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন এন আর বি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও রাশিয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তমাল পারভেজ, কানাডা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আমিন মিয়া, যুক্তরাজ্য বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, যুক্তরাজ্য বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ-সভাপতি সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, যুক্তরাজ্য বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এম আলিমুজ্জামান এবং অস্ট্রেলিয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা মো. মুনীর হোসেন। সম্মেলনের শুরুতেই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নারী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর নিহত সকল শহীদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের টাইটেল স্পন্সরে নির্মিত ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ সঙ্গীত চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্যে একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী বলেন, যদিও আমরা করোনা মহামারিডর কারণে গতবছর বঙ্গবন্ধু সম্মেলন করতে পারিনি। এর পূর্বে প্রতিবছর আমরা এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্ন দেশে ও প্রবাসে শুধু বাঙ্গালিদের কাছে নয়, সারাবিশ্বের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেয়া। তিনি বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া থেকে যুক্ত নেতৃবৃন্দের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অধুনালুপ্ত বাংলা পত্রিকা সাপ্তাহিক প্রবাসীর সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ তাঁর স্মারক বক্তৃতায় বলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ও অভিন্ন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল একটি সোনার বাংলার, যেখানে একটি ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, একটি অসম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকবে। সেই বাংলাদেশ যদি আমরা দেখতে পাই, তাহলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের যথাযত সম্মান প্রদর্শিত হবে। কিন্তু আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর নাম নিয়ে, এমন এমন কাণ্ড করে বসি যা তাঁর আজীবন লালিত আদর্শ ও স্বপ্নের বিপরীত, তাতে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিক মহাপুরুষের মর্যাদাহানি হয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের যেরকম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেগুলো স্টাডি করে, গবেষণা করে যথাযথ মূল্যায়ন আমাদের করতে হবে। যেমনটি বর্তমানে করছেন, এন আর বি কমার্শিয়াল ব্যাংক। তারা দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধু কর্নার খুলে সেখানে বই পুস্তকের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে জানার সুযোগ করে দিচ্ছেন। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক আক্রমণগুলো হয়েছে, তাতেই বোঝা যায় আমরা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন থেকে বহুদূরে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বঙ্গবন্ধু যে কত বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি তাঁর কিছু কিছু কর্মকাণ্ডে। বঙ্গবন্ধু একবার বলেছিলেন, আমি তোদেরকে হয়ত কিছু দিতে পারিনি। কিন্তু একটি সবুজ পাসপোর্ট আর একটি পতাকা দিয়ে গেলাম–এই দুটো দিয়েই তোমরা মাথা উঁচু করে চলতে পারবা। কথাটি কত গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখন তা উপলব্ধি করতে পারি। ১৯৭১ সালে বা তার আগে কয়জন বাঙ্গালি বিদেশে যেতে পেরেছিল? পাসপোর্ট পর্যন্ত পাওয়া যেত না। আর এখন আমরা প্রায় এক কোটিরও অধিক বাঙ্গালী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছি। এটি সম্ভব হয়েছে একমাত্র বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের ফলে। বঙ্গবন্ধু প্রচণ্ড সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ আজ শুধু বাংলাদেশের সম্পদ নয়, বিশ্ব সম্পদ।

সম্মেলনে যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে লুকিয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বাংলাদেশের ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্বরচিত কবিতা ‘আমাদের বঙ্গবন্ধু ছিলেন’ পাঠ করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ ওয়াশিংটনের সভাপতি দস্তগীর জাহাঙ্গীর। বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, ফোবানা চেয়ারম্যান ও ইউএসএ কমিটি ফর সেক্যুলার এন্ড ডেমোক্র্যাটিক বাংলাদেশ’র সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা এমএ সালাম, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ক্যালিফোর্নিয়ার উপদেষ্টা মোমিনুল হক বাচ্চু ও সাধারণ সম্পাদক রানা মাহমুদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ বৃহত্তর ওয়াশিংটনের উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রাক্তন সিনিয়র প্রসিকিউটর অমর ইসলাম, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, অধ্যাপক শাহদাত হাসান, যুক্তরাজ্য থেকে মোস্তফা কামাল বাবলু। সম্মেলনে সংযুক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ মিশিগানের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমদ, শাখাওয়াত আলী, অধ্যাপক ড. রাজীব, জামাল আহমদ খান। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাফায়েত চৌধুরী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনলাইনে ‘বঙ্গবন্ধু সম্মেলন’-এ অংশ নেন বক্তারা। ছবি : সংগৃহীত

ইনোভেটিভ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সিটি ও ফোরাম বাংলাদেশের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়ায় বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিফের মালিকানাধীন ইনোভেটিভ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সিটি ও ফোরাম বাংলাদেশের এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৯ নভেম্বর শুক্রবার স্থায়ী ক্যাম্পাসে ইনোভেটিভ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির পক্ষে চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিফ ও সিটিও ফোরাম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং তথ্য নিরাপত্তা জোটের মডারেটর তপন কান্তি সরকারের উপস্থিতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

অনুষ্ঠানে আইজিইউর চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিফ বলেন, যেকোন প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা আনতে একেকটি নতুন উদ্যোগ ও সুন্দর সুন্দর কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায় এ সমঝোতা চুক্তিটি সামনে অগ্রসর হতে আরও সাহায্য করবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইজিইউর সিএফও ফারহানা হানিফ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হাসান কে বার্ক, আইগ্লোবাল ইউনিভার্সিটির অপারেশন্স ও রেজিস্ট্রার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. শেন চো।

ইনোভেটিভ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সিটি ও ফোরাম বাংলাদেশের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

অনুষ্ঠানে অভিমত দেন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজারি ইকোনমিস্ট ও ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের ইন্টারন্যাশনাল রিভিউয়ার ফাইজুল ইসলাম এবং ফোবানার আয়োজক কমিটির প্রেসিডেন্ট ইনারা ইসলাম। এ চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থী ও গবেষকেরা নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য বাংলাদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন।

অ্যাসাল’র চতুর্দশ বার্ষিক কনভেনশন ১২ ডিসেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

দক্ষিণ এশিয়ার ৮ দেশীয় ইমিগ্র্যান্টদের একমাত্র সংগঠন এলায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান-আমেরিকান লেবার- অ্যাসাল’র চতুর্দশ বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে ১২ ডিসেম্বর রোববার। ওইদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নিউইয়র্কের শেরাটন লাগোর্ডিয়া ইস্ট হোটেলে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

‘সাউথ এশিয়ান–টুগেদারস উই আর মেকিং হিস্টোরি’ স্লোগানে এবারের কনভেনশনে মূলধারার ৫০ জনেরও বেশি নির্বাচিত প্রতিনিধি অংশ নেবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন অ্যাসাল’র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারি মোহাম্মদ করিম চৌধুরী। তাঁরা জানান, কনভেনশনে শুভেচ্ছাসহ বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে বক্তব্য দেবেন মূলধারার নির্বাচিত

প্রতিনিধি, শ্রমিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং অ্যাসাল’র বিভিন্ন চ্যাপ্টারের প্রতিনিধিরা।

বিভিন্ন নির্বাচনে অ্যাসাল’র ঐতিহাসিক ভূমিকাসহ মূলধারায় দক্ষিণ এশিয়ানদের এগিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গও স্থান পাবে কনভেনশনে। দক্ষিণ এশিয়ান-আমেরিকানদের সমন্বয়ে বহুজাতিক এ সমাজে বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশিয়ানরা যাতে নিজ নিজ অধিকার ও মর্যাদা সুসংহত রাখতে পারেন সেজন্য একযোগে কাজের অঙ্গীকারেই গঠিত হয়েছে ‘অ্যাসাল’।

মন্ট্রিয়লের সরগম মিউজিক একাডেমির দশম বর্ষপূর্তি উদযাপন। ছবি : সংগৃহীত

মন্ট্রিয়লে সরগম মিউজিক একাডেমির দশম বর্ষপূর্তি

গোপেন দেব

কানাডার মন্ট্রিয়লের বাংলা মূল ধারার সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসরগম মিউজিক একাডেমি গত ২৭ নভেম্বর শনিবার অনাড়ম্বরভাবে উদযাপন করল প্রতিষ্ঠানটির দশম বর্ষপূর্তি। ২০১১ সালে বাংলার দুই কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন এবং এন্ড্রু কিশোরের হাতে শুভ উদ্বোধনের পর সরগম মিউজিক একাডেমি গত ২৭ নভেম্বর গৌরবের সঙ্গে পার করল তার পথচলার একদশক।

করোনা অতিমারির কারণে নানা বিধিনিষেধ থাকায় প্রতিষ্ঠানটির আঙিনায় শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিয়ে পালন করল দশকপূর্তি। এ উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে কেক কাটা হয়। অনলাইনে শুভেচ্ছাবাণী প্রদান করেন সিটি কাউন্সিলর মেরী ডেরস। শুভেচ্ছাসহ শুভ কামনা করে বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির তবলার প্রশিক্ষক ঝলক দেব চৌধুরী, গিটারের প্রশিক্ষক আফাজ উল হক, বেহালার প্রশিক্ষক শিবা শক্তি, নাচের প্রশিক্ষক তৃষা ঘোষ, গানের প্রশিক্ষক শর্মিষ্ঠা মহুরি। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন একাডেমির ডিরেক্টর রণজিৎ মজুমদার।

> একাডেমির প্রিন্সিপাল ডরিন মলি গোমেজ জানান, একাডেমির দশক পূর্তির অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে জাঁকজমকভাবে আগামী গ্রীষ্মের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

সমাপনী বক্তব্য রাখেন একাডেমির প্রিন্সিপাল ডরিন মলি গোমেজ। এসময় ডরিন মলি গোমেজ জানান, একাডেমির দশক পূর্তির অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে জাঁকজমকভাবে আগামী গ্রীষ্মের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে নাচ পরিবেশন করেন একাডেমির নাচের শিক্ষিকা তৃষা ঘোষ। কবিতা আবৃত্তি করেন একাডেমির নতুন শিক্ষার্থী খায়রুন নাহার দীপা। এছাড়া সঙ্গীতানুষ্ঠানে বিভিন্ন আঙ্গিকের গান পরিবেশন করে একাডেমির বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী বন্ধুরা। দশম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানটি ক্যামেরাবন্দি করে অনলাইনে বিভিন্ন চ্যানেলে একযোগে প্রচারের ব্যবস্থা করেন মোয়াজ্জেম সাজু।

ক্যানসারে মারা গেলেন শীর্ষ মার্কিন ফ্যাশন ডিজাইনার ভার্জিল আবলো

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভার্জিল আবলো

পুরুষদের পোশাকের জন্য জনপ্রিয় লুই ভুটোনের সৃজনশীল পরিচালক ও অফ-হোয়াইট ফ্যাশন লেবেলের প্রতিষ্ঠাতা ভার্জিল আবলো ক্যানসারে মারা গেছেন। গতকাল রোববার ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে ৪১ বছর বয়সে তিনি মারা যান। প্রতিষ্ঠানটির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

২০১৯ সালে কার্ডিয়াক অ্যাঞ্জিওসারকোমা নামের একটি বিরল প্রকৃতির ক্যানসার ধরা পরে তাঁর। রোগ নির্ণয়ের পর থেকে ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই তিনি কাজ চালিয়ে যান।

অসংখ্য চ্যালেঞ্জিং চিকিৎসার মধ্য দিয়ে তিনি ফ্যাশন, শিল্প এবং সংস্কৃতিকে বিস্তৃত বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করেছেন। এসবের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কাজের নীতি, অসীম কৌতূহল এবং আশাবাদ কখনই হারাননি।

ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা ও প্রতিবন্ধীর ভিন্ন অর্থ রয়েছে

এইচ বি রিতা

শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই খুব জরুরি। তবে অসুস্থতাকেও আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। সুস্থতা নিয়ে আমাদের আগমন ঘটলেও সময়, ঘটনা, দুর্ঘটনা, জেনেটিক বা বয়সের কারণে আমাদের শরীর ও মনে অসুস্থতা জায়গা দখল করে নেয়। আমরা সম্মুখীন হই নানান বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা ও প্রতিবন্ধকতার। আমরা কেউ দৌড়ঝাঁপ করতে পারি, কেউ খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারি, আবার কেউ পা ছাড়াই বেঁচে থাকি। এই বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা ও প্রতিবন্ধকতা শরীর ও মনের এমন একটি অবস্থা বা অক্ষমতা, যা এই অবস্থায় থাকা ব্যক্তির জন্য কিছু ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং চারপাশের ও বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা আরও কঠিন করে তোলে।

ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Impairment), অক্ষমতা (Disability), প্রতিবন্ধী (Handicape) শব্দগুলো যদিও প্রায়শই বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে তাদের মধ্যে ভিন্ন অর্থ রয়েছে। ১৯৮০ সালে WHO ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা, ও প্রতিবন্ধী টার্মসগুলোকে ‘The International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps’ গ্রন্থে সংজ্ঞায়িত করেছে ভিন্নভাবে।

ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Impairment) বলতে, শারীরবৃত্তীয়, মনস্তাত্ত্বিক বা এনাটোমিক্যাল গঠন বা ফাংশনের কোন ক্ষতি বা অস্বাভাবিকতাকে বোঝায়, অর্থাৎ একজন ব্যক্তির শরীরের গঠন বা কাজ বা মানসিক কার্যকারিতার অনুপস্থিতি বা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। অক্ষমতা(Disability), যা ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থার পরিণতি প্রতিফলিত করে, অর্থাৎ কোন একজন ব্যক্তি যদি তার সমবয়সী অন্য ব্যক্তিদের মতো স্বাভাবিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে না পারে, কিংবা তা করতে গিয়ে ব্যক্তির ক্ষমতার অভাব ঘটলে, বা বাঁধা পেলে ঐ ব্যক্তিকে অক্ষম বলা হয়। তবে অক্ষমতা চিকিৎসার মাধ্যমে কমিয়ে আনা যায়। প্রতিবন্ধী (Handicape) ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা এবং অক্ষমতার অভিজ্ঞ অসুবিধাগুলোর কারণে ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য কোন কাজ করতে সীমাবদ্ধতা টানলে বা ব্যক্তি অপারগ হলে ওই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলা হবে। এমোরি ইউনিভার্সিটির ফলিত উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞানী শিনা এল কার্টার(Sheena L. Carter, Ph.D) তাঁর med.emory.edu পোর্টালের ‘Impairment, Disability and Handicap’ আর্টিক্যালটিতে একটি সুন্দর উদাহরণ টেনেছেন। যেমন — পাঁচ বছর বয়সী রাতুলের সেরিব্রাল পালসি(CP) নামক স্পাস্টিক ডিপ্লেজিয়া(spastic diplegia) রয়েছে। রাতুলের সিপি’র কারণে তার পা শক্ত, আঁট থাকে এবং নড়াচড়া করা কঠিন হয়ে ওঠে।। সে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারে না।

এখানে জয়েন্টগুলোতে পা সহজে নাড়াতে না পারা এবং পায়ের ওপর ওজন বহন করতে না পারা একটি ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা অর্থাৎ Impairment। অস্বাভাবিকভাবে সংকুচিত পেশীগুলিকে মুক্ত করার জন্য অর্থোটিক্স এবং সার্জারি না হলে রাতুলের দুর্বলতার মাত্রা বাড়তে পারে। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারসাম্যহীন পেশী সংকোচনের ফলে নিতম্বের স্থানচ্যুতি হয় এবং বিকৃত হাড়ের বৃদ্ধি হতে পারে। রাতুলের দুর্বলতা কমানোর জন্য বর্তমানে কোন চিকিৎসা উপলব্ধ নাও হতে পারে।

এই উদাহরণে রাতুলের হাঁটতে না পারাটা একটা অক্ষমতা অর্থাৎ Disability. এক্ষেত্রে ফিজিক্যাল থেরাপি এবং বিশেষ সরঞ্জাম দিয়ে তার অক্ষমতার মাত্রা উন্নত করা যেতে পারে। যেমন ধরুণ—যদি সে ব্রেসেসসহ ওয়াকার ব্যবহার করতে শেখে, তবে তার অক্ষমতার স্তরের উন্নতি হতে পারে।

রাতুলের সেরিব্রাল পলসি তার মধ্যে এমন একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, যার ফলে সে বাড়িতে, স্কুলে এবং সমাজের অনান্য কাজে স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। স্কুলের শুরুর বছরগুলোতে তার প্রতিবন্ধকতার স্তরটি খুব হালকা ছিল। যার কারণে সে অন্য শিশুদের সাথে খেলতে পারত। পরিবার বা বাইরের যোগাযোগ স্থাপন, পারিবারিক ও সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হতে পারত। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার প্রতিবন্ধকতা বাড়তে থাকবে এবং যেখানে কিছু খেলাধুলা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ একই বয়সের শিশুদের জন্য স্বাভাবিক কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচিত হবে, সেগুলো তার জন্য কঠিন হবে। বর্তমানে প্রি-স্কুল শ্রেণীকক্ষে রাতুলের যে সামান্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যার জন্য শ্রেণীকক্ষ এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে তার কাজগুলো সম্পন্ন করতে কিছু সহায়তা প্রয়োজন। যেমন—ওয়াকার, সহকারী, কেইন বা হুইন চেয়ার। এটাই রাতুলের প্রতিবন্ধিত্ব। এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিষেবা এবং সরঞ্জাম সেরিব্রাল পলসি রাতুলের বৃদ্ধির সাথে সাথে তাকে বাড়ি, স্কুল এবং সম্প্রদায়ের প্রতি স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করবে। এই সংজ্ঞাগুলোর ওপর ভিত্তি করে এটি ধারণা করা যায় যে, ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা এবং অক্ষমতা প্রতিবন্ধিত্ব নয়, এবং প্রতিবন্ধিত্ব একজন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটি ব্যক্তি এবং পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা করে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, কোন ব্যক্তির অন্ধত্ব নিয়ে জন্মানো ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা(Impaiement), অন্ধত্বের কারণে ব্যক্তির চোখ মেলে অন্যদের মতো কোন বই বা পত্রিকা পড়তে না পারা ব্যক্তির অক্ষমতা(Disability) এবং ব্যক্তির অন্ধত্ব ও পড়তে না পারার কারণে যদি ব্যক্তি কোন স্কুলে যোগদান করতে না পারেন। তবে সেটা ব্যক্তির প্রতিবন্ধিত্ব বা প্রতিবন্ধকতা। তবে, এই ব্যক্তি কিছু সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার করে দৈনন্দিন কার্যকলাপ (পড়া) করতে সক্ষম হতে পারেন এবং এই প্রতিবন্ধকতা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারেন।

সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সভা। ছবি: প্রথম আলো

সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তীর উদযাপন আহ্বায়ক কমিটি গঠন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্যাপক আয়োজনের মধ্যদিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহ্যবাহী সংগঠন সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশন দু'দিনব্যাপী রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর। অনুষ্ঠানকে সফল করতে নিউইয়র্কজুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন রজতজয়ন্তী পালনের মধ্যদিয়ে সংগঠকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন নেতৃবৃন্দ। ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত সংগঠনের এক বিশেষ সভায় সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তীর উদযাপন আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রোনেল রজতজয়ন্তী উদযাপনের বিভিন্ন প্রস্তুতি ও রূপরেখা তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ইয়ামিন আহমেদ, মাহবুব রহমান, মামুন আহমেদ, রিয়াজ কামরান, সাবেক উপদেষ্টা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, উপদেষ্টা হাজী এনাম, আলতাফ চৌধুরী, সহ-সভাপতি শাহনেয়াজ কোরেশী, মুকুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহরাজ ফাহমী, প্রচার সম্পাদক রাজিব খান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী।

সভায় মিনহাজ চৌধুরীকে আহ্বায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল হাফিজ আবদার, সদস্য সচিব রাজিব খান, যুগ্ম সদস্য সচিব মেহরাজ ফাহমী, প্রধান সমন্বয়কারী মুস্তাফা কামাল পাশা মওদুদ, যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুল ওয়াদুদসহ অন্যদের নিয়ে রজতজয়ন্তী উদযাপন পরিষদ গঠন করা হয়।

আলোচকেরা বলেন, দূরদেশে অবস্থান করে সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির কাজই শুধু করেনি, প্রবাসে জনসমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। করোনা মহামারির সময়সহ বিভিন্ন সময়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সংগঠনের নেতারা প্রবাসে বিপন্ন লোকজনের পাশে থেকেছেন। পাশাপাশি স্বদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে ভূমিকা রেখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন রজতজয়ন্তী উদযাপনের মধ্যদিয়ে সংগঠনটি তাদের অর্জনকে উদযাপন করবে। সভায় উপস্থিত প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী বলেন, সিলেটের স্মৃতিধারণ করেই আমাদের সব অগ্রযাত্রা। সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের সব ভাল কর্মকাণ্ডে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পাশে থাকবে।

উদীচী যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ৯ জানুয়ারি

আগামী ৯ জানুয়ারি রোববার ৩৭ এভিনিউ ৭৭ স্ট্রীটের কর্নারে জুইস সেন্টারে উদীচী যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করবেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক জমসেদ আনোয়ার তপন। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি ডা. রফিকুল হাসান জিন্নাহ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কানাডা ও আমেরিকার সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত আজিজুল মালিক। বিজ্ঞপ্তি।

বিশ্বের অন্যতম

শেষ পৃষ্ঠার পর

অবস্থানে ছিল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস। বর্তমানে প্যারিস সিঙ্গাপুরের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ইআইইউ বলছে, তেল আবিবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দাম ও যাতায়াত খরচ বেড়েছে। একইসঙ্গে মার্কিন ডলারের বিপরীতে দেশটির মুদ্রা শেকেলের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এবছর বিশ্বের ১৭৩টি শহরের বিভিন্ন ইনডেক্স বিশ্লেষণ করে এই গবেষণার ফল তৈরি করেছে ইআইইউ। গত বছরের তুলনায় এবছর যুক্ত করা হয়েছে আরও ৪০টি শহরকে।

এই তালিকা তৈরি করতে গিয়ে শহরগুলোতে ২০০ দিনের বেশি বাস করতে নানা ধরনের খরচের হিসাব তুলে আনা হয়েছে। এ বছরের তালিকায় ইসরাইলী শহর তেল আবিবের পরই আছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ও সিঙ্গাপুর। এরপর ৪র্থ ও ৫ম স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ ও হংকং। মার্কিন শহর নিউইয়র্ক ও লস অ্যাঞ্জেলস রয়েছে ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থানে। ৭ম স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা, ৮ম স্থানে আছে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন।

তালিকায় ১০ম স্থানে রয়েছে জাপানের ওসাকা। এছাড়া তালিকার প্রথম ২০ শহরের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল, জাপানের রাজধানী টোকিও, অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও মেলবোর্ন, ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি, ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডন, আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন, জার্মানির ফ্রাংফুট ও চীনের সাংহাই।

নিউইয়র্কে স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারি

শেষ পৃষ্ঠার পর

পারবে এবং অপরিহার্য নয় এমন সার্জারি স্থগিত রাখতে পারবে। গভর্নর ক্যাথি হকুল বলেন, জরুরি অবস্থার নির্দেশের ফলে হাসপাতালগুলোতে সরবরাহ নিশ্চত করা সহজ হবে। স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার এ নির্দেশ ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বলবত থাকবে।

গভর্নর ক্যাথি হকুল জানান, এখনও নিউইয়র্ক রাজ্যে ওমিক্রন ভাইরাসের কোন সংক্রমণের সংবাদ তাঁদের কাছে নেই। যদিও রাজ্যজুড়ে কোভিড সংক্রমণ আবার বাড়ছে। গত এপ্রিল মাসে পর সংক্রমণের হার এখন সর্বোচ্চ। প্রতিদিনই সংক্রমণের এই উর্ধ্বগতি উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২০ সালের শুরুতে কোভিড সংক্রমণের প্রথম ধাক্কায় পড়েছিল নিউইয়র্ক। অর্ধলক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এখানে। শীত বাড়ার সাথে সাথে আমেরিকাজুড়ে আবার সংক্রমণ বাড়ছে। রাজ্যের প্রায় ৭৪ শতাংশ মানুষ অন্তত একডোজের ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে বলে জানানো হয়েছে। বাকিদেরও টিকা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। যারা বুস্টার ডোজের যোগ্য, তাদের জরুরিভিত্তিতে বুস্টার ডোজ নেয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র এইক অ্যাডামসও একই আহ্বান জানান। জনগণকে স্বাস্থ্য নির্দেশ মেনে চলা, মাস্ক ব্যবহার এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

করোনার ডেল্টা ধরনের দাপটে ইউরোপের দেশগুলোতে এই মুহূর্তে ভাইরাসের চতুর্থ ঢেউ চলছে। এর মধ্যেই শনাক্ত হলো ওমিক্রন। একে এখন পর্যন্ত খোঁজ মেলা করোনার ভয়াবহ ধরনগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে ধরা হচ্ছে। মহামারির শুরুর দিকে তুলনামূলক দুর্বল আলফা, বেটা ও গামা ধরনও আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।

ডব্লিউএইচও বিবৃতিতে বলা হয়, সামনে আসা নানা প্রমাণ করোনা মহামারি ক্ষতিকর দিকে মোড় নেয়ার আভাস দিচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বি.১.১.৫২৯ ধরনকে উদ্বেগজনক হিসেবে আখ্যায়িত দিয়েছে। এটার নতুন নাম দেয়া হয়েছে ওমিক্রন।

প্রাথমিকভাবে হাতে আসা তথ্য বলছে, এই ধরনটির মাধ্যমে করোনার সংক্রমণ নতুন করে বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে। নতুন শনাক্ত হওয়া ধরনটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ধরনটির সংক্রমণের ক্ষমতা এবং শারীরিক জটিলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন এনেছে কিনা তা এই সময়ের মধ্যে খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি করোনার প্রচলিত চিকিৎসা ও টিকার ওপর কোন প্রভাব আসবে কিনা তা জানার চেষ্টা করা হবে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়, এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও বসতোয়ানা, ইসরায়েল ও হংকংয়ে করোনার নতুন ধরনটির সন্ধান মিলেছে। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে বেলজিয়ামে এখন পর্যন্ত একজনের শরীরে শনাক্ত হয়েছে ধরনটি।

এদিকে ওমিক্রন শনাক্তের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নতুন করে ভ্রমণের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করেছে। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি দেশ থেকে ফ্লাইট চলাচলের ওপর জরুরিভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা এনেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলো। এর পরপরই একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। আফ্রিকার ছয়টি দেশ থেকে বিমান চলাচলে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাজ্যও।

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সংক্রমণ বিশেষজ্ঞ ডা. এন্থনি ফাউসি বলেন, নতুন ধরন সম্পর্কে এখনও জানার বাকি আছে। তবে এটি মারাত্মক সংক্রমণের হতে পারে বলে তিনিও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

দেশজ ঐতিহ্যের চমৎকার উপস্থাপনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফ্যাশন ট্রেন্ডকে ছাড়িয়ে তার একটা নিজস্ব জায়গা করে নেয়। এজন্য এসময়কে ফ্যাশনের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও কিংবদন্তি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

মসলিন বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কথা বলে, ইতিহাসের কথা বলে। মসলিনকে বাদ দিয়ে আমাদের ফ্যাশনের ইতিহাস উঠে আসতে পারে না। আমরা জানি মসলিন প্রস্তুত করা হতো পূর্ব বাংলার সোনারগাঁও অঞ্চলে। কথিত আছে, মসলিনে তৈরি করা পোশাকসমূহ এতই সুক্ষ্ম ছিল যে, ৫০ মিটার দীর্ঘ মসলিনের কাপড়কে একটি দিয়াশলাই বাক্সে ভরে রাখা যেত। মসলিনের পার্থক্য করা হতো এর সূক্ষ্মতা, বুননশৈলী আর নকশার পার্থক্যে। এরই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকার মসলিনের আলাদা আলাদা নাম হয়ে যায়। যেমন—মলবুস খাস, সরকার-ই-আলা, ঝুনা, আব-ই-রওয়ান, খাসসা, শবনম, নয়ন সুখ, বদন খাস, সর-বন্ধ, ডোরিয়া, জামদানি। তন্মধ্যে মসলিনের উত্তরাধিকারী হিসেবে জামদানি শাড়ি বাঙালী নারীদের অতিপরিচিত। এই মসলিন আর জামদানি শাড়িতে সবাই সুন্দর করে আমাদের ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন ফ্যাশন শোতে।

জামদানি ও মসলিনে মডেল ছিল ফেন্সি, বৃষ্টি, রুম্পা, দিনা, ডোরা, মিতু, ছন্দা, নওরীন, শাহনাজ, নাহিদ হাসান, রানু, মিতা, সামিরা, সায়ান। ব্রাইডাল (বউ সাজে) ফারহান, মেহরিন, জোহা, মোহনা, মেহেক, সিমরান, শিপন, এঞ্জেলা, তারেক, অথৈ, আমিশি, ফারিহা, আমিরা, রাধা সাব্বির, ফাহাদ, রিমসা, রাসিন, পোউলা, হেক্টর, মাধবী, মেক্স, জিহান।

ফ্যাশন শোতে আরও ছিলেন সেঁজুতি, প্রান্তী, আয়ানা, মিমি, ওয়াজদি। এত সুন্দর ফ্যাশন শোর কোরিওগ্রাফার নুসরাত শফিক ইসলাম প্রায় তিন মাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করে সবার সাথে শিডিউল মিলিয়ে কাজে করেছেন। যারা এখানে কাজ করেছে কেউই প্রফেশনাল মডেল না। কিন্তু তিনি তাদের দিয়ে কাজ বের নিয়ে এসেছেন ধৈর্য্য ধরে। মডেল দিনা ফেরদৌস বলেন, নুসরাত আপুর মাধ্যমেই আমার কাজটি করার সৌভাগ্য হয়েছে। কাজ করতে গিয়ে অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছে, জানাশোনা হয়েছে। আমরা অনেক মজা করে কাজটি করেছি। প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে সময় নিয়ে আমাদের রিহার্সাল হয়েছে। প্রথম দিকে ১০ দিন পর পর করে, শেষের একমাস প্রতি সপ্তাহে রিহার্সাল হয়েছে।

সাদিয়া ইসলাম মৌ ফ্যাশন শোতে বিশেষভাবে এসেছেন সবার পরে বধূর সাজে। তাঁর পরনের লেহেঙ্গা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী সামগ্রী দিয়ে তৈরি। যার দাম, ৩০০০ ডলার। ফ্যাশন শোর পর তাঁর পরনের লেহেঙ্গটি বিক্রি করে দেবেন এমন ঘোষণা করেন।

বৈধ ও হালাল উপার্জন ইবাদতের অংশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।' (সুরা বাকারা : আয়াত ১৬৮)। মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী গ্রহণ করা। কোনো বস্তু-সমগ্রী হালাল ও পবিত্র হওয়ার জন্য আয়-উপার্জন বৈধ হতে হবে। হারাম বা অবৈধ উপায়ে আয়-উপর্জন করে তা দিয়ে হালাল ও পবিত্র সামগ্রী কেনা হলেও তা ওই ব্যক্তির জন্য হালাল বা পবিত্র হবে না।

কোনো বস্তু-সামগ্রী বৈধ, হালাল বা পবিত্র হওয়ার জন্য পূর্ব শর্তই হচ্ছে তা সঠিক উপায়ে আয়-উপার্জন করা। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে হালাল ও বৈধ পন্থায় আয়-উপার্জন করা। মানুষ শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনার শিকার হয়ে আয়-উপার্জন ও তার সম্পদ বাড়াতে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে শয়তানের প্ররোচনা, লোভ ও ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে আরও সতর্ক করে বলেন,'সে তো এ নির্দেশই তোমাদের দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না।' (সুরা বাক্কারা : আয়াত ১৬৯)।

ইবাদত করা যেমন ফরজ, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জন বা হালাল রুজি অন্বেষণ করাও ফরজ। আল্লাহ পাকের নির্দেশ—সালাত সমাপ্ত হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহে জীবিকা অন্বেষণ কর, তথা উপার্জন কর (সুরা জুমুয়া-১০)। বৈধ বা হালাল উপার্জনে আহার করা মানুষের সব ইবাদত-বন্দেগি মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। আর তা শয়তানের জন্য অনেক বড় পরাজয়। এ কারণেই শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে। অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়। অশ্লীল ও মন্দ কাজের দিকে ধাবিত করে। আর এ সবই হালাল রিজিক লাভের পরিপন্থী।

আমাদের মনে রাখতে হবে সারা জীবন নামাজ রোজা হজ যাকাত তথা যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত থেকে হালাল আয়-উপার্জন না করলে তার কোনো ইবাদতই কবুল হবে না। কুরআনের বিধান অনুযায়ী ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় হালাল জীবিকা উপার্জনে আত্মনিয়োগ করাও অনেক বড় ইবাদত। কেননা এ কাজেই বান্দার সব ইবাদত-বন্দেগি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়।

সঠিক উপায়ে উপার্জিত অর্থ দ্বারা জীবন ধারণের ফলে একদিকে যেমন হালাল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা হয়, আবার বৈধ জীবনাচারের মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক,

> ইসলামে মৌলিক ইবাদতগুলো কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো হালাল রুজি। যার রুজি হালাল নয়, তার সব ধরনের সালাত, সাওম, হজ, জাকাত কিছুই কবুল হবে না। মহানবী (সা.) তাই বলেছেন, দু'হাতের উপার্জিত হালাল খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও সুখ-শান্তি সুনিশ্চিত হয়। যারা বৈধ বা হালালের উপর স্থির থাকতে পারে না, হারাম বর্জন করতে পারে না তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। হাদিসে পাকে হারাম সম্পদ উপার্জন ও এর ব্যবহারে বরকত উঠিয়ে নেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাদের জন্যই জাহান্নাম প্রস্তুত। হাদিসে এসেছে—'কোনো ব্যক্তি যদি উপার্জিত হারাম সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তবু তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ওই সম্পদ থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। যদি সে ওই সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে তবে (সে সম্পদ) তার জন্য জাহান্নামের রাস্তাকে সহজ করে দেয় (মিশকাত)। এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, যারা অন্যায় ও অবৈধ পথে উপার্জন করে তার কিছু অংশ এ অন্যায় কাজ থেকে বাঁচার আশায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে। তাদের এ ব্যয় অনর্থক। যা কোনো কাজে আসবে না। কারণ হারাম তা যে কোনো বিবেচনায় হারাম এবং তা শয়তানের অনুসরণের শামিল। আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে দুনিয়ার সকল মুমিনকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

হালাল উপার্জন মানে বৈধ উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত-প্রদর্শিত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয় উপার্জন করা হয়, সেটাই হালাল উপার্জন। হালাল উপার্জন সবার জন্যই কল্যাণকর। হালাল উপার্জন এবং হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই ইবাদত করার জন্য।

ইবাদত করা যেমন ফরজ, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জন বা হালাল রুজি অন্বেষণ করাও ফরজ। আল্লাহ পাকের নির্দেশ—সালাত সমাপ্ত হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহে জীবিকা অন্বেষণ কর, তথা উপার্জন কর (সূরা জুমুয়া-১০)। মহানবী (সা.) বলেছেন, হালাল রুজি অন্বেষণ করা ফরজের পরও একটি ফরজ (বায়হাকি)।

ইসলামে মৌলিক ইবাদতগুলো কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো হালাল রুজি। যার রুজি হালাল নয়, তার সব ধরনের সালাত, সাওম, হজ, জাকাত কিছুই কবুল হবে না। মহানবী (সা.) তাই বলেছেন, দু'হাতের উপার্জিত হালাল খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই (বোখারি)। মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল রুজি দিয়ে সে নিজে ও তার পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের চেষ্টা করে সে আল্লাহর পথে মুজাহিদের মতো। ইসলাম হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ বলেন, হে ইমানদাররা, তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করও না (বাকারা ২৩)।

হালাল উপার্জন করতে হলে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়। বসে বসে অবৈধ উপায়ে উপার্জনে তেমন কষ্ট করতে হয় না; কিন্তু হালাল উপার্জনের জন্য তিলে তিলে সময়, শ্রম, মেধা ব্যয় করতে হয়। এতে মানুষের কর্মবিমুখতা দূর হয়। তাই বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন, তোমরা ফজরের সালাত আদায় হয়ে গেলে জীবিকা অনুসন্ধান না করে ঘুমিয়ে পড়বে না।

বিখ্যাত সাহাবি হজরত উমর (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বসে না থাকে। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁরা সবাই নিজ হাতে হালাল উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাই হালাল উপার্জন সব নবী-রাসূলের সার্বজনীন সুন্নাত।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে বৈধ পথে উপার্জন করার তাওফিক দান করুন। বৈধ ও হালাল উপার্জিত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাওফিক দান করুন। জীবিকার উৎস হোক বৈধ হালাল উপার্জন—এ প্রত্যাশা হোক সবার। আমিন।

Open House

Beautiful 2 family's home in Floral Park competely renovated in 2021.Open house Sat and Sun 1pm to 3pm.Call beth Benmen@ 917-903-2799

বেসমেন্ট ভাড়া

177-54 105th Ave Jamaica, Q42, Q83, F Train সংলগ্ন বেসমেন্ট 2 bedroom 1 living kitchen,1 bathroom ভাড়া দেওয়া হবে। 347-653-1433

House for rent

One bedroom, bath, kitchen, Living room combo, one or two persons only couple preferable no kids no pets no smoking. 516-591-6047

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২০৭ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে বেসমেন্ট ১ বেডরুম ১২৫০ ডলার ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০

Room for rent

Queens jamaica hills, Near Jamaica Muslim center. 917-324-0264

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের USA citizen সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র চাই। পাত্রের পেপার না থাকলেও চলবে তবে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪০০-৮৮০১

পাত্র চাই

আমেরিকান নাগরিক, চাকুরীরতা B.S in applied mathematics (UMD), MS in Project Management (UMD) এবং বর্তমানে MBA পাঠরত া(UMD) ধার্মিক মেয়ের জন্য সমমানের শিক্ষিতা মুসলিম পাত্র চাই। অনুগ্রহ পূর্বক ছবি ও বায়োডাটাসহ যোগাযোগ করুন: nazir.ullah@longandfoster.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম **আসিফ চৌধুরী**
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু, সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

Apt.for rent:

One bedroom basement apartment full Air-condition for rent in queens village.211-14 90ct.Q36 bus stop in a block.call 347-395-9349

বাসা ভাড়া

১লা ডিসেম্বর থেকে ১৫৮-০৭,১১৫ এভিনিউ জ্যামাইকা নিউইয়র্ক ১১৪৩৪ ২য় তলা ৩ বেড রুম, ২ বাথরুম, ১লিভিং, ১ কিচেনসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৩৯৪৯

আবশ্যক

ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক।একটি রেস্টুরেন্টে ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য পার্টনার আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-613-5800

লিভ ইন ন্যানি আবশ্যক

চার বছর বয়সী বাচ্চার জন্য। বাচ্চা স্কুল যায় প্রতিদিন 7:30-3:30, বাসায় আশার পর বাচ্চার যত্ন এবং রান্নার কাজে সাহায্য প্রায়োজন। বাসায় আলাদা বেডরুম এবং বাথরুম সুবিধা পাবেন। প্রতি মাসে ২ উইকেন্ডে ছুটি পাবে। অবস্থান: ওয়েস্টচেস্টার/ভালহাল্লা এনওয়াই। লায়লা 719 373 3083 নম্বরে কল করুন বা টেক্সট করুন। বেতন আলোচোনা সাপেক্ষ হবে।

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

১ বেড রুম এবং ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। স্থান: East 35 Between Church & Snyder Ave Brooklyn, NY (B-35 বাস এবং 2 & 5 Train)। যোগাযোগ: 646-496-3334

বাসা ভাড়া

২টি রুম ভাড়া হবে। কিচেন শেয়ার। Hildside এবং সাটফিন ব্লুবার্ডে। মসজিদ, মাদ্রাসা, গ্রোসারী, F ট্রেন সাবওয়ে,বাস স্ট্যান্ড সব কিছু অতি নিকটে। এবং 132 St এবং 88 Ave তে রিচমন্ড হিল একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।একজন ব্যাচেলার এর কাছে। যোগাযোগ: 929-328-5042

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।

Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT | NY ST EXAM | NY ST REGENTS

➞ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :

TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

বাসা ভাড়া

১ম তলা ২ বেড রুম এবং ২য় তলা ৩ বেড রুম ব্রুকলিন, সাটার এভিনিউ কর্নার ফাউন্টেন এভিনিউ। বড় ড্রয়িং রুম। এ এবং সি ট্রেন, জুনিয়র স্কুল, পোস্ট অফিসের কাছে। নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: খলিল-৯১৭-৬৪২-৯৭২৯

রুম ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ২২৭-১১২ রোড এ একটি রুম একজন ব্যাচেলার এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-463-9953

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে, ২য় তলা ১ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২টা বেডরুম, বড় বাথরুম, লিভিং ও কিচেন একসাথে। সম্পূর্ণ নতুন ও বড় এটিকসহ ভাড়া দেওয়া হবে। নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ। রাস্তা গাড়ি পার্কিং সুবিধা আছে। মসজিদ, দোকান, লন্ড্রি, স্কুল ও বাস বাসার কাছে। Q3, Q2, Q83 ভাড়া আলোচনাসাপেক্ষে। বিস্তারিত জানতে কল করতে পারেন ৯১৭–৭১৭–৮৫৮২

বাড়ি ভাড়া

জামাইকার ব্রায়ারউড ১৫০ স্ট্রিটে এখনই মুভ করার মতো বাড়ি ভাড়া হবে। তিন বেড রুম। হিটিং এবং গ্যাস বিল ভাড়ার সাথে ঠিক করা হবে। চমৎকার নিরিবিলি পরিবেশ।
প্রকৃত আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। ফোন ৯১৭- ২৪২- ৭২৮৫

রুম ভাড়া

এফ ও ই ট্রেনের নিকটে 139 স্টিটে একজন কর্মজীবি মহিলা বা স্টুডেন মেয়ের কাছে আলাদা রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ফুল ফার্নিসড। 347-475-8406/ 347-725-7526

বাসা ভাড়া

২৫৬-০৩-৮৬ এ্যাভিনিউতে দুই বেডরুম লিভিং ডাইনিংসহ হাই সিলিং বেইসমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে ভাড়া দেওয়া হবে। হাঁটার দূরত্বে স্কুল ও বাস এবং এল আই ডবল আর ট্রেন। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউয়ে ৮৮-২১ ১৮৭ স্ট্রীটের ২য় তলায় একটি বেডরুম, বাথরুম, কিচেনসহ ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ রিনোভেটেড। ভাড়া সমস্ত বিলসহ ১৬০০ ডলার। যোগাযোগ: 929-386-6473

মহিলা আবশ্যক

জ্যামাইকা, কুইন্সে বাসার দৈনন্দিন কাজ করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক, এবং পার্ট টাইম সেলস ম্যান পদের জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। জ্যামাইকা বসবাসকারীকে প্রাধান্য দেয়া হবে। যোগাযোগ করুন দুপুর ১ টা থেকে রাত ১ টা পর্যন্ত। 9176695000

বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড ও জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝে ১৯৯ স্ট্রিট, হোলিসে ২ বেডরুম, ১ লিভিং রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ব্যাচেলর/ছোট পরিবার অগ্রাধিকার। মোবাইল: ৩৪৭-২৩৮-৬২৯৩, ৩৪৭-৪৭৬-২২৮৩

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩৬ বছর (৫-৪") সুশিক্ষিত মুসলিম পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ডিভোর্সী হলেও চলবে। পাত্র দেখতে সুন্দর, নামাজী। অভিভাবক এমনকি পাত্রী সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। ৯২৯-৩৯৫-৫৩১৫

পাত্র চাই

আমেরিকা বসবাসরত গ্রীনকার্ডধারী বাংলাদেশ থেকে ইংলিশে ব্যাচেলার করা ২৫ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য দেশে/ আমেরিকায় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার/ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। ধুমপানমুক্ত সুশিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই।
Email: bfatama34@gmail.com Phone :646-266-2609

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন, ২৯ বছর বয়সী কর্মরত রেজিস্ট্রার ফার্মাসিস্ট পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। Doctor, Eng. Pharmacist, IT professional অগ্রাধিকারযোগ্য। যোগাযোগ: 718-902-7200

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777 , everlybrown@yahoo.com

লোক আবশ্যক

রিগো পার্কে ঘরের কাজের জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। 831-313-8600

আবশ্যক

কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত একটি মসজিদে ধর্মভীরু, সৎ ও যোগ্য স্বেচ্ছাসেবী (ভলান্টিয়ার) প্রয়োজন। মার্জিত, শিক্ষিত এবং উদার প্রকৃতির মুসলমান ভাইবোনদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সবার কাছ থেকে কিছুটা সময় ও সার্বিক সহযোগীতা পেলে মসজিদটির অস্তিত্ব টিকে থাকবে। সত্বর যোগাযোগ করুন: (646) 684-8762, (917) 722-1405, (718) 524-9777

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

পাত্রী চাই

শিক্ষিত, মার্জিত ও প্রতিষ্ঠিত চল্লিশোর্ধ (Early Forties) সিটিজেন পাত্রের জন্য অনুর্ধ ৩৫ বছরের পাত্রী আবশ্যক। আমেরিকায় অবস্থানরত অথবা নিজ দায়িত্বে আমেরিকায় আসতে সক্ষম পাত্রীরা সাম্প্রতিক ফটো এবং সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তসহ যোগাযোগ করুন। সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
যোগাযোগের ঠিকানা: PO BOX: 4698 Sunnyside NY 11104
অথবা ই-মেইল: pjlovebangla@yahoo.com

ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে মিনিয়াপোলিসের বেস্টবাই দোকানে ডাকাতি

উত্তর আমেরিকা

ব্ল্যাক ফ্রাইডের রাতে মিনিয়াপোলিসের সেন্ট-পল এলাকার একটি বেস্টবাই দোকানে ডাকাতি হয়েছে বলে মিনিয়াপোলিসের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ৩০জন লোকের সম্মিলিত এই ডাকাতি সম্প্রতি সারাদেশে দেখা অন্যান্য গণ-ডাকাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ধরনের ডাকাতির ক্ষেত্রে সাধারণত বেশ কিছু ডাকাত দলবেঁধে একটি দোকানে হামলা-ভাংচুর করে ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। কখনও কখনও দোকানিদের ওপর হামলা চালায়।

সিবিএস মিনেসোটা রিপোর্টের জানানো হয়েছে, মিনিয়াপোলিসের দক্ষিণে অবস্থিত শহর বার্নসভিলে পুলিশ জানিয়েছে, ২৬ নভেম্বর রাত ৮টার পর ডাকাত দলটি বার্নসভিল সেন্টারের কাছে একটি বেস্টবাই লোকেশনে ঢুকে ডাকাতি করে। তবে পুলিশ আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাছাড়া কি পরিমাণ পণ্য চুরি হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

অন্য একটি ঘটনায় সেন্ট-পলের শহরতলীর কাছে ম্যাপলউডের পুলিশ জানিয়েছে, ছয় জন লোকের কয়েকটি গাড়ি একটি বেস্টবাই দোকানে ছিনতাই করে। ক্যালিফোর্নিয়ায় একই ধরনের ডাকাতি রয়েছে। সিবিএস লস অ্যাঞ্জেলেস রিপোর্ট করেছে, গত শুক্রবার একটি ছিনতাইকারী দল উচ্চমানের পোশাকের দোকানে ঢুকে বেশ কিছু আইটেম ডাকাতি করার পর শহরব্যাপী 'টেক্টিক্যাল এ্যালার্ট' জারি করেছে এলএপিডি। টেক্টিক্যাল এ্যালার্ট হলো প্রয়োজনে ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে সমস্ত উপলব্ধ অফিসারকে ব্যবহার করা। রিপোর্ট আরও জানানো হয়, শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্যালিফোর্নিয়ার লেকউডের একটি হোম ডিপো থেকে ২০ জন দুর্বৃত্ত বেশকিছু হাতুড়িবিশেষ ও শাবল নিয়ে গেছে।

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

বেডরুম ৩, বড় একটি লিভিং রুম, বাথরুম, কিচেনটি খুব বড় ও শেয়ার হবে। 148-09-86 Ave 2nd floor, Jamaican Hillside. মসজিদ, মাদ্রাসা, বাস স্ট্যান্ড, F ট্রেন সাবওয়ে সব কিছু অতি নিকটে। যোগাযোগ: 929-328-5042

Apartment for rent

1 Bedroom apartment in East Elmhurst 100th street & 25th ave, next to LaGuardia Airport. Phone: 917-745-7249

বাসা ভাড়া

দুটো রুমসহ কিচেন, টয়লেট সম্পূর্ণ পৃথক ১ তালা ভাড়া দেওয়া হবে। Melville, Long Island, Newyork. Half hollow Hills school district. যোগাযোগ: 929-328-5042

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

House for rent

One bedroom,bath,kitchen living room combo,one or two persons only couple preferably no kids no pets no smoking. 516-591-6046

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

Semi Basement Rent

2 bachelor women or husband wife One family 1477 Saint Peter's Ave Bronx ny 10461 Near to 6 train 1 (347) 446-9575

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এফ ট্রেনের পাশে ১৮০ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-639-4571

ডেলিভারি ম্যান আবশ্যক

নিউইয়র্কের পাঁচ বোরোতে নিউজ পেপার ডেলিভারি দেওয়ার জন্য গাড়িসহ দুজন ডেলিভারি ম্যান আবশ্যক। ফোন 518-253-0966

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্তোরাঁয় তাৎক্ষণিক নিয়োগের জন্য লোক আবশ্যক। Positions Open:Kitchen helper, Customer service,Cleaner (রান্নাঘরের সাহায্যকারী, গ্রাহক সেবা, পরিষ্কারক) Pls contact: 1 (917) 578-1798

MD AHSAN HABIB Esq.
Attorney -at-Law
Real Estate, Immigration , Litigation
AH LAW FIRM PLLC
Address:
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlegaledge@gmail.com
+1 929 294 5772

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন নর্দান বুলেভার্ড ও ৮০ স্ট্রিটে প্রাইভেট বাসার বেসমেন্ট (২ বেডরুম,লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেনসহ) ১ আগস্ট থেকে ভাড়া হবে। ছোট পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৬-৬৮৭৩

পাত্রী সন্ধান

দেশে ও প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী (৩৫+, ৫'৪", শুশ্রী) আবশ্যক। ডাক্তার অথবা কলেজ গ্রেজুয়েট এবং সনাতন সংস্কৃতি চর্চার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। বায়োডাটা, রফারেন্স (আত্মীয়/ অনাত্মীয়) এবং ছবিসহ যোগাযোগ করুন: email - ghoshsc@aol.com

পাত্রী চাই

সুপ্রতিষ্ঠিত পেশায় ইঞ্জিনিয়ার গ্রীনকার্ড হোল্ডার USA থেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ৫.৭' ৩৩ বছর বয়সী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ:732-595-2602 Email:kanalyst2020@gmail.com

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫"৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

Career Opportunity!!

Marketing Specialist

We are looking for a Marketing personal who has ability to handle strong data-matching software and develop and submits a yearly forecast, products, market, strategies and business plan.

Education/Experience:
Master of Business Administration Degree (MBA)
Data-entry experience

Required Qualifications/Skills:
Strong working knowledge of Microsoft Suite with focus on MS Excel
Good verbal communication skills.
Proficiency in business systems functions and personal computer use.

Send your up-to-date resume to The CEO
captor.usa@gmail.com

Captor USA, Inc.
3716 73rd Street
Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্য

ক্ষমা চাইলেন রিপাবলিকান এমপি লরেন বোয়েবার্ট

উত্তর আমেরিকা অফিস

লরেন বোয়েবার্ট

মুসলিমবিদ্বেষী মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন মার্কিন রিপাবলিকান এমপি লরেন বোয়েবার্ট। এর আগে তিনি আরেক মুসলিম নারী এমপি ডেমোক্র্যাট নেত্রী ইলহান ওমরকে নিয়ে বর্ণবাদী মন্তব্য করেছিলেন।

২৬ নভেম্বর শুক্রবার রিপাবলিকান এমপি লরেন বোয়েবার্ট বলেন, 'আমি আমার ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্যের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি এমপি ইলহান ওমরের অফিসে গিয়ে এ ব্যাপারে সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাঁকে বলেছি, এসব অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বিতর্ক না করে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে তা নিয়ে আলোচনা করার।'

এর আগে মুসলিম পোশাক হিজাব পরায় ইলহান ওমরকে জিহাদি ও ধর্মান্ধ বলে সমালোচনা করেছিলেন লরেন বোয়েবার্ট। তিনি এক টুইটবার্তায় বলেন, 'ইলহানের মুখের দিকে তাকালে আমার খুবই বিরক্ত লাগে, জিহাদি বলে মনে হয়। কংগ্রেস এমন ভয়ানক ইসলামিক ভাবধার লোকজন থাকা নিন্দনীয়।' পরে সমালোচনার মুখে লরেন বোয়েবার্ট তাঁর ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চান।

কিছু প্রত্যাশা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বরাবর আবেদন

উত্তর আমেরিকা অফিস

উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীর সন্তান অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ডা. মাসুদুল হাসান যুক্তরাষ্ট্র সফররত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক এমপি বরাবর স্বাধীন দেশের অবহেলিত কিছু প্রত্যাশা নিয়ে একটি আবেদন পেশ করেছেন।

২৮ নভেম্বর রোববার তাঁরা তাঁদের আবেদনে উল্লেখ করেন যে, নিজের জীবন দিয়ে সবচেয়ে বেশি যাঁদের অবদান আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সেই শহীদদের কোন তালিকা এবং সম্মান প্রদর্শন করার কোন কার্যক্রম এখনও করা হয়নি। স্বাধীনতার পরপর বঙ্গবন্ধু একবার চিঠি পাঠিয়ে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং তাঁদের পরিবার আজকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতেন না। তাঁরা বলেন, জাতির জন্য এটি শুধু দুঃখজনকই নয়, এটি বড়ই অপমানজনক। অনেকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে সরকার শহীদদের তালিকা তৈরি করার কাজ হাতে নিয়েছেন। তবে ৫০ বছরেও আজ তাঁরা কিছুই এখনও পাননি।

আকম মোজাম্মেল হক

আবেদনকারীরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ পরিবার গত ৫০ বছর কোন সহায়তা বা সম্মান ছাড়াই বহু দুঃখ-কষ্টে বেঁচে ছিলেন বা অনেকে ধ্বংস হয়ে গেছেন। আমরা খবর রাখিনি এবং জানারও চেষ্টা করিনি, এই দায়বদ্ধতা আমাদের সীমাহীন লজ্জার ও দুঃখের কাহিনী।

তাঁরা বলেন, আমাদের আবেদন এই বছর থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সময় এলাকার সকল শহীদ এবং তাঁদের পরিবারের বাড়িতে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে সম্মান প্রদর্শন করার প্রথা চালু করা হয়নি প্রশাসন থেকে। সরকারিভাবে কমপক্ষে তাঁদের বাড়িতে একটি পতাকা আর একটি পোস্টার যাতে লেখা থাকবে 'মুক্তিযুদ্ধের এক মহান শহীদকে ও তার পরিবারকে জাতির পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা'—এই সম্মানটুকু দেয়া যেতে পারে। স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সচেতন মানুষ বা সংগঠনকে এই কার্যক্রমের সহায়তা এবং অনতিবিলম্বে তা প্রয়োগ করার জন্য তাঁরা আবেদন জানান। তাঁরা বলেন, আমরা চাই স্থানীয় সরকার প্রত্যেক এলাকায় অনতিবিলম্বে শহীদদের তালিকা যোগাড় করতে এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরের বিজয় দিবস থেকে সীমিতভাবে হলেও এই প্রথা চালু করতে। সকল জটিলতা উপেক্ষা করে প্রয়োজন হলে সাধারণ মানুষ বা আগ্রহী সংগঠনকে নিয়ে একাজ করার জন্য মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Hard Money 9%
Low Income, No Problem
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
646-920-4799
Akib Hussain
32-65 31st Street, Astoria, NY11106
Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব
কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!
আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:
● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।
ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।
All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.
72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল
১ মাস ফ্রি
স্পোর্টস, কার্টুন, ফুড প্রোগ্রাম ও
ফ্রী আনলিমিটেড ভিডিও
PICTURES
VIDEOS
MUSIC
tvdesiBox
Dependable live streaming platform
72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটির বর্ণাঢ্য পিঠা উৎসব। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটি বর্ণাঢ্য পিঠা উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসেন নবান্ন পার্টি সেন্টারে ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটি ইউএসএ পিঠা উৎসবের আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি আব্দুল রহিম মজিদ বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাবিব মো. আহসান ও উৎসব উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শাহনাজ পারভীন যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা গোলাম কিবরিয়া অনু, মহিউদ্দিন মোহাম্মদ, বাবুল হোসেন, মুশফিক মাবুদ, কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তা মো. বোরহান উদ্দিন, আক্তারুজ্জামান, আলামিন হোসেন, সাজেদুল রহমান, রেজাউল ইসলাম, সাদেকুর রহমান এবং ঠিকানা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ফজলুর রহমান ও তাঁর সহধর্মিনী অধ্যাপিকা হোসনে আরা বেগম, এর্টনি মঈন চৌধুরী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব বদিউজ্জামান, মূলধারার নেতা মোরশেদ আলম। পিঠা উৎসবে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য মা, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালবাসার এক আবেগময় মিলন মেলায় নিয়ে যায় ক্ষণিকের জন্য। স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় বাঙালির সংস্কৃতির অতীত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে। হরেক রকমের পিঠা আপ্যায়নসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে উৎসবটি সমাপ্ত হয়।

নিউইয়র্কে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার জন্ম উৎসব ৬ ডিসেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

দুই বাংলায় সমানভাবে জনপ্রিয় গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম উৎসব নিউইয়র্কে তৃতীয়বারের মতো পালন করা হবে।

৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন (সাবেক পালকী) পার্টি হল মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবের আয়োজক ‘গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার স্মরণ সংসদ, নিউইয়র্ক’।

অনুষ্ঠানে তাঁর লেখা গান গাইবেন এবং তাঁকে নিয়ে আলোচনা করবেন কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, শহীদ হাসানসহ বিশিষ্টজনেরা।

ডিএমটি গ্লোবাল এখন আমেরিকায়

উত্তর আমেরিকা অফিস

পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ‘ডিএমটি গ্লোবাল ’ এখন আমেরিকায়। আমেরিকার স্থানীয় অফিস বাংলাদেশিদের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত জ্যাকসন হাইটসের ৭২-৩০ ব্রডওয়ে। উল্লেখ্য, ডিএমটি গ্লোবাল দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বাংলাদেশিদের সেবা দিয়ে আসছে।

ডিএমটি গ্লোবালের উল্লেখ্যযোগ্য সেবাসমূহ হলো— কিডনি প্রতিস্থাপন, লিভার প্রতিস্থাপন, বোনম্যারো প্রতিস্থাপন, ক্যান্সার ও প্লাস্টিক সার্জারি, অর্থোপেডিক্স ও হিপ রিপলেসমেন্ট, নিউরোলজি ও কার্ডিওলজি, ডেন্টাল ও আইভিএফ, ইএনটি ও ইন্টারনাল মেডিসিনসহ অনেক সেবা।

ডিএমটি গ্লোবালের সেবা সরাসরি কেউ ভারতে নিতে চাইলে তাদের জন্য থাকবে নিজস্ব গেস্ট হাউজে থাকা ও খাবার ব্যবস্থা। এছাড়া এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ-ড্রপআপ, দোভাষী গাইডসহ ভারতীয় ভিসা ও ভিসা এক্সট্রেনশনের ব্যবস্থা করা হয়। ডিএমটি গ্লোবাল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে ফোন ৬৪৬-৫২৫-৭৪৮৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশের চ্যালেঞ্জ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিরপুর ক্যান্টনমেন্টের শেখ হাসিনা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন। শেখ হাসিনা বলেন, ‘জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছরে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেলাম। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। এখানে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ সদা প্রস্তুত।’

দেশের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় দেশের মানুষ একটা উন্নত জীবন পাবে। একেবারে তৃণমূলে পড়ে থাকা মানুষটারও জীবনমান উন্নত হবে, এটাই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি।’

সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বসভায় মর্যাদা নিয়ে চলবে। সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করি।’ সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের সেনাবাহিনী চলতে পারে। কারণ, জাতিসংঘের শান্তিবাহিনীতে আমাদের সেনাবাহিনী অংশগ্রহণ করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের চলতে হয়।

তাই আধুনিক প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র থেকে শুরু করে সকল ধরনের সরঞ্জামাদি সম্পর্কে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময় প্রশিক্ষিত ও জ্ঞানলাভ করবে, সেটাই আমার চেষ্টা।’

আমেরিকায় অমিক্রন সংক্রমণের প্রথম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবস্থা রোগীটি মোকাবেলা করছেন এবং তিনি কোরাইন্টাইনে রয়েছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফাউসি বলেন, অমিক্রনে আক্রান্ত ব্যক্তিটি বুস্টার ডোজ গ্রহণ করেননি বলেই তিনি জানেন।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আগেই জারি করেছিলেন। সারাবিশ্বে করনার এ নতুন ধরন দ্রুত সংক্রমিত হতে পারে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। ভাইরাসের নতুন এ ধরন নিয়ে এখন চিকিৎসকেরা সঠিক কিছু বলতে পারছেন না। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত সপ্তাহে বলেছেন, নতুন ধরনের এ সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। তবে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই।

আমেরিকায় অমিক্রন সংক্রমণের প্রথম রোগী শনাক্ত হওয়ার পর দেশজুড়ে সতর্কাবস্থা বিরাজ করছে। লোকজনের মধ্যে এখনও যাঁরা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ করেননি, তাঁদের টিকা নিতে বলা হচ্ছে। বুস্টার ডোজ দেয়াসহ সংক্রমণ পরীক্ষা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে। পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বাইরে থেকে আমেরিকায় প্রবেশ করা লোকজনকে সংক্রমণ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার চিন্তাভাবনা চলছে। জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা, মাস্ক ব্যবহার করাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সর্বত্র পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

ইউএসএ ৯৭-৯৯ এর থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজ পার্টি

উত্তর আমেরিকা অফিস

কুইন্সের বেলরসের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ থেকে ১৯৯৭ সালে এসএসসি এবং ১৯৯৯ এইচএসসি ব্যাচের ফেসবুকভিত্তিক গ্রুপ ইউএসএ ৯৭-৯৯ এর থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজ পার্টি। এতে অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য থেকে পরিবার নিয়ে আসা বিপুল সংখ্যক সদস্য।

অনুষ্ঠানের পুরোটাই ছিল বাঙালি আড্ডায় ভরপুর। ছিল সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্যের মেলবন্ধন। অনেকদিন পর একে অন্যকে পেয়ে সবাই মেতে ওঠেন গল্প আর আড্ডায়। থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজে খাদ্য তালিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল টার্কি রোস্ট। সঙ্গে থাকে হরেক রকমের সাইড ডিশ এবং পাম্পকিন পাইয়ের সঙ্গে আরও মজাদার সব ডেজার্ট। ২০১৯ সালে ফেসবুকভিত্তিক

ইউ এস এ ৯৭-৯৯ এর থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজ পার্টি। ছবি : সংগৃহীত

সংগঠন ইউএসএ ৯৭-৯৯ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এডমিন তানভির আতাহারী। তিনি সংগঠনের ইতিহাস এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নতুন সদস্যদের মাঝে তুলে ধরেন। আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনটি এডমিন জামিল সারোয়ার, শামস শাহরিয়ার ও কাজী সজীব। অ্যাডমিন জামিল সারওয়ার ভবিষৎতে আরও বড় পরিসরে অনুষ্ঠান আয়োজনে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মসুচির পর জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসকে দেয়া স্মারকলিপিতে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার্থে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে বিদেশে যাবার অনুমতি প্রদানের জন্য বাংলাদেশের সরকারকে অনুরোধ জানানোর আহ্বান জানানো হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক গিয়াস আহমেদ।

জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গোলাম ফারুক শাহীনের পরিচালনায় শুরুতে বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সেক্রেটারি মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবরউদ্দিন, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক এমএ বাতিন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ব্রুকলিন বিএনপির সেক্রেটারি জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, লং আইল্যান্ড বিএনপির সভাপতি মিয়া আলিম পাখী। নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও ছিলেন সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, নূর মোহাম্মদ, শাহ আলম, ইঞ্জিনিয়ার সায়েম, মাজহারুল ইসলাম জনি, শেখ হায়দার আলী, সালেহ আহমেদ মানিক, রিয়াজ মাহমুদ, মাঈনুল ইসলাম মুহিত, গোলাম মাহমুদ, মোহাম্মদ ফয়সল, জাকারিয়া অপু, এমএ মান্নান, হুমায়ূন আহমেদ, খালেদ খান, মোস্তাক আহমেদ, আনোয়ারুল ইসলাম শাহীন, আবুল কালাম, রুহুল আমিন।

কর্মসূচিতে বিএনপি, যুবদল, শ্রমিক দল, জাসাস, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল ‘রিলিজ বেগম খালেদা জিয়া ফর ট্রিটমেন্ট এব্রড’ লেখা পোস্টার-ব্যানার।

মিশিগানে স্কুলে গোলাগুলির ঘটনায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিনেছিলেন। তবে হত্যাকণ্ডের মোটিভ এখনও পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, স্কুলে বুলিংয়ের শিকার ওই কিশোর প্রতিশোধ নিতে এমন নারকীয় যজ্ঞ ঘটিয়েছে। জানা গেছে, পরিবারের পক্ষ থেকে ওই কিশোরকে আইনজীবী দেয়া হয়েছে এবং আইনজীবী ছাড়া তাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করতে আদালতে আবেদন করা হয়েছে।

প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চারজন স্কুল শিক্ষার্থী হত্যাকারীকে প্রাপ্তবয়স্ক বিবেচনা করে বিচার করা হবে। হত্যাকাণ্ডের আগে সে তার বাবার পিস্তলসহ একটি পোস্ট দিয়েছে। পোস্টে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর কোন মোটিভ দেখা যায়নি বলে সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের একটি স্কুলে বন্দুকধারীর হামলায় চার শিক্ষার্থী নিহত হয়। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন এক শিক্ষকসহ আরও ছয়জন। ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার মিশিগানের অক্সফোর্ড শহরের অক্সফোর্ড হাইস্কুলে ঘটনাটি ঘটে।

এ ঘটনার পর পুলিশ জানায়, হামলার পর ১৫ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি বন্দুক জব্দও করা হয়েছে। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে হামলায় ১৫-২০টির মতো গুলি চালানো হয়েছে। এরপরই জরুরি সহায়তা নম্বরে শতাধিক ফোনকল আসে। প্রথম ফোনকল পাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওই বন্দুকধারীকে আটক করা হয়। নিহত তিনজনের মধ্যে রয়েছে ১৪ এবং ১৭ বছরের বয়সের দুই কিশোরী, ১৬ বছরের এক কিশোর। আহত আটজনের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা স্থিতিশীল। বাকি দু’জনের অস্ত্রোপচার হয়েছে। এদের মধ্যে একজন শিক্ষকও রয়েছেন। তবে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে নাবালক এক আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শেরিফ অফিস বলেছে, গ্রেপ্তারের সময় আততায়ী ওই ছাত্র কোন বাধা দেয়নি। আটক ছাত্রের পরিবার থেকে আইনজীবী দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে মুখ না খুলতে পরিবার থেকে বলা হয়েছে। কেন এই কাজ সে করল তা নিয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হামলার কারণ সম্পর্কেও কোনো তথ্য দেয়নি সে।

সঙ্কটে প্রেসিডেন্ট বাইডেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ জনমত জরিপে দেখা গেছে, গত নির্বাচনে ট্রাম্প যেসব রাজ্যে হেরেছিলেন, সেসব রাজ্যে এখন ভোট হলে তিনি সহজেই জয়ী হবেন। মার্কিন প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংবাদমাধ্যম পলিটিকো সম্প্রতি এক জনমত জরিপ প্রকাশ করেছে। এ জরিপে দেখা গেছে, এখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে অ্যারিজোনা রাজ্যে বাইডেনকে ট্রাম্প হারাতে পারবেন ৮ শতাংশ ব্যবধানে। একইভাবে পেনসিলভেনিয়ায় ৬ পয়েন্ট, জর্জিয়ায় ৩ পয়েন্ট এবং মিশিগানে ১২ পয়েন্ট ব্যবধানে হারবেন।

এসব রাজ্যে গত নির্বাচনে বিজয়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই রাজ্যেগুলোয় বিজয় মানে ৭৩টি ইলেক্টোরেল ভোট যোগ হওয়া এবং বিশাল ব্যবধানে অন্য রাজ্যগুলোতে নিশ্চিত জয়ের ইলেক্টোরেল ভোট যোগ করলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই আবার ক্ষমতায় বসাতে হবে। আমেরিকার ইতিহাসে এমন ঘটনা একবারই ঘটেছিল।

১৮৮৫ সাল থেকে চার বছর ক্ষমতায় থাকার পর ২২তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন। চার বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার পর ২৪তম প্রেসিডেন্ট হিসবে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ডেমোক্র্যাট গ্রোভার আবার হোয়াইট হাইজে ফিরে এসেছিলেন ১৮৯৩ সালে। ইতিহাসের বিরল পুনরাবৃত্তির দিকে যাচ্ছে আমেরিকা। এবারের নভেম্বরে ভার্জিনিয়ায় ডেমোক্র্যাট দলের পরাজয়ের পর দলের সবপর্যায়ে নড়েচড়ে উঠতে দেখা যায়। জনমত জরিপ এবং দেশজুড়ে রিপাবলিকান দলের উৎসাহ দেখে রাজনীতির অশনিসংকেত বড় হয়ে দেখা দেয়। নভেম্বরের পর ডেমোক্র্যাট দলে ব্যয়বহুল পরিকাঠামো আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। তবুও আমেরিকার সাধারণ জনমনে এখনও এনিয়ে কোন ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্যণীয় হচ্ছে না।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হোয়াইট হাউজ, সামান্য ব্যবধানে ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের কার্যক্রম নিয়ে দেশজুড়ে নেতিবাচক অবস্থাই জোরালোভাবে বিরাজ করছে। অধিকাংশ মার্কিনী মনে করছেন অর্থনীতির অবস্থা ভাল নয়। ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, লোকজনের মজুরি বেড়েছে। এসব কোন কিছুই জনমতে প্রভাব ফেলতে পারছে না। লোকজন একদিকে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, দেখছে কর্মীর অভাবে রেস্টুরেন্টসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আগের অবস্থায় নেই। বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য। সরবরাহ অপ্রতুল। কেনার জন্য গাড়ি পাচ্ছে না। যন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে নির্মাণসামগ্রী বাজারে অপ্রতুল। যদিও বলা হচ্ছে, পরিস্থিতির কার্যত উন্নতি ঘটছে। কিন্তু স্বল্প সময়ে জনমনে এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে না।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আর মাত্র এক বছরের কম সময় বাকি। এরমধ্যেই ভাবমূর্তির যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

মধ্যবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত এখন অপেক্ষার পালা। প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট রিপাবলিকান দলের দখলে চলে যাওয়ার বিষয়টি চোখের সামনেই দেখতে পারছেন ডেমোক্র্যাট দলের নীতিনির্ধারকেরা। এরমধ্যে কেমন করে তাঁরা ঘুরে দাঁড়াতে পারেন, এ নিয়ে কোন উপায়ও খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ। জনধারণা পাল্টে দেয়ার মতো নাটকীয় কোন ঘটনা ঘটার আলামতও দেখা যাচ্ছে না।

প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের ‘বিল্ড বেটার আমেরিকা’ নামের আইন প্রস্তাব কংগ্রেসে পাস করাতে সক্ষম হয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এ আইন প্রস্তাবটিও আমেরিকার ইতিহাসে সামাজিক নিরাপত্তাসহ কল্যাণকর কাজের সবচেয়ে ব্যয়বহুল আইন প্রস্তাব। সিনেটে নিজেদের দলকে সামাল দিয়ে রিপাবলিকান দলের সমর্থন ছাড়াই আইন প্রস্তাবটি পাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ আইন প্রস্তাব পাস হলেও ডেমোক্র্যাট দল এবং বর্তমান প্রশাসন নিয়ে যে নেতিবাচক জনমনোভাব বদ্ধমূল হয়ে গেছে গত কয়েক মাসে, তা থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা দেখাচ্ছেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

আমেরিকার চলমান অবস্থাকে ঘুরিয়ে দেয়ার সব ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হাতে নেই। কথাটি লোকজন জানলেও কঠিন সময়ের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের সামনে এখন সমস্যার পাহাড়। কোন পক্ষকেই তিনি সন্তুষ্ট করতে পারছেন না। মহামারি পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। প্রতিদিন এখনো হাজারের বেশি লোক মারা যাচ্ছে করোনা সংক্রমণে। টিকা দেয়া নিয়ে যে রাজনীতির খেলা শুরু হয়েছিল, সেটি আরও বেগবান হয়েছে। আমেরিকাজুড়ে টিকাবিরোধীরা এখন সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করছে। গত জুলাই মাসের আগেই অধিকাংশ লোকজনকে টিকা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা এখনো অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছে, সেখানেও অনেকটা অসহায়ের মতো সমাধান হাতড়াচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অনেক ভাল কাজ করেও কোন কৃতিত্ব পাচ্ছেন না তিনি। রিপাবলিকান ও রক্ষণশীলদের বৈরী প্রচারণার পাল্টা ডেমোক্র্যাটদের কোন ঐক্যবদ্ধ বার্তাও এখন নেই জনগণের কাছে। ফলে এক জটিল সময়ের মধ্যদিয়ে চলমান আমেরিকার রাজনীতি। যে জটিল বাস্তবতায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আটকা পড়েছেন, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ ও সম্ভাবনার আলাপ নিয়েই ঘুরপাক খাচ্ছে ডেমোক্র্যাটদের রাজনীতি।

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেদিন পতপত করতে থাকে। স্বাধীন জাতি হিসেবে সমগ্র বিশ্বে আত্মপরিচয় লাভ করে বাঙালিরা। অর্জন করে নিজস্ব ভূখণ্ড। ভাষার ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিজয়ের মাধ্যমে ঘোষিত স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় এ দিনে।

বাংলাদেশের এ সগৌরব অভ্যুদয় মানতে পারেনি অনেকেই। একাত্তরে যখন বাঙালি স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়ে লড়াই করছে, তখন কিছু মানুষ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে তাদের সহায়তা করেছে। এই স্বল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয়েছিল রাজাকার ও আল বদর বাহিনী। দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই বাহিনীর সদস্যরা ত্রাসের সঞ্চার করেছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল চিনত না। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে রাজাকার-আল বদর বাহিনীর সদস্যরা। হত্যা করেছে দেশের সূর্যসন্তানদের। যুদ্ধের শেষপর্যায়ে এসে বাঙালির বিজয় যখন নিশ্চিতপ্রায়, তখন বেছে বেছে দেশের সেরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারলেও মেধাহীন করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে যে ষড়যন্ত্রের শুরু, তা স্বাধীনতার পরও থেমে থাকেনি। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। যেমন দেশকে নেতৃত্বশূন্য করতে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেলখানায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। স্বাধীনতাকামী বাঙালির হৃদয়ে বিজয়ের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে এসেছিল সেই সোনাঝরা গৌরবের দিনগুলো। বছর ঘুরে আজ আবার এসেছে সেই ডিসেম্বর। স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হৃদয়ে লালন করেছে বাঙালি যুগে যুগে। ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তাঁরই হাত ধরে পূরণ হয়েছিল সেই আজন্ম লালিত স্বপ্ন।

ত্রিশ লাখ শহীদ আর দু’লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার স্বাক্ষর বিজয়ের মাস বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পালিত হবে। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতির কয়েক হাজার বছরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বপ্ন-সাধ পূরণ হয় এ মাসে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ আর ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর জল, স্থল আর আকাশপথে সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের খবর চারদিক থেকে ভেসে আসতে থাকে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রতিটি দিন ঘটনাবহুল হয়ে উঠেছিল। বাঙালি সেদিন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। বিজয়ের জন্য মরণপণ লড়াই শুরু হয়েছিল। পাকি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসররাও এ সময়টিতে মরণকামড় দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল বাঙালির বিজয়কে।

রক্তের সাগর পেরিয়ে, বিশ্বকে এ ডিসেম্বরেই বাঙালি জানান দিয়েছিল তাদের অজেয় অগ্রযাত্রার। পঞ্চাশ বছরের প্রতিটি অগ্রযাত্রায় বাঙালি ডিসেম্বরকে ফিরে দেখেছে। বিজয়ের চেতনা ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ বিশ্বকে ভিন্ন বার্তা দিচ্ছে। একাত্তরের চেতনা ধারণ করা বাঙালি শুধু যে নিজের ভূখণ্ডের জন্য লড়াই করতে পারে এমন নয়। বিশ্বের বুকে আজকের বাংলাদেশ মার্যাদার আসনে আসীন হওয়ার বার্তা দিচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। জয় বাংলা।

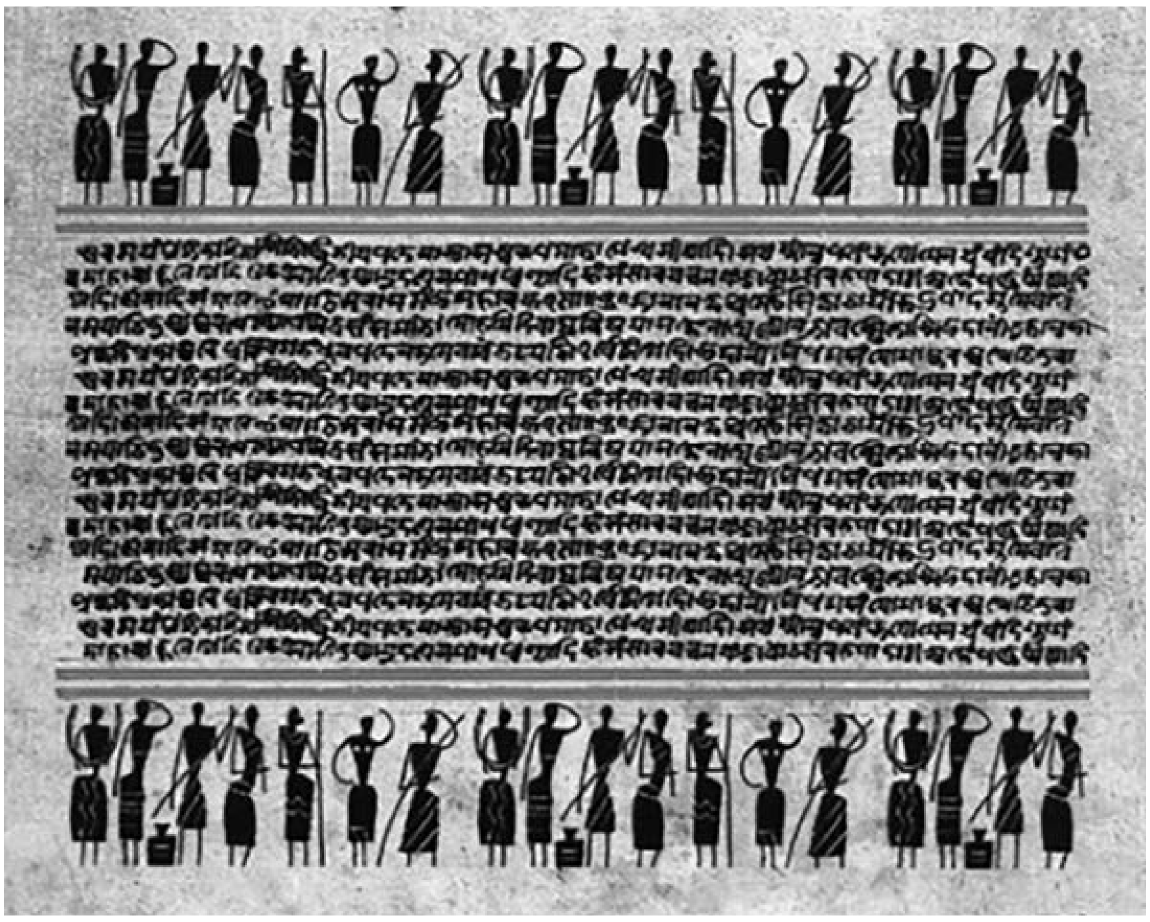

কত শত বাংলা শব্দ চিরকালের মতো হারিয়ে গেলো কত শত ভালোবাসার নাম

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার বিবর্তন নয়। সম্পূর্ণ ধ্বংস। বিবর্তন হলে এক জাতের শব্দমালা বদলে গিয়ে নতুন একধরনের শব্দমালা, বাকধারার সৃষ্টি হতো। বাংলা ভাষাতে। তা হয়নি। যেটা হয়েছে, সেটা হলো ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলা ভাষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, উপহাস করে কিংবা 'আমি এতো শক্ত বাংলা বুঝি না'— এই অজুহাত দিয়ে বাংলা না বলে হিন্দি, ইংরিজি বা জগাখিচুড়ি একটা ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার ইচ্ছে। অর্থাৎ, আমার মা কিংবা আমার জন্মস্থান জীবনে আর তেমন প্রয়োজনীয় নয়। মা'ও নয়, মাটিও নয়। আর মানুষ মানে আমি। আমরা নই। আমিই সব এবং এই হলো শেষ কথা। আমি বাংলা শিখবো না। ব্যস।

আমরা যখন পুরোনো কলকাতায় বড় হচ্ছিলাম, সেই ষাট এবং সত্তরের দশকে আমরা বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরেই বড় হয়েছিলাম। আমরা রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ, শিশু, আর তারপর গীতবিতান নিয়ে বড় হয়েছিলাম। বিভূতিভূষণের 'আম আঁটির ভেঁপু,' আর দেব সাহিত্য কুটিরের অনুবাদ সাহিত্যে শেক্সপিয়ার, রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, চার্লস ডিকেন্স। সন্দেশ পত্রিকা, শুকতারা, কিশোর ভারতী। বাংলায় হাসি, বাংলায় আড্ডা, বাংলায় গান। বাঙালি ভোজ।

মনে আছে, সত্তর সালে আমার বন্ধু সুব্রত কোথা থেকে নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' বই নিয়ে এসে হাজির হলো। ওঃ, আমাদের সে কী উন্মাদনা! আমি যেহেতু একটু বেশি লিডার গোছের ছিলাম, পাড়ার কালীপুজো বা সরস্বতী পুজোর ফাংশানে একটা আবৃত্তি আমার বাঁধা থাকতো। আগে যেখানে করতাম রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কিংবা 'আফ্রিকা', সেখানে হাইস্কুলে তার জায়গা নিয়ে নিলো নজরুলের 'বিদ্রোহী' কিংবা সুকান্তের 'একটি মোরগের কাহিনী'। আমার দাদার মতো রোল মডেল কিন্তু আসলে আমার ছোটমামা বুদ্ধদেব স্মৃতি থেকে সুকান্তের 'বোধন' এমনকী রবি ঠাকুরের 'এবার ফিরাও মোরে' আবৃত্তি করে প্রাইজ পেতো। একবার আমার এক বান্ধবী মৈত্রেয়ী খোলা ছাদের ওপরে করা রবীন্দ্রজয়ন্তীতে 'গান্ধারীর আবেদন' স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে আমাদের তাক লাগিয়ে দিলো।

বাংলা ভাষার জন্যে হয়তো আমরা বাংলাদেশের মানুষদের মতো রক্ত দিইনি, প্রাণ দিইনি, জেল খাটিনি। কিন্তু বাংলাকে ভালোবাসিনি, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমাদের সারাজীবন বাংলা ভাষাকে জড়িয়ে ধরেই গড়ে উঠেছে। এই দীর্ঘ প্রবাসজীবনেও বাংলা ভাষাই আমার ধমনীর রক্ত। বিবর্তন তো হয়েছিলোই। আমাদের সে সময়কার বিখ্যাত ইস্কুল স্কটিশ চার্চে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কিছু কিছু পড়েছি এবং জেনেছি মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গল কাব্যের কথা। কিন্তু সে ছিল ঐচ্ছিক বিষয়। বাধ্যতামূলক বাংলা পড়ার বইতে প্রাগৈতিহাসিক এবং অতি একঘেয়ে সিলেবাসের মধ্যেও আমরা একটু একটু আঁচ পেয়েছি বাংলা ভাষার বিবর্তনের। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার একটু অংশ আমাদের পড়ানো হতো। তার নাম ছিল সাগরসঙ্গমে নবকুমার। সে গল্পে ছিল বঙ্কিমী বাংলা। আজ সে ভাষা কেউ বুঝতেই পারবে না, কারণ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে আমাদের চেতনা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। আমাদের পাঠ্যবইতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেট ছিল—বিজয়া দশমী। "যেওনা রজনি আজি লয়ে তারাদলে, গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে।" আমরা চমৎকৃত হতাম শুনে যে রজনি বা দয়াময়ি যেহেতু আহ্বানপূর্বক একটি শব্দ এখানে, তাই হ্রস্ব-ই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের গান 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনি।'

আমাদের কোনো আধুনিক কবিতা শেখানো হয়নি। আমি আমার স্মৃতিকথা ঘটিকাহিনিতে লিখেছি, হাইস্কুলে পড়ার সময়ে এক প্রিয় বন্ধু উৎপলের কাছে আমি প্রথম জীবনানন্দ দাশের নাম শুনি। জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত— এঁদের কবিতার কথা আমাদের সেই বিখ্যাত স্কুলেও কিছু বলা হয়নি। সৌজন্য— পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তার প্রাগৈতিহাসিক, বদ্ধজলা পাঠ্যক্রম। 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।' সর্বক্ষেত্রে। অবিশ্বাস্য বদ্ধজলা, যেখানে কোনো গতি নেই। আর গতি না থাকলেই সৃষ্টি লুপ্ত হয়ে যাবেই যাবে। বলতে গেলে দেশ, যুগান্তর, বসুমতী, অমৃত—এসব পত্রিকার মাধ্যমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়—স্কুল কলেজের রক্তচক্ষু শাসনের বাইরে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, প্রতিভা বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, আশাপূর্ণা, লীলা মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, বিমল কর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী—এঁরা আমাদের 'পাকালেন'। ভাষা শেখালেন। জীবনকে চেনালেন। এই প্রাপ্তবয়স্ক করে গড়ে তুলে দেওয়ার জন্যে তাঁদের কাছে আমার অপরিসীম ঋণ।

তার আরো পরে এলো জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, পরশুরাম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রফুল্ল রায়, আর সাহিত্যসম্রাট ... না, বঙ্কিমচন্দ্র আর তখন তেমন নয়। সাহিত্যসম্রাট বিভূতিভূষণ।

সবচেয়ে বড় কথা, তাদের বোঝানো হয়েছে, বাংলা ভাষা ব্যাপারটা আসলে বলার মতো কিছুই নয়, গর্ব করার কোনো বিষয়ই নয়, এবং সাহিত্য, কবিতা এসব পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থই নেই।

আজকের বাঙালি ছেলেমেয়েরা এসব লেখক কবির নামই শোনেনি হয়তো, তাঁদের লেখা পড়া তো দূরের কথা। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের বোঝানো হয়েছে, বাংলা ভাষা ব্যাপারটা আসলে বলার মতো কিছুই নয়, গর্ব করার কোনো বিষয়ই নয়, এবং সাহিত্য, কবিতা এসব পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থই নেই। যে পড়াশোনায় সরাসরি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায় না, জীবনে তার কোনো দাম নেই। সমাজের কথা, মানুষের কথা জানার কোনো দরকার নেই। কারণ সমাজ অর্থহীন। আমিই সব। আমিই শেষ কথা। 'আরণ্যক' পড়ার কোনো দাম নেই। 'চাঁদের পাহাড়' বলে একটা গল্প ছিল বটে, কিন্তু সেটা আমরা একটা সিনেমা করে দিয়েছি, তোমরা বাচ্চারা দেখে নিও। যদিও পনেরো মিনিটের বেশি দেখতে পারবে না—এতো বাজে। 'স্ত্রীর পত্র' পড়ার দরকার নেই— রক্ষণশীল হিন্দুত্ববাদী ও ইসলামীরা ওসব নারীস্বাধীনতার গপ্পো পছন্দ করবেন না। তার চেয়ে খুব যদি রবীন্দ্রনাথ পায়, এমপি থ্রী কিংবা স্পটিফাই খুলে "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বোনে" শুনে নিও। (নাকি, বনে? বানান নিয়ে এতো গুফত-গূ করার কী আছে? একটা হলেই হলো।) বাংলা ভাষা সম্পর্কে আমাদের চেতনা আজকের দিনে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, এবং ওল্ড-ফ্যাশনড।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক
২০শে নভেম্বর, ২০২১

বার্ধক্যে নিঃসঙ্গতার কষ্ট

আফতাব চৌধুরী

প্রতিদিনই পত্রপত্রিকাতে নানা বিষয়ে কত কথা লিখেন বিদগ্ধজনেরা, যা পড়ে পুলকিত হই, আনন্দ পাই, আবার নানা সমস্যার কথা জেনে, পড়ে কষ্ট পাই। চলার পথে মানুষ কত রকমের সমস্যায় জর্জরিত হয় যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিপার্শ্বিক আরও কত কি! হাজার রকমের কেলেঙ্কারির ঘটনা জানতে পারি যা আমাদের চরম লজ্জা দেয়। আমি তাই অনেক চিন্তা করে সম্পূর্ণ আরেক রকমের সমস্যার কথা লেখার তাগিদ অনুভব করলাম যে সমস্যাকে একেবারেই তুচ্ছ করে দেখা যায় না। কারণ এই সমস্যা, যাকে বলা যেতে পারে বার্ধক্যজনিত সমস্যা। নীরব ঘাতকের মতো অনেক করুণ ঘটনা সমাজের আনাচে-কানাচে ঘটে যাচ্ছে। আমরা কতটুকুবা এর খবর রাখতে পারি? যেটা বাস্তব আর নগ্ন সত্য তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না বলে একাকিত্বের সমস্যাকে বেছে নিলাম।

এবার আমরা যদি চারদিকে চোখ মেলে দেখি তা হলে প্রায় প্রতিটি পরিবারভিত্তিক সমীক্ষায় উঠে আসবে তিন বা চার জন সদস্য। কোনও ক্ষেত্রে হয়তোবা দু'জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। যেহেতু বর্তমান যুগে বৃহত্তর সুখ-সুবিধা ও স্বার্থের কথাই ভাবে মানুষ, তাই যৌথভাবে থাকাটা আর হয়ে উঠে না। সবার মধ্যে থেকে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যেত এখন আর সেটা পাওয়া যায় না। তাই ছেলেমেয়েরা যখন ঘরের বাইরে যায় জীবনকে তৈরি করতে, বৃহত্তর জগতের হাতছানি তাকে এত বেশি প্রলুব্ধ করে সে আর ফিরে তাকিয়ে আবেগে গা ভাসিয়ে দেয় না তার আত্মীয়স্বজন বা জন্মভিটের দিকে। এ স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক । তবে ফলস্বরূপ যেটা খারাপ হয় সেটা হল, মা-বাবা এ ক্ষেত্রে হয়ে পড়েন একেবারেই একাকী। সুখ আর দুঃখের ভীষণ কাছাকাছি বসবাস। তাই প্রৌঢ়ত্বে পৌছে আর যেমন শৈশব ফিরে যাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি বাসা বদলের মতো জীবনেও বদল আসে। এটাকে মেনে নিতে পারলে কষ্ট হয় না। আসল কথা হল, সব কিছুতেই ভাঙন ভীষণ দ্রুতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই তো সম্পর্কের মধ্যে যখন ভাঙন ঢুকে তখন মূল্যবোধ আর তার গৌরবকে ধরে রাখতে পারে না। এই অবক্ষয়ের ফলে শেষ জীবনে অনেক বেদনাদায়ক দৃশ্য চোখে পড়ে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের বিভিন্ন স্তরে মানুষের আবেগগুলো প্রতিনিয়ত এই ভাঙাগড়ার অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপ এত বেশি পড়ে যার জন্য আমাদের মন হয়ে পড়ে দুর্বল আর বিষাদপূর্ণ। বিচিত্র রকমের অনুভূতি, উপলব্ধি ও সুখ-দুঃখকে আঁকড়ে মানুষ বাঁচে শেষ জীবনে। যৌবনে, প্রেমে, উচ্ছাসে, ভাল লাগায় আর ভালবাসায় গা ভাসিয়ে কত পুরুষ-মহিলা মহা আনন্দে দিন কাটিয়েছেন।

ভালবাসার মানুষকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়েছেন। আর বার্ধক্যে এসে বয়সের ভারে তার দৃষ্টি হয় ঝাপসা। শরীরে নানা ব্যাধির জন্য হঠাৎ দেখা অতীতের প্রেয়সীকে দেখেও চিনতে পারেন না। সেই যৌবনের অহংকারী পুরুষ আর আজ বিষন্ন একাকী ও অসহায়।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মা-বাবার দায়িত্ব অনেকে নিতে চায় না। অনেক কষ্টের সঞ্চিত ধন দিয়ে যে বাড়ী বানানো হয়, সুসজ্জিত করা হয়, শেষ বয়সে এই বাড়ী রক্ষা করা খুবই কষ্টের হয়। নানা রকমের অক্ষমতার জন্য মানুষ অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করে। নির্ভরতা ছাড়া এক পা-ও-চলা সম্ভব হয় না। কে কাকে সাহায্য করবে? সবার বাড়ীর অন্দর মহলে একই চিত্র। হৃদয়ের উষ্ণতা যদিও বা থাকে, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী দাপটে মানুষের হৃদয়ের উদার্য শিথিল হতে বাধ্য হয়। সামাজিক দর্পণে যে ভাঙন ধরেছে আর অবক্ষয়ের দরজা যেভাবে সবদিকে খোলা থাকে বা আছে তাতে এটা স্পষ্ট যে তার প্রতিফলন প্রত্যেকটা পরিবারে পড়তে বাধ্য। অবসাদের চোরাবালিতে বয়স্কদের একাকী থাকা মানেই পাগল হওয়ার উপক্রম হয়। যদি বাড়ীর গিন্নি আগে মারা যান তা হলে ভাবুন কি কষ্ট আর অসহায়বোধ করেন পুরুষেরা। শুধু কাজের মানুষের দয়ায় এদের বাঁচতে হয়।

দীর্ঘ বছর অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজে বা ব্যবসাতে কর্মরত থাকার পর মানুষ যখন অবসর নেন তখনি শুরু হয়ে যায় একটা মানসিক পরিবর্তন, রোজকার জীবনে যেন ছন্দপতন হয়। বাঁধাধরা সময়ে যাওয়ার তাগিদ নেই, প্রথম প্রথম ভালই লাগে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসতে থাকে নানা রকমের সমস্যা । এ থেকে কেউ রক্ষা পায় বলে মনে হয় না। নিঃসঙ্গতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে মানুষের মনে। তার প্রতিনিয়ত জীবনে একটা চাপা দুঃখ অবচেতন মনে এনে দেয় বিষন্নতা। গভীর অসুখ দানা বেঁধে তার বুকের ভেতর। তাই তো প্রয়োজন বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়স্বজনের। হইচই আর আনন্দের ভিতর দিন কাটানো মানুষ ভুলে যাব। এ জীবন যে সবাইকে কাটাতে হয়, তা নয়। তবে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজ চলে না। কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে দেখতে পেলাম কোন কোন দেশে পুলিশ তার দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে নিজে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে বা ফোন করে প্রবীণদের খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। উদ্দেশ্য প্রবীণরা যেন মানসিকভাবে ভেঙ্গে না পড়েন।

এবার একটু দৈনন্দিন জীবনের কথায় আসি। দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় বাড়ীর পুরুষেরা সকাল-সন্ধ্যায় বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন খুব সহজেই, অবশ্য শরীর সুস্থ থাকলে। কিন্তু অন্দরমহলের মহিলারা সহজে বেরুতে পারেন না। হাঁটুর যন্ত্রণা, কোমরে ব্যথা, স্পন্ডেলাইটিসে আক্রান্ত ইত্যাদি নানা সমস্যায় কষ্ট পান। ঘরে ঘরে এই রোগগুলো বয়স্কদের ভুগিয়ে মারছে। বাইরের জগতের প্রলোভনের হাতছানিতে সাড়া দেওয়া আর হয়ে উঠে না। সম্পূর্ণ একা বয়স্কা মহিলা যদি একাকী জীবন কাটান তা হলে ভাবুন একবার, তার মানসিক অবস্থা কেমন হবে? এই তো কয়েকদিন আগে টিভিতে দেখলাম ঢাকার কোনও এক অভিজাত অঞ্চলে বহুতল ফ্লাটে পুরুষেরা যখন বের হয়ে নিজ নিজ কাজে গেছেন তখন একদল দুষ্কৃতী বাড়ী ঢুকে বয়স্কাদের মেরে সমস্ত টাকা পয়সা গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়েছে। এসব ঘটনা ইদানীং অহরহ ঘটছে।

নিরিবিলিতে একা থাকলে বয়স্করা ভাবেন তাদের সহকর্মী বন্ধুরা, আত্মীয়স্বজনেরা অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। নিঃসীম এক অবসন্নতায় তাদের মন ভরে থাকে। কিছুদিন আগে একটি দৈনিকে দেখতে পেলাম জনৈক অফিসার আত্মহত্যা করেন মনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত একাকিত্বের চাপ ও তীব্র শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়ে। জীবনটা আমাদের হয়ে গেছে নিরাপত্তাহীন। তাই ঘটনাগুলোও হয় মর্মান্তিক। দৌড়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, কাউকে ডাকার মতো অবস্থাও নেই। এ সব দেখলে আর শুনলে একাকিত্বের মধ্যে আরও এক আতঙ্ক আর ভয়ে বুকের ভেতর এক অদ্ভুত যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। দেশজুড়ে হাজার হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছেন। এর মূলে হয়তো গভীর কোনও কারণ আছে। আমরা হয়তোবা অকালে ছেলেমেয়ের মনের নাগাল আমরা পাচ্ছি না। এদের মন, মেজাজ , রুচি সব আলাদা। আরেকটা বিষয় যা আমাকে সবসময় ভাবায় সেটা হল প্রচন্ডগতিতে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে আমরা বয়স্করা বড় বেশি পিছিয়ে আছি। স্যোশাল নেটওয়ার্ক, যেমন ফেসবুক, টুৃ্যইটার, সাইবার ক্যাফে, কম্পিউটারে দারুণ সব ঘটনা দেখাচ্ছে, চমকে যাচ্ছি আমরা। তাই তো সুযোগের আমূল পরিবর্তনে এই জেনারেশন থেকে আমরা অনেক দূরত্বে আছি। বয়স্কদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেয়ে ওদেরই বয়সের সঙ্গে থাকা অনেক আনন্দদায়ক বলে মনে করে এরা। এ দিকে , সামান্য ভাল লাগাটুকু সেই অর্থে ভাগ করে নেওয়ার কেউ নেই বয়স্কদের ক্ষেত্রে।

একাকিত্বের যন্ত্রণায় জীবনে ভালভাবে বেঁচে থাকার আগ্রহটাই ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উঠতি ছেলেমেয়েরা নিজেকে মানিয়ে নিয়ে যে যেমনভাবে পারে জীবনকে উপভোগ করে, তৈরি করে। তবুও বলতে ইচ্ছা করে, ওরা যদি একটু সময় বের করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে সময় কাটায় তাতে উভয় পক্ষেরই ভাল হয়। মনে পড়ে সেই বিখ্যাত গানটি 'মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?'

সর্বশেষে বলব, পরম কল্যাণময় আল্লাহ আমাদের যেভাবে রাখবেন, আমরা সেভাবেই থাকব। আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন, সুস্থভাবে চলার শক্তি দিন— হোক এটাই আমাদের সবার শেষ কথা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: যার কাছে বাঙালির অপরিশোধ্য ঋণ

শেখর ভট্টাচার্য

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উচ্চতা কতটুকু? উচ্চতা বলতে তাঁর শিক্ষা, প্রজ্ঞা, লেখালেখির মান, লেখালেখির বাইরে তাঁর যে অবদান সে উচ্চতার কথা বলছি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জ্ঞানের গভীরতা, প্রজ্ঞার ব্যাপ্তি, লেখালেখির দর্শন, ইতিহাস ও সভ্যতা উন্মোচন করার ক্ষমতা এত উচ্চশ্রেণীর যে তাঁকে নিয়ে ঘাটাঘাঁটি কিংবা নিরলস গবেষণা করার আগ্রহ আজকাল তেমন দেখা যায় না। এ কথাটি বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার সাহিত্য ও গবেষণা জগতে একটু খোঁজ খবর নিলেই উপলব্ধি করা যায়। তাঁর উচ্চতার কাছাকাছি যাওয়ার মতো মানুষের সংখ্যা এত কম যে তাঁকে নিয়ে আলোচনা তাই খুব কম হয়। তাঁকে দেখতে হলে, অনুধাবন করতে হলে আমাদের যে 'উচ্চতা'র যোগ্যতা প্রয়োজন, সে উচ্চতার ঘাটতি আছে আমাদের। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই সব চেয়ে কম আলোচিত থেকে যান। এই যে আমরা সবাই আমাদের ভাষা এবং এর ঐতিহ্য নিয়ে এত গর্ব করি, সে গর্বের রসদ যুগিয়ে গিয়েছিলেন যিনি তিনি

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'হাজার বছরের বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা' (প্রকাশকাল : ১৯১৬)।

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে পরিচিত এই 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' বা 'চর্যাপদ' ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে হরপ্রসাদই আবিষ্কার করেন। বাংলা সাহিত্য যে হাজার বছরের পুরোনো, তা হরপ্রসাদের এই আবিষ্কারের পথ ধরেই প্রমাণিত হয়। এরকম একজন মানুষ অন্তত রাষ্ট্র ভাষা বাংলা যে দেশের, সে দেশে অনেক বেশি আলোচিত হবেন, এটি প্রত্যাশা করা খুব বাড়াবাড়ি কিছু নয়। 'বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি' এ কথাটি কিন্তু বলে গিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বয়ং। বাঙালি তাঁকে ভুলে গিয়ে তাঁর উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছে। হরপ্রসাদ অভাবনীয়ভাবে হয়েছিলেন হরপ্রসাদ। তাঁর প্রকৃত নাম শরৎনাথ ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটির এক বিদ্যাজীবী পরিবারের সুযোগ্য উত্তরাধিকার হলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩ এবং মৃত্যু ১৭ নভেম্বর ১৯৩১ ইংরেজি সালে। হরপ্রসাদের বাবার নাম রামকমল ভট্টাচার্য, তাঁর উপাধি ছিল 'ন্যায়রত্ন'। বিদ্যাসাগরের মতে বাংলার সবচেয়ে বড় পণ্ডিতদের একজন ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাবা। হরপ্রসাদ ভাটপাড়া নৈহাটির সন্তান। ভাটপাড়া-নৈহাটির পণ্ডিত-পরম্পরা ভারতজুড়ে বিখ্যাত।

হরপ্রসাদ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁদের পরিবারে সংস্কৃত শিক্ষা ও বিবিধ শাস্ত্র-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করে কতজন যে পণ্ডিত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করায় 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন হরপ্রসাদ। কর্মজীবনের সূচনায় কোলকাতা হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ক্রমে লখনউ ক্যানিং কলেজ, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। হরপ্রসাদ একাধারে শিক্ষাবিদ, গবেষক, বহুভাষাবিদ, পুঁথি-সংগ্রাহক-বিশ্লেষক-সম্পাদক, অনুবাদক, শিলালেখ ও তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারকারী এবং ঐতিহাসিক। গবেষণা এবং পুঁথি-আবিষ্কার ও সম্পাদনা ছাড়াও তিনি উপন্যাস লিখেছেন ('কাঞ্চনমালা', ১৯১৬; ' বেনের মেয়ে', ১৯২০); কয়েকজন প্রাচীন মনীষীর জীবন ও কর্মের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন; মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন। 'গোপাল তাপনি' উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহযোগী ছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থ রচনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত লেখা থেকে পাঠোদ্ধার এবং পুঁথি আবিষ্কার ও টীকা রচনা করে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং লন্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানীত সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত ৫২টি নিবন্ধের মধ্যে ঐতিহাসিক নিবন্ধের সংখ্যা বেশি হলেও সময়তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং শাসনতন্ত্র বিষয়েও কয়েকটি আলোচনা আছে।

বাংলা ভাষার ইতিহাস উন্মোচন, ভারত বর্ষের অবগুণ্ঠিত সভ্যতাকে সমগ্র পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে যে বাঙালি ও স্বজাতিকে বিশ্ব সমাজে মহিমান্বিত করলেন তাঁকে আমরা কী করে বিস্মৃত হই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন যা আমাদের অগোচরে থেকে যায়। তাঁকে নিয়ে গবেষক, পণ্ডিতেরা কী খুব বেশি কী লেখাজোঁকা করেন? বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরা তাঁকে জানেন 'তৈল' প্রবন্ধের রচয়িতা হিসাবে। প্রবন্ধটি আমাদের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর সিলেবাসভূক্ত বলে তাঁকে জানাটা 'তৈল'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরা তাঁকে চেনেন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা হিসাবে, তাও পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিকের সিলেবাসে চর্যাপদ বিষয়ক অনেক পাঠ আছে এ কারণে। এর বাইরে তাঁকে আমরা কতটুকুইবা জানি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কী অবদান ছিল— এরকম প্রশ্ন যদি গড়পড়তা শিক্ষার্থীদের কাছে ছুঁড়ে দেয়া হয় তাহলে আমার ধারণা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আমত আমতা করে হয়ত বলবেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী! তিনি তো তৈল শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা পড়ার সময় হাসতে হাসতে গড়াগড়ি গিয়েছি। বাংলাদেশে তিনি 'তৈল' প্রবন্ধের রচয়িতা আর পশ্চিমবঙ্গে তিনি চর্যাপদের আবিষ্কর্তা। তৈল প্রবন্ধ রচনা এবং চর্যাপদ আবিষ্কারে তাঁর ভূমিকার বাইরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে খুব কম সংখ্যক মানুষ চেনেন বা জানেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের শুরুটা সাহিত্য দিয়েই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁর পথনির্দেশক অথবা গুরু। ১৯২৩ ইংরেজী সালে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সে চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও অবস্থান।

হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজেকে তুলে ধরছেন, 'বঙ্গদর্শনের সহযোগীদের' শেষ সদস্য হিসাবে। নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরে ছিল একটি সাহিত্যচক্র। তারুণ্য ও সৃষ্টিশীলতায় ভরপুর হরপ্রসাদ বঙ্গদর্শনের একজন বিমুগ্ধ লিখিয়ে। 'ভারতমহিলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে হোলকার মহারাজার ঘোষিত পুরস্কার পেয়ে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের তরুণ ছাত্র হরপ্রসাদ। গুরু বঙ্কিমচন্দ্র লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হলেন। লেখাটি বঙ্কিমের ইচ্ছাতেই ছাপা হলো বঙ্গদর্শনে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অনন্য বঙ্কিমের কাছাকাছি যাওয়া ছিল যেকোন তরুণ লেখকের জন্য বাড়তি পাওনা। বঙ্কিমের সান্নিধ্য আর 'বঙ্গদর্শন'-এ লেখা ছাপা হওয়া অনেকটা একসাথে স্বর্গপ্রাপ্তির মতো বিষয় ছিল। সে 'স্বর্গ' পেয়েছিলেন তরুণ হরপ্রসাদ। হরপ্রসাদকে বঙ্কিম স্নেহ করতেন তাঁর গভীর চিন্তাশক্তি, লেখার বিষয় ও উপস্থাপনার অনন্য গুণের জন্য। শোনা যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং প্রশংসা প্রাপ্তি—এ দুটি কারণে একের পর এক প্রবন্ধ লিখে যেতেন। লেখাগুলো ছাপা হওয়া, না-হওয়ার ব্যাপারে তাঁর ভ্রুক্ষেপ ছিল না। হরপ্রসাদের পরের উল্লেখযোগ্য কাজ গদ্যকাব্য 'বাল্মীকির জয়'। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাল্মীকির জয়'কে বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যকাব্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেলেন। এই লেখা বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিভূত করতে সমর্থ হয়। লেখাটি বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে প্রকাশ করেন। যে লেখা 'বঙ্গদর্শন'-এ বের হতো, সে লেখার সাহিত্য-সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করার নিয়ম ছিল না। হরপ্রসাদের 'বাল্মীকির জয়'র ক্ষেত্রে বঙ্কিম নিজেই নিয়মটি ভেঙ্গে ফেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাল্মীকির জয়'র দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন 'বঙ্গদর্শন'-এ। তিনি লেখাটিকে 'উজ্জ্বলতম রত্ন' বলে তাঁর সমালোচনায় উল্লেখ করেন।

এত প্রাপ্তির পরও হরপ্রসাদকে বাংলা সাহিত্য ধরে রাখতে পারেনি। তিনি স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিজেকে নিবেদিত করেন জ্ঞানচর্চার বিস্তৃত অনালোকিত, অবহেলিত জগতে। নুতন ক্ষেত্রে তিনি নিবিষ্ঠ হওয়াতে বাংলা ও বাঙালির প্রাপ্তি হলো বেশি।

> হরপ্রসাদ বাংলা ও বাঙালিকে দুহাত ভরে ইতিহাস, সভ্যতা বিষয়ে গৌরবজনক ঐতিহ্যের সংবাদ দিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস অত্যন্ত উঁচুমানের। ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রাচীন পুঁথি, শিলা লেখের পাঠোদ্ধার করে তিনি নিরলসভাবে বাঙালির গৌরবজনক অধ্যায়কে তুলে নিয়ে এসেছেন।

সাহিত্যের বিস্তীর্ণ পরিসরে তাঁর পদচারণার সমাপ্তি ঘটল ঠিকই। তবে তাঁর তাঁর মেধাবী ও শক্তিশালী দৃষ্টি ও জ্ঞান দিয়ে গড়ে উঠল ভাষা-ইতিহাস-ধর্ম-সমাজ-পুরাতত্ত্ব-প্রত্নতত্ত্বের সমাহারে ভারতবিদ্যা তথা প্রাচ্যবিদ্যার এক উর্বর পরিসর। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এই ক্ষেত্রে তাঁর সহচর ও নুতন গুরু হিসাবে দেখা গেল রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে। নুতন গুরু রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বঙ্গীয় রেনেসাঁস-এর অন্যতম প্রতিনিধি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তিরোধান বা মৃত্যু হলো ১৮৯১ সালে। ১৮৯২ সালে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব কমিটির সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও প্রকাশের মহাদায়িত্ব তাঁর কাঁধে। সে পথে বহুদূর হেঁটেছেন তিনি। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চায় প্রয়োজন সংস্কারমুক্ত বিচারশক্তি। রাজেন্দ্রলালের কাছ থেকে এ বিষয়টি শিখেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হরপ্রসাদ নিজেই পথ তৈরি করে অনেক দূর গিয়েছিলেন যা সমসাময়িককালে অন্য কোন বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ও অসাধ্য কাজ ছিল। তিব্বত ও তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে হরপ্রসাদের জ্ঞানের সমতুল্য সমসাময়িককালে খুঁজে পাওয়া যেত না। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে আসতেন শরৎচন্দ্র দাস, ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনায় স্যার যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথির জ্ঞান বাংলায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়া আর কারও যে ছিল না, এবিষয়ে কারও দ্বিধা ছিল না।

হরপ্রসাদ বাংলা ও বাঙালিকে দুহাত ভরে ইতিহাস, সভ্যতা বিষয়ে গৌরবজনক ঐতিহ্যের সংবাদ দিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস অত্যন্ত উঁচুমানের। ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রাচীন পুঁথি, শিলা লেখের পাঠোদ্ধার করে তিনি নিরলসভাবে বাঙালির গৌরবজনক অধ্যায়কে তুলে নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাদের সম্মানীত করেছেন, আমাদের কথাটির অর্থ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ত্রিশ কোটি বাঙালির কথা বলছি। তাঁর প্রতি আমরা কী আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি? বাংলা বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ মাতৃভাষা। তবে পৃথিবীতে বাঙালির দেশ আছে একটি, সে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছিল এবং রক্ত দিয়ে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাও করেছিল। ভাষা আন্দোলনের পর বাঙালি বিশ্বজুড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের গৌরবজনক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা ছড়িয়ে দিয়েছে।

এবার আমাদের পালা। নব উদ্যমে তাঁর অমূল্য রচনাকে ব্যাপকভাবে গবেষণা করে লব্ধ জ্ঞানকে নবপ্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। শাস্ত্রীকে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর জীবনী, অবদানের কথা স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে যুক্ত করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ এখন আর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ভূমি নয়। একথাটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ আরও অনেক পশ্চিমবঙ্গীয় লেখক অকপটে স্বীকার করে গেছেন। বাঙালির দেশ বাংলাদেশের তাই দায় অনেক বেশি।

আমরা সগৌরবে অষ্টপ্রহর উচ্চারণ করি বাংলা ভাষার উন্নত ঐতিহ্যের কথা। সময় হয়েছে বাংলা একাডেমিসহ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হরপ্রসাদের সাহিত্য, বাংলা ভাষার ইতিহাসসহ সকল কর্মকাণ্ডের দিকে মনোযোগী দৃষ্টি নিক্ষেপ করার। একাজটি করতে হবে তাঁর কাছে আমাদের অপরিশোধ্য যে ঋণ আছে, সে ঋণের দায় থেকে।

মিসেস আজীম চৌধুরীর ক্ষমতা বেদখল

দিনা ফেরদৌস

গল্প

স্ত্রীর শরীর ভালো না শুনেই তাড়াতাড়ি টিকেট কেটে আজীম চৌধুরীকে আমেরিকা আসতে হলো। চেয়েছিলেন এইবার দেশে গিয়ে বেশিদিন থাকবেন। আত্নীয় স্বজন সবার সাথে দেখা করে আসবেন, বিশেষ করে তার খালাতো বোনের বাসায় আরো দুইবার যাবার প্ল্যান ছিল। আমেরিকা ফিরে দেখেন অবস্থা পাল্টে গেছে। ছেলে বউয়ের সাথে ঝগড়া করে হাফিজা খাতুন বউয়ের গায়ে হাত তুলেছেন শুনে ছেলে বলেছে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। এই ছেলে কিছুদিন আগেও বউকে খুব একটা পাত্তা দিত না। বিয়ের পরেও স্প্যানিশ মেয়ের সাথে সম্পর্ক ঠিকঠাক চালিয়ে গেছে এতদিন। ফলে অনেকটা সুবিধাই হয়েছিল হাফিজা খাতুনের। ইচ্ছেমতো ছেলে বউকে দিয়ে দিনরাত ঘরের কাজ করানো যেতো। ছেলে ফিরেও তাকাতো না। ছেলের এই পরিবর্তনে হাফিজা খাতুন ভীষণ কষ্ট পেলেও আজীম চৌধুরী মোটেও কষ্ট পাননি, বরং চিন্তায় পড়ে গেছেন। কারণ ছেলে যদি সত্যিই বউ নিয়ে আলাদা হয়ে যায়, তো এই সংসার একা তার পক্ষে চালিয়ে নেয়া সম্ভব না। বেকার ভাতা দিয়ে চলেন। আর ক্যাশে কাজ করে যা পান, তা জমিয়ে দেশে গিয়ে মাস্তি করে আসেন প্রতি বছর। ছেলের কথাটা শোনার পর থেকে হাফিজা খাতুন শারীরিক-মানসিক দুইভাবেই ভেঙে পড়েছেন। ছেলের স্প্যানিশ মেয়ের সাথে সম্পর্ক আছে জেনেও ছেলেকে ইমোশনালি চাপে রেখে বিয়ে করিয়ে আনিয়েছেন গরীব ঘর থেকে কম বয়সী অনার্স ২য় বর্ষে পড়ুয়া মেয়ে। যাতে হাফিজা খাতুন ইচ্ছেমতো বউকে চালাতে পারেন। আমেরিকা আসার পর থেকে ছেলেবউ রাতে যে স্বামীর সাথে দুই কথা বলবে তার সুযোগও দেননি বেচারিকে, যেকোন কাজ দিয়ে তাকে আটকে রাখতেন। তিনি চাইতেন ছেলে থেকে বউকে দূরত্বে রাখতে, যাতে করে রোজগারি ছেলে থাকে হাতের মুঠোয়।

হাফিজা খাতুন আজীম চৌধুরীকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করলেন ডাইনী বউটা সংসারের ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাচ্ছে তার থেকে। আজীম চৌধুরী হাফিজা খাতুনকে ধমক দিয়ে বললেন, সংসারে মেয়েদের নিজের ক্ষমতা আবার কি? মেয়েরা সব সময় পুরুষদের অধীনে থাকে, পুরুষরা ক্ষমতা দিলে তারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এতদিন ছেলে মায়েরে ক্ষমতা দিয়েছে। তাই ইচ্ছেমতো ছেলেবউকে নির্যাতন করতে পেরেছেন, এখন ছেলে বউকে ক্ষমতা দিয়েছে, এখন থেকে বউ চালাবে শাশুড়িকে। হাফিজা খাতুনকে বুঝিয়ে দিলেন বউয়ের ওপর খবরদারি দেখানোর দিন শেষ। হাফিজা খাতুন কথাটা মানতে নারাজ। ছেলে রাতে ফিরতেই দেখলেন বউ ধমকের সুরে যখন বলল, সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি একসাথে খাব, এই বুঝি ঘরে ফেরার টাইম হলো? ছেলে উত্তর দেবার আগেই আগ বাড়িয়ে হাফিজা খাতুন বললেন, আমার ছেলে কি আজ নতুন দেরি করে ঘরে ফিরছে, ওর সাথে এত উচ্চস্বরে কথা বলার তুমি কে? সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বউ বলল, মা আমাদের স্বামী-স্ত্রী কথার মাঝখানে আপনি ঢুকলেন কেন? বউয়ের এই আচরণ আর ছেলের নীরব ভূমিকা দেখে হাফিজ খাতুন বুঝতে পারলেন, সংসারে লাঠি ঘুরানোর দিন তার শেষ। নীরবে চোখের পানি লুকিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

সংসারের অশান্তি আজীম চৌধুরী ভালো লাগে না। একসময় তাদের যখন কিছুই ছিল না, তখনও মনের শান্তিটা ছিল। আজ সবই আছে , শুধু মনের শান্তিটা নেই। এই আমেরিকা গ্রামের সহজ সরল হাফিজা খাতুনের চরিত্রকেও পাল্টে দিয়েছে। অহংকারী করে তুলেছে, বানিয়ে তুলেছে অত্যাচারী। হাফিজা খাতুনের সাথে কথা বললেই আজীম চৌধুরীর মাথা গরম হয়ে যায়, ঝগড়াঝাটি করে মন চায় কোথাও গিয়ে একটু শান্তি পেতে।

আমেরিকায় তার তেমন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, যার সাথে মন খুলে দুটো কথা বলা যায়। আজীম চৌধুরীর কিছুদিন থেকেই মনস্থির করেছেন, সামনের বার দেশে গিয়ে আর একটা বিয়ে করবেন, যে যাই বলুক। একটাই জীবন নিজেকে সুখী করার অধিকার তার আছে। দেশে আজীম চৌধুরীর খালাত বোনের বিধবা ননদকে সেবার তার খুব মনে ধরেছে ওদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। বিদেশে ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তো আর চিন্তা নেই। বউ গোল্লায় যাক, যে আজীম চৌধুরীর মন বোঝে না, তাকে নিয়ে তিনিও ভাববেন না আর। ছেলেমেয়ের সাথে আছেন, খাচ্ছেন আর আল্লা আল্লা করবেন এই যৌবনহীন বুইড়া বয়সে হাফিজা খাতুনের এর বেশি আর কি চাই। আজীম চৌধুরী মনে করেন, পুরুষ মানুষের পাশে সব সময়ই হাসিখুশি যৌবনা একজন নারী থাকা লাগে, যারে দেখলে চোখ জুড়ায় মন ভুলায়, দুইটা কথা বলে আরাম পাওয়া যায়। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আজীম চৌধুরী এক স্বপ্নের রাজ্যে চলে গেলেন।

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

একজন ক্রিকেটারের গল্প

মশিউর রহমান

পাড়ার চা দোকানের বেঞ্চে বসে আমরা যখন বিকেলে আড্ডা দিতাম, রাশেদ সে আড্ডায় যোগ দিত সবার শেষে। ক্রিকেটপাগল রাশেদের সমস্ত ধ্যান ছিল ওই খেলা। খেলা শেষে রাশেদ যখন আমাদের আড্ডায় আসত ততক্ষণে বিকেল পেরিয়ে প্রায় সন্ধ্যা। তখনকার জেলাশহরের পাড়া-মহল্লার সন্ধ্যা মানে ততক্ষণে এলাকা প্রায় ঝিমিয়ে আসত। চা দোকানী আমাদের তাড়া দিত দোকানের ঝাপ বন্ধ করবে বলে। আমরাও যখন উঠব উঠব করছি, রাশেদের গল্প তখন সবে জমে উঠতে শুরু করেছে। তার গল্পের বিষয় বস্তু থাকত ক্রিকেট। সেটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ঢাকার ক্লাবপর্যায়ের ক্রিকেট থেকে এলাকার ক্রিকেট পর্যন্ত। বাংলাদেশ তখনো টেস্ট ক্রিকেট খেলা শুরু করেনি। কিন্তু রাশেদের কল্যাণে ততদিনে আমরা দেশ-বিদেশের সেরা খেলোয়াড়দের নাম শিখে গেছি। দোকানের ঝাপ বন্ধ হওয়ার পরও রাশেদের গল্প চলত অন্ধকার নামা পর্যন্ত। সুদর্শন রাশেদ ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা। তার চলাফেরা আর শারীরিক গঠনে ছিল খেলোয়াড়ি ভাব। পাড়ার মাঠে খেলতে খেলতেই একসময় রাশেদ আমাদের জেলাশহরের এক ক্রিকেট ক্লাবে ঢুকে যায়। আমাদের জেলাশহরে প্রথম বিভাগের খেলা হতো। শহরের গোটাকয় ক্রিকেট ক্লাব প্রথম বিভাগে খেলত। প্রথমবার যোগ দিয়েই রাশেদ তার ক্লাবের হয়ে দারুণ খেলে। রাশেদ ছিল ওই ক্লাবের তিন নম্বর ব্যাটসম্যান। প্রথম সিজনে ব্যাটসম্যান হিসাবে সবচেয়ে বেশি রান করে। আমরা যারা একসাথে চায়ের দোকানে আড্ডা দিতাম, ছুটির দিনগুলোতে একসাথে রাশেদের খেলা দেখতে যেতাম। মফঃস্বল শহরে প্রথম সিজনে ভাল করার পর রাশেদ ঢাকার ক্লাবগুলোর নজরে আসে। বাংলাদেশ তখন এখানে-সেখানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা শুরু করেছে। বাংলাদেশের খেলা নিয়ে তখন পত্রিকায় বড় বড় আর্টিকেল। খেলোয়াড়রা কেমন খেলল তা নিয়ে বিশদ আলোচনা। রাশেদ ওই সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরত। বাংলাদেশের জাতীয় দলের খেলা তখন টিভিতে দেখানো শুরু করেছে। মাঝে-মধ্যে আমরা সবাই রাশেদের বাসায় একসাথে বসে খেলা দেখতাম। ওই সময়টাতে রাশেদ খেলার মধ্যে ডুবে থাকত। বাংলাদেশের কোন ব্যাটসম্যান আউট হলে গেলে তার আক্ষেপের শেষ থাকত না। ভাবখানা এমন যেন রাশেদই টিমে খেলছে। এর মাঝেই রাশেদ ঢাকার প্রথম বিভাগের মধ্যম সারির একদল থেকে ঢাক পায়। তার যে কি আনন্দ, বলে বোঝানো যাবে না। চা দোকানে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের আড্ডায় এ নিয়ে আলোচনা চলত। আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাশেদকে প্রশ্ন করতাম। ঢাকায় গিয়ে কোথায় থাকবে, কোন পজিশনে ব্যাট করবে,তার টিমে আরও কারা কারা থাকবে, কত টাকা পেল এসব। কিছু উত্তর তার নিজেরও জানা ছিল না। টাকার অঙ্ক শুনতে আমাদের সবার চোখ ছানাবড়া। আমরা তখন সবে কলেজ শুরু করেছি, ঢাকার ক্লাবগুলো ক্রিকেটে কত টাকা খরচ করত আমাদের ধারনা ছিল না। মফঃস্বলের ক্রিকেট ক্লাবগুলোতে টাকার ছড়াছড়ি ছিল না। এখানকার ক্রিকেট ক্লাব ছিল খেলোয়াড়দের একটা পরিচয়। তাদের মুল উপার্জন হতো এখানে সেখানে খ্যাপ খেলে।

রাশেদের প্রথম ঢাকা পাড়ি জমানোর কথা খুব মনে পরে। আমরা সবাই মিলে তাকে বাসস্ট্যান্ডে তুলে দিয়ে আসি। সবাই খুব সাহস দিলাম। খুব করে চাইলাম যেন তার স্বপ্নযাত্রা সফল হয়। চায়ের দোকানে আমাদের বিকেলের আড্ডা থেমে থাকেনি। শুধু রাশেদ থাকত না সেই আড্ডায়। পত্রিকার পাতায় রাশেদের টিমে খবর পেতাম। সেখানেও ব্যাটসম্যান হিসাবে রাশেদের পজিশন ছিল তিন নম্বরে। প্রথম বছরে রাশেদ খেলল অসাধারণ। গোটাকয় সেঞ্চুরিসহ অনেক ভাল এভারেজ। সিজনের শেষে পত্রিকার পাতায় রাশেদের ইন্টারভিউ ছাপা হলো। মাঝখানে কয়েক বার আসলেও সিজন শেষ করে লম্বা সময়ের জন্য ছুটিতে আসে রাশেদ। এক সিজন ঢাকায় খেলার পর রাশেদ তখন রীতিমতো তারকা। সেই তারকার দেখা পাওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকতাম। শেষের দিকে রাশেদ আমাদের আড্ডায় আসা কমিয়ে দিতে থাকে। তখন আসলেও তাকে বড় ক্লান্ত দেখাত। আড্ডা জমিয়ে রাখা যে রাশেদকে আমরা চিনতাম, সেই রাশেদকে পাওয়া aaaযেত না। এভাবে দেখতে দেখতে তার ঢাকার প্রথম বিভাগের দ্বিতীয় সিজন চলে আসে। অনেকটা নিরবে রাশেদ ঢাকায় পাড়ি জমায়। আমরা পত্রপত্রিকায় রাশেদের খেলা ফলো করি। মাঝে মধ্যে রাশেদ বেশ ভাল রান পেত। কিন্তু গতবছরের রাশেদকে যেন রানে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। এরমধ্যে বাংলাদেশের এক আন্তর্জাতিক সিরিজের জন্য নতুন টিম ঘোষণা করার সময় এলে আমরা খুব আশা নিয়ে থাকলাম। পত্রিকা থেকে জানতে পারলাম, প্রথম সিজনে ভাল করায় রাশেদের জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক। প্রতিদিন আশা নিয়ে পত্রিকা ফলো করতাম। এই প্রতীক্ষার মধ্যেই পত্রিকার পাতার এক খবর আমাদের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে। কোথায় আমরা রাশেদের জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার কথা শুনব। তা না সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে রাশেদ খেলার খবরে হেডলাইন হয়ে আসে। রাশেদসহ আরও একজন খেলোয়াড় তাদের ক্লাবে মাদকসেবনের জন্য ধরা পড়ে। এ খবর আমাদের জন্য ছিল এক বিস্ময় আর শকের। ছুটির দিনগুলোতে রাশেদ যখন আমাদের সাথে ছিল, তখন ওর কিছু আচরণ আমাদের কাছে একটু অস্বাভাবিক ছিল বটে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম, এটা হয়ত তার নানা রকম ব্যস্ততার কারণে। আমরা কখনো ভাবিনি এমন কিছু একটা ঘটতে পারে। খবরের ডামাডোলের মাঝখানেই রাশেদ ঢাকা থেকে ফিরে আসে। ফিরে আসার পর আমাদের একরকম উপেক্ষা করতে থাকে। আমাদের আড্ডায় আসা একেবারেই বন্ধ করে দেয়। তার সাথে বলতে গেলে আর কোন কথাই হয় না। শুধু আমাদের আড্ডা নয়, রাশেদকে আর কোথাও পাওয়া যেত না। পাড়ার ক্রিকেট খেলার মাঠে না, চায়ের দোকানে না, বন্ধুদের আড্ডাও না। কোথাও না। কখনো তার বাসায় গিয়ে হয়ত কড়া নেড়েছি। কিন্তু রাশেদকে পাওয়াই যেত না।

এরপর রাশেদের সাথে আমাদের দেখা না হওয়ায় সে আমাদের আলাপের বিষয়বস্তু থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। আর রাশেদ না থাকায় আমাদের আলাপের বিষয়বস্তু থেকে ক্রিকেটও প্রাধান্য হারাতে থাকে। এর মধ্যে বাংলাদেশ অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলতে থাকে।

> **সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে রাশেদ খেলার খবরে হেডলাইন হয়ে আসে। রাশেদসহ আরও একজন খেলোয়াড় তাদের ক্লাবে মাদকসেবনের জন্য ধরা পড়ে। এ খবর আমাদের জন্য ছিল এক বিস্ময় আর শকের।**

রাশেদের প্রসঙ্গ আসবে বলেই আমরা এনিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যেতাম। একসময় কলেজের পাঠ শেষ আমরা সবাই জেলাশহরের বাইরে চলে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। রাশেদের সাথে যোগাযোগ বলতে গেলে একদমই বন্ধ হয়ে যায়। কখনো ছুটিতে এলেও রাশেদের সাথে দেখা হতো না। একসময় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পালা শেষ হয়। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষপর্যায়ে, তখন একসময় জানতে পারি রাশেদ আবার খেলা শুরু করেছে। আমাদের শহরে যে ক্লাবে সে একসময় খেলত, সেই ক্লাবেই আবার যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমরা সবাই যেহেতু বাইরে, রাশেদের খেলার খবর ওভাবে নেয়া হয়নি। ঢাকার মাঠে রাশেদের আর আসা হয়নি। জাতীয় দলের খেলা তার স্বপ্নই থেকে গেছে। অনেকদিন পর রাশেদের সাথে দেখা হয়। আমি এক প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করি। কাজের উপলক্ষে সে শহরে গেলে হাতে একটু সময় নিয়ে একদিন সকালে দেখা করতে রাশেদের বাসায় যাই। এবার রাশেদকে বাসায় পেতে অসুবিধা হয়নি। আমাকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরে। খুব আন্তরিকভাবে বাসায় নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ বসার পর আমরা হাঁটতে হাঁটতে তার পুরোনো ক্লাবের দিকে যাই। দেখে অবাক হলাম, এক ঝাঁক ছেলেপেলে রাশেদের জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক রাশেদ বাচ্চাদের খেলার ট্রেনিং করায়। ট্রেনিংপর্ব শেষ হওয়ার পর আমরা তখন ডুবে যাই পুরোনো দিনের গল্পে। একপর্যায়ে রাশেদ শুরু করে তার নিজের কথা। ঢাকার ক্লাবে রাশেদের আরেকজন রুমমেট ছিল। তখন ড্রাগস পাওয়া কোন ব্যাপারই না। ঢাকায় যাওয়ার পরপরই রুমমেটের মাধ্যমে ড্রাগসে তার হাতেখড়ি। শুরুতে খেলায় রান পাচ্ছিল অনেক। সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই। প্রথমদিকে রাশেদের খেলায় এর কোন প্রভাব পড়েনি। এরমধ্যে জাতীয় দলে সিলেক্টারদের সাথেও তার দেখা হয়। সিলেক্টরেরা তার খেলার ওপর ভালই নজর রাখছিলেন। কিন্তু সিজনের শেষের দিকে রাশেদ বুঝতে পারে তার অবস্থা ভাল নয়। তার পারফরম্যান্স ভাল হচ্ছিল না। সিজনের শেষে হওয়ায় কেউ তেমন একটা গা করেনি। রাশেদ বুঝতে পারে সে ভাল নেই। দ্বিতীয় সিজনের শুরু থেকে তার পারফরম্যান্স ভাল হচ্ছিল না। ক্লাবে তখন তার নতুন রুমমেট। নতুন রুমমেট রাশেদের ড্রাগসের আসক্তের কথা বুঝতে পারে। সেই রুমমেট ক্লাব অথরিটিকে তার মাদকাসক্তির কথা জানিয়ে দেয়। এরপর ক্লাবের সাথে রাশেদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। তার ওপর ক্লাব নানা রকম বিধিনিষেধ দেয়। একসময় রাশেদ বাধ্য হয় ক্লাব ছাড়তে। যখন ফিরে আসে, সে তখন পুরোপুরি মাদকাসক্ত। এসময় রাশেদ কথা থামিয়ে লম্বা একটা বিরতি নেয়। এরপর সে জানায় মাদকের সাথে তার যুদ্ধের কথা। সে খুব করে চাইছিল মাদক থেকে সরে আসার। কিন্তু কীভাবে মাদকাসক্তি নিয়ে কাজ করবে এনিয়ে তার ধারণা ছিল না। আরও বছরখানেক চলে যায়। পরিবারের লোকজনের সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। আপনজনের ব্যবহার তাকে কষ্ট দিত। সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না। এরপর রাশেদ শুরু করে তার একার যুদ্ধ। নানা উপায়ে সে মাদক ছাড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু উইথড্রোল সিম্পটমের কারণে সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এরপর নিজের থেকে ধীরে ধীরে মাত্রা কমাতে থাকে। এ প্রক্রিয়াও সহজ নয়। সম্পূর্ণ আসক্তিমুক্ত হতে অনেক অধ্যাবসায় আর লম্বা সময় লাগে। লম্বা সময় ড্রাগসের সাথে থাকায় রাশেদ তার ফিটনেস হারিয়ে ফেলে। একসময় রাশেদ আবার তার পুরোনো ক্লাবে ফিরে আসে। কলেজেও ভর্তি হয়। ক্লাবে ক্রিকেট খেলা আর কলেজে পড়াশোনা দুই-ই চলতে থাকে। কিন্তু তার খেলা আগের মতো আর হয়নি। এরপরও মফঃস্বলের ক্লাব বলে কথা। খেলতে চাইলেই এখানে খেলা যায়। রাশেদও খেলে গেছে। লাভের মধ্যে ক্লাবের সাথে ভাল একটা সম্পর্ক হয়। তাদের অনুপ্রেরণাতেই এলাকার ছোট বাচ্চাদের নিয়ে ক্রিকেট ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু করে। এখন স্কুল ছুটির দিনগুলোতে অনেক সময় দিয়ে নবীন ক্রিকেটারদের খেলা শেখায়।

বিশ্বশান্তির দূত

ফরিদা ইয়াসমিন

জাতিসংঘ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে আকাশটা দেখি। সুউচ্চ ভবনেরসামনে সারা বিশ্বের পতাকা উত্তোলিত রয়েছে। বাতাসে জড়াজড়ি করে পতাকাগুলো মাথা উঁচু করে থাকে। এখানে আসলে খুব সহজেই নিজের দেশের পতাকা খুঁজে নেয়া যায়। লাল সবুজের পতাকাটি অজান্তেই কত কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই জাতিসংঘের উদার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারাবিশ্ব থেকে কতশত সহস্র সৈনিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন! আমরা তাদের কতজনেরইবা খবর রাখি!

সার্জেন্ট মীর শহীদুল আলম সেলিম সেরকম একজন ব্যক্তি; যিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন বিশ্বশান্তির জন্য। আজকে তাঁর কথাই বলব। সার্জেন্ট সেলিম পরপর দুবার সফলভাবে শান্তি মিশন সমাপ্ত করে ফিরে আসার পর ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে আবারও নির্বাচিত হন শান্তি মিশনের জন্য।

প্রথম বার উনি যান হেইতি (Haiti),মিশনের নাম ছিল আনমিহ (Unmih)। দ্বিতীয় বার নামিবিয়া (Namibia), মিশনের নাম আনটাগ (Untag) তৃতীয় বার যান কসোভো (Kosovo),মিশনের নাম আনমিক (UNMIK)। দুই দু'বার মিশন থেকে ফিরে স্বভাবতই উনি একটু ক্লান্ত ছিলেন। যেতে চাননি। কিন্তু বিধাতা থাকেন আড়ালে! কাজ করে যান নিরবে! উনি আবার তৈরি হতে থাকেন বিশ্বশান্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে।

উনার একমাত্র সন্তান অরনী তখন তিনি পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী। ঘরে মা ক্যান্সারের রোগী। তবুও তিনি যান যুদ্ধবিধ্বস্ত কসোভোর মানুষের শান্তি ফিরিয়ে আনতে। কসোভো যাওয়ার পরে খুব বেশি কথা হয় না। খুব বেশি জানা হয় না। তখন তো আর সেলফোনের এত ব্যবহার ছিল না। ল্যান্ডফোন আর চিঠিই ছিল সম্বল। আর ছিল বিবিসি,সিএনএনের আন্তর্জাতিক সংবাদ। একদিন সিএনএনের সংবাদে দেখা যায় ওনাকে। কাজ করে যাচ্ছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত কসোভোর জন্য। এর মধ্যেই বাসার ল্যান্ডফোন খারাপ হয়ে যায়। অপেক্ষা শুধু চিঠির।

এরই মাঝে আসে খুশীর খবর। উনার ছোট ভাই এর ঘর উজ্জ্বল করে এক ছেলে সন্তানের জন্ম হয়েছে। পরিবারের প্রথম ছেলে। সার্জেন্ট

সেলিমও ছিলেন পরিবারের বড় ছেলে। এক প্রজন্মের বড় ছেলের অনুপস্থিতিতেই চলে নতুন প্রজন্মের বড় ছেলেকে বরণ করার তোড়জোড়। ঘরে সুগন্ধি চালের মৌ মৌ সুগন্ধ! কোরমা-পোলাও, রোস্ট-রেজালা, ফিরনি-পায়েস— কত কিছুর আয়োজন! ঘরে যে আসবে বড় ছেলে! বরণ করবে তাকে সাদরে!

কিন্তু বিধাতা থাকেন আড়ালে! কাজ করে যান গোপনে! আয়োজনের সব সুগন্ধ ছাড়িয়ে সেখানে শুধুই হাহাকার জেগে উঠে। সিএনএনের সংবাদে দেখায় জাতিসংঘের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। নিহত হয়েছেন শান্তি মিশনের সব ক'জন সদস্য। ওনার ছোটভাই সেই সময়ে ছিলেন পুলিশের এসপি। মীর রেজাউল আলম। উনি ছুটে যান পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। বের করতে থাকেন সব ই-মেইল। চোখে পড়ে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত কঠিন সত্যের ই-মেইলটি; যেখানে লেখা ছিল, ‘সার্জেন্ট মীর শহীদুল আলম কসোভোতে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন!’

পায়ের নিচের মাটি সরে যায়! বুকটা ওলটপালট হয়ে যায়! রঙিন পৃথিবীর সব রঙ ঝাপসা হয়ে আসে চোখে! তবুও শক্ত হয়ে থাকেন উনি। সামনে যে অনেক কাজ! বড় ভাইকে যে খুঁজে আনতে হবে! ফিরিয়ে দিতে হবে প্রিয়তম স্ত্রী, সন্তান আর বাবা-মা'র কাছে!

পরদিন জাতীয় দৈনিক আর প্রচার মাধ্যমগুলো সয়লাব হয়ে যায় বাংলাদেশেরএই কৃতি সন্তানের আত্মদানের স্তুতিতে। মা ছবি দেখেন সংবাদ পড়েন আর আকুল হয়ে কাঁদেন ‘ফিরে আয় বাবা ফিরে আয়, আমার বুকে ফিরে আয়!’

বাবা কাঁদেন অসহায় কণ্ঠে, শোকে পাথর স্ত্রী বিছানায় পরে থাকে! অবুঝ সন্তানের শুধুই দিশেহারা চাহনি। বোঝেনি সে কি হয়ে গেল ওর জীবনে! ভাই বোনেরা ছুটোছুটি করতে থাকে তাদের বড় ভাইকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে। হোক না সে পোড়া কয়লা, হোক না সে এক পিণ্ড মাংস, তবুও চাই আমাদের রক্তের বাঁধনের শেষ স্মৃতিটুকু জড়িয়ে ধরে রাখতে।

অনুগল্প

নিউইয়র্কে এখনও চলছে ‘ফল’-এর পাতাঝরা দিন। বনে-বাদারে এখনও শোনা যায় পাতার মর্মর; বিদায়ের করুণ বিলাপ; ঝুরঝুর ঝুরঝুর পাতাদের খসে পড়ার শব্দ। অনেক গাছ ইতোমধ্যেই শূন্যতার হাহাকার বুকে নিয়ে পত্রহীন, মুণ্ডিতমস্তক, নিরাভরণ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে প্রবল প্রতাপশালী উইন্টার আসছে ধেয়ে। হেমন্তের মন আনচান করা লাল, হলুদ, খয়েরি, কমলার গৈরিক রূপ বদলে ফেলে অচিরেই বনদেবীকে ধারণ করতে হবে শুভ্রসাদা বৈধব্যের রূপ। আমাদের অনুগল্প পাতাটিও ঋতুর পালাবদলের সাথে পালা করে রঙ বদলায়। প্রতিবারই সেজে ওঠে নতুন রঙে, নতুন ঢঙে। আশা করি আমাদের গল্পকারদের এই পর্বের গল্পগুলোও পাঠকদের মন মাতাবে —শেলী জামান খান

পরিত্যক্ত

শেলী জামান খান

মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মায়ের একমাত্র সন্তানটি প্রথমে দিশাহারা হয়ে গেল। নিখোঁজ বাবার সন্ধান করতে করতেই বছর চলে গেল। এখনও তার কোন কূল-কিনারা হলো না। এরই মাঝে মা'ও চলে গেলেন। ছেলেটি মানসিকভাবে একরকম ভেঙ্গেই পড়ল। কিন্তু ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। ম্যানহাটন ফিউনারেল হোম থেকে শুরু করে ব্রুকলিন গ্রেভিয়ার্ড— সর্বত্রই ছেলেটিকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমস্ত দায়িত্বপালন করতে হলো। এখন নিজের কাজের জায়গায় ফিরে যাবার পালা। ফিরে যাবার আগে সে বাবা-মায়ের পরিত্যক্ত বাড়িতে এসে স্থির হয়ে বসল। বাড়ির আনাচে-কানাচে, সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে কত শত স্মৃতি। তার নিজের শৈশব, কৈশোর আর সদ্য তারুণ্যের কত ছবি, খেলনা, স্যুভেনিয়র। বাবা-মায়ের যৌবন এবং যৌবনোত্তর জীবনের ছবি এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র। এখন মানুষ দু'জনের কেউই নেই। ছেলেটির চোখ জলে ভরে উঠল। শুনশান শূন্য বাড়ির চারিদিকে তাকিয়ে তার হৃদয় হাহাকার করে উঠল। এই প্রথম যেন হাউমাউ করে কান্নার খানিকটা ফুরসত পেল সে।

পরম মমতায় ঘরের সব জিনিসপত্রের ওপর কিছুক্ষণ দৃষ্টি বুলাতে বুলাতে তার নজর গেল ডিপ ফ্রিজার এবং রেগুলার ফ্রিজটির দিকে। সে ঠিক করল ফিরে যাবার আগে প্যানট্রি এবং ফ্রিজ দুটো সে ক্লিন করে রেখে যাবে। যাতে পরিত্যক্ত খাবারগুলো টক্সিন হয়ে দূর্গন্ধ ছড়াবার সুযোগ না পায়।

সদ্য মৃত মায়ের পরিত্যক্ত ডিপফ্রিজারটি ক্লিন করতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল ছেলেটি। ফ্রিজারের ভেতর থেকে বের করা বড়সড় একটি প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে এলো বছরখানেক আগে নিঁখোজ হওয়া তারই বাবার হিমায়িত মরদেহটি।

কোটা বৈষম্য

আবদুস শহীদ

বাবার মুখে আমার আর রাজিবের ছোটবেলার গল্প শুনতাম। শিশু বয়সে আমাদের স্কুলে ভর্তির ঘটনা। রাজিব ছিল আমাদের মধ্যে একজন মেধাবী ছাত্র। বয়সে আমার একদম সমান। কিন্তু পড়ায় আমার এক বছরের সিনিয়র। একদিন বাবারা দু'জনকে নিয়ে গেলেন স্কুলে ভর্তি করাতে। হেড স্যার রাজিবের বিদ্যা-বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে বললেন, তুই তো ভাল ছাত্র। তুই সোজা ক্লাস টু তে ভর্তি হবি।

আর আমাকে করলা খাওয়া তেতো মুখে হেড স্যার বললেন, আমার স্কুলে ক্লাস ওয়ানের নিচে যদি কোন ক্লাস থাকত তবে তোর জায়গা হতো সেখানে। যাক, ভর্তি হলাম স্কুলে। পড়াশোনা আর ক্লাস করলে কিহবে। প্রতি বছর অন্তর বিশেষ বিবেচনায় ওপরের ক্লাসে উঠিয়ে দিতে হেড স্যার বিশেষ আপত্তি করতেন। তাঁর এক কথা, এই গাধাটাকে গাধা বললেও আসল গাধারা লজ্জা পাবে।

শেষমেশ যখন বিশেষ বিবেচনায় পরের ক্লাসে তুলে দিতেন এবং বলতেন, এবারও তোকে তুইল্লা দিলাম। পড়ার পেছনে আটার মতো লাইগ্যা থাকবি বুঝলি? এদিকে রাজিব ফার্স্ট হয়ে উপরের ক্লাসে উঠল। এভাবে রাজিব আমার এক বছরের সিনিয়র হয়ে যায়। সে যখন ক্লাস টেনে, আমি তখন ক্লাস নাইনে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ লেগে যায়। পাকিস্তানী আর্মিরা বেবিচারে মানুষ হত্যা করছে। রাজিব একদিন আমাকে বলে, চল্ যুদ্ধে যাই।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, কি বলছিস রাজিব! পাকিস্তানী আর্মিদের সাথে তুই কি পেরে উঠবি?

আমাকে ভীতুর ডিম বলে চলে যায় সে। পরদিন অনেক খুঁজেও রাজিবকে পাওয়া যায়নি। রাজিব মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। তারপর মাঝেমধ্যে শুনতাম রাজিবের বীরত্বের কথা। গেরিলাযোদ্ধা দলবল নিয়ে পাকিস্তানী আর্মির ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে গায়েব হয়ে যায়। লোকের মুখে সে তখন মিথ। যুদ্ধের পরে রাজিব ফিরে আসল নতুন সূর্যোদয় হয়ে। আর আমি ভীতুর ডিম হয়ে মাথা হেঁট করে চলতাম।

যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে এসে রাজিব গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটে। কিন্তু এখন যেন সে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করে। এখন শুধু আফসোস করে বলে, যুদ্ধ করেছিলাম বৈষম্য দুর করতে। কিন্তু এখন দেখছি অনেকেই ভূয়া মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পরিচয়ে কোটাবৈষম্যের ভাগিদার হচ্ছে।

পতনমুখী জ্যোৎস্না

সৈয়দ নূরুল আলম

মেয়েটির নাম রানী। দেখতে যুক্তরাজ্যের রানীর মতন। গায়ের রঙ পদ্মার ইলিশের মতো চকচকে। পাকা মরিচের মতো ঠোঁট। আপেলের মতো মুখ। সুন্দর চেহারা হলে যা হয়! গর্ব একটু বেশি। তবে সেটা কাউকে বুঝতে দেয় না। মনে মনে রাখে। কিন্তু যখন ফেসবুকের সামনে বসে তখন আর লুকায়ে রাখতে পারে না। এত্ত এত্ত লাইক, কমেন্ট দেখে সাড়া মুখে আলো ছড়ায়। সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পড়ে, আর মৃদু মৃদু হাসে।

রানী এক সময় কবিতা লিখত। ফেসবুকে পোস্ট দিত। পোস্টে লাইক-কমেন্টের সংখ্যা দেখে রানি বুঝতে পারে, কবিতা কেউ পড়ে না। হাতেগোনা দু'একজন না পড়েই কমেন্ট করে, সুন্দর। চমৎকার। বেশ। এতকম লাইক-কমেন্ট দেখে ওর মন খারাপ হয়। রানী কবিতা লেখা ছেড়ে এখন নিজের ছবি পোস্ট দেয়, নানা ভঙ্গিমায়, নানা ছন্দে। এতে ভক্তরা, সৌন্দর্য্যপিপাসুরা আইলার মতো ধেয়ে আসে, মুহূর্তের মধ্যে শত শত লাইক, হাজার হাজার কমেন্ট। বেশিরভাগই পজেটিভ কমেন্ট। নেগেটিভ যে থাকে না, তা না। তবে সংখ্যায় খুব কম। ওসব রানী গায়ে মাখে না। হাজার হাজার ধানের মধ্যে দু'একটা চিটা তো থাকবেই।

‘খুব সুন্দর। নান্দনিক দেখাচ্ছে তোমাকে।’, ‘তুমি খুব রোমান্টিক, তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।’, ‘তুমি কী মাখো মুখে, এত সুন্দর! প্লিজ বল না?’—রানী এসব কমেন্ট পড়ে, আর হাসে। মনে মনে গর্ববোধ করে। রানী দু'দিনের জন্য গ্রামে বেড়াতে যায়। গ্রামে নেটওয়ার্ক নেই। এ দু'দিন মোবাইল অচল।

দু'দিন পর গ্রাম থেকে ফিরে নিজেকে সাজিয়ে, সেলফি তোলে। তারপর ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। নতুন লুকে নিশ্চয় হাজার হাজার কমেন্ট পড়বে, লাইক পড়বে।—এই ভাবনায় রাতে রানীর বেশ ভাল ঘুম হয়। ঘুম থেকে উঠেই মোবাইলের সুইচ অন করে ফেসবুকে ঢোকে। দেখে চার-পাঁচটা লাইক আর গোটাদুই কমেন্ট পড়েছে। রানী খুব অবাক হয়! ঠিক দেখছে তো! পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠে, মন খারাপ করছ কেন? তুমি তো নারী। নারীদের শরীরের জ্যোৎস্না হঠাৎ করে আসে। আবার হঠাৎ করে চলে যায়। আর দু'দিন তো অনেক সময়। তোমার শরীরের দাম এখন ডিএসই'র শেয়ারের মতো পতনমুখি।

ইথুস্কার তেলাপোকা যান

মাহফুজা আরা পলক

ইথুস্কা খুব বেশি ছটফট করছে। এত ছটফট কেন করছে এরিশ তা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। গত তিন বছর যাবৎ এরিশ ইথুস্কাকে নিয়ে কাজ করছে। ইথুস্কার উচ্চতা দেড় ইঞ্চি। এর চাইতে ছোট করলে কিছু পার্টস বাদ দিতে হতো। তখন তার লক্ষ্য পূরণে ব্যাঘাত ঘটত। আজ তেলাপোকার মতো একটা স্বয়ংক্রিয় যানে ইথুস্কা মহাকাশে পাড়ি দেবে। কিন্তু ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের এই যানকে ইথুস্কা কিছুতেই পছন্দ করছে না। যানটা হার্টের মতো একটা সবুজ বাতি জ্বেলে তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

ইথুস্কা খুব ক্ষীণ সূক্ষ্ণ একটা আওয়াজ তুলে এরিশের টেবিলে রাগান্বিত হয়ে ছুটোছুটি করছে। শেষ মূহূর্তে ইথুস্কার এই আচরণে এরিশ ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত। এরিশের বন্ধু মিস্মা আর আর্চ এসে ঘরে ঢুকল। স্কুলের ল্যাবে কাজ করতে গিয়ে ইথুস্কার আইডিয়াটা এরিশের মাথায় আসে। রাকিব স্যারকে বলাতে তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন সাইন্স ফিকশন বেশি পড় বুঝি?

মিস্মা আর আর্চকে নিয়ে এরিশ মর্মাহত হয়ে স্যারের রুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এরপর দিনরাত এক করে ইথুস্কা এবং তেলাপোকা যানটি এরিশ তৈরি করেছে। এরা আজ মহাকাশে পাড়ি দেবে। এর পর এদের সাথে তথ্য আদানপ্রদান ছাড়া এরিশের আর কোনদিন দেখা হবে না।

এরিশ ইথুস্কাকে আবারও পর্যবেক্ষণ করে তেলাপোকা যানটির সামনের শুঁড় দুটি পিঠের ওপর সেট করল। দেখল কাজ একইরকম হচ্ছে। এবার ইথুস্কা অনিচ্ছায় নম্রভাবে গিয়ে যানটিতে চড়ে বসল। ইথুস্কার বুদ্ধি এবং যানটি নিয়ে এরিশ আশাবাদী। এরিশ একজন স্পেশাল চাইল্ড। তার চলাফেরায় অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। তার মা একজন কুমারী মাতা। তিনি একটা এনজিওতে চাকরি করেন।

এরিশ ধীরে ধীরে তার বন্ধুদের নিয়ে তাদের ছাদে উঠল। ইথুস্কা শেষবারের মতো তাদের বিদায় জানাল। এরপর মহাশূন্যে অজানা তথ্যের উদ্দেশে তেলাপোকা যানে করে পাড়ি দিল ইথুস্কা। এরিশের বুকের ভেতর শূন্য শূন্য লাগছে।

ভোরবেলা এরিশের বিছানার পাশে উজ্জ্বল বেগুনি রঙের ছোট একটা পাথরখণ্ড পড়ে থাকতে দেখে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুঁজে পেয়ে চোখে পরল। ও এসেছিল! চালু থাকা ল্যাপটপে গ্রীন সিগন্যাল দেখাচ্ছে। ইথুস্কা কাজ শুরু করে দিয়েছে।

বর

লুনা রাহনুমা

সুলেখা হাত তুলে মোনাজাত ধরে বলল, ‘হে প্রভু তুমি আমাকে কিছু বন্ধু দাও। একাকী এই নিঃসঙ্গ জীবন আর সহ্য হয় না।’ মহান প্রভু সুলেখার মোনাজাত কবুল করলেন। মনের মতো গোটা পাঁচেক বন্ধু জুটে গেল সুলেখার জীবনে আশীর্বাদের মতো। এখন সকালে নাস্তার পর্ব শেষ করে টেলিফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করার মানুষ হয়েছে। দুপুরে ভাল-মন্দ রান্না করে ডাক দিলে পাশে বসে খাবার মতো বন্ধু হয়েছে। বিষণ্ণ বিকেলে পার্কে হাঁটতে গেলে হৈ হৈ করে ছুটে আসে বান্ধবীরা একত্রে। সীমাহীন আনন্দ সুলেখার মনে।

কিন্তু এই আনন্দ বেশি দিন রইল না। চঞ্চলমতি সুলেখার প্রার্থনায় খুশি হয়ে মহান প্রভু ওর ইচ্ছেমাফিক বর দিয়েছেন সেদিন। কিন্তু ঘটনাক্রমে, প্রার্থনার সেই দিন ছিল শনিবার। শনিবার একটির সাথে আরেকটি ফ্রি। বরদাতা তাই নিজের পছন্দ মতো সুলেখাকে এমন আরেকটি জিনিস উপহার দিলেন যেটি ওর আগে ছিল না। তাহলো— বুদ্ধি।

এই বুদ্ধির কারণে সুলেখা কিছুদিনের ভেতর চারপাশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মনের কথা পড়ে ফেলতে লাগল সহজেই। তাদের চোখ টিপে হাসির অর্থ বুঝতেও কষ্ট হয় না আর। বোকা সুলেখা চালাক হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সুলেখার নতুন বন্ধুরা বেশি সুবিধা করতে না পেরে সবাই দুধের মাছির নিদর্শন হয়ে উড়ে চলে গেল দূরে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সব অল্প কদিনেই।

সব্বাইকে তাড়িয়ে দিয়ে সুলেখা আবার মোনাজাত ধরে, ‘হে প্রভু, এবার তুমি আমারে একলা থাকার উপায় শিখিয়ে দাও। আমি যেন নিজেকে নিয়েই সুখী হতে পারি।’ দয়ার সাগর মহান প্রভু সুলেখার কথা শুনলেন। আগাছাভর্তি একটা অসমতল বাগান উপহার দিলেন সুলেখাকে। এখন সুলেখা সারাদিন মাটি কেটে বাগান সমান করে, আগাছা পরিষ্কার করে, মাটি কুপিয়ে সার দেয় সেখানে, বীজ ফেলে, ফসল ফলায় আর ফুল ফোটায়। তাতে সুলেখার শরীর ভাল হলো। মন ভাল হলো তারচেয়েও বেশি। নিজের গাছের নিষ্পাপ ফুল আর পুরুষ্ট ফলের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসে সুলেখা। এই হাসি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

এয়ারবিএনবি

রোমেনা লেইস

মাঝরাতে এনির ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ওর কপালে তরল কী যেন পড়ল, ঘুমের ঘোরে ভাবল বৃষ্টির ফোটা। পাশের বিছানায় তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল ম্যাক কই? ম্যাকডোনাল্ড মরিস একজন অপথ্যালমোলজিস্ট। আর এনি পার্কার হলো তার অফিসের সেক্রেটারি। এনি জয়েন করেছে দুই সপ্তাহ হলো। এর ভেতর ওর প্রতি দুর্বলতাটি চেপে না রেখে বলে দিয়েছে ম্যাক। খুব পছন্দ করে ওকে । আজ প্রথম ডেটিং। রাতে ডিনারের পর ডেজার্টে আইসক্রিম খেয়ে এসে ভদকা নিয়ে বসেছিল ম্যাক। বরফকুচি মিশিয়ে সিপ নিতে নিতে ব্যালকনিতে বসেছিল। আকাশের এককোণে বিজলি চমকাচ্ছে। এনি খুব ভয় পায় বিজলির চমকানো। বাতাস উঠল জোরে। এনি রুমের ভেতরে চলে যায়। ম্যাক বড় বড় ফোটায় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে তখন ঘরে আসে। ডাবল কুইন বেডের রুম। বিছানায় শুয়ে কোন রকমে গুডনাইট কিস দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। এনি লাইট না জ্বেলে মোবাইলের টর্চ দিয়ে দেখে বাথরুমে চলে গেল। বাথরুমে গিয়ে দেখে রক্ত। রুমে এসে লাইট জ্বেলে দেখে উপরের ছাদ থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত ওর সাদা বিছানায় পড়ছে। এবার ও চিৎকার শুরু করল— ‘ম্যাক ম্যাক’। ম্যাক উঠে ওর বিস্ফারিত চোখের দিকে দেখে ছাদে তাকায়। তারপর ও এসে ওকে জড়িয়ে ধরে। মুখে বলে ‘কাম ডাউন হানি।’ থরথর করে কাঁপছে এনি। ম্যাক নাইন ডাবল ওয়ানে কল করে। পুলিস এলো। ওদের উপরের রুমে চেক করল। সেখানে এক মাঝবয়সী হ্যাপি কাপল মিসর থেকে ঘুরতে এসে উঠেছে চারদিনের জন্য। আজ সকাল ১১টায় তারা চেক আউট করবে। তাহলে?

চারদিন পর খবরের কাগজে চোখ আটকে গেল এনির। ‘মিসরীয় রক্তচোষা দম্পতি ফ্লোরিডায় আটক।’

যে লজ্জারা আমরণ গোপন থেকে যায়

সুধাংশু চক্রবর্তী

লজ্জা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সভায়। উপস্থিত বক্তারা পেশ করলেন নিজেদের বক্তব্য। একে একে নিপীড়িতদের লজ্জা, পারিবারিক লজ্জা, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক লজ্জার কথা বললেন বক্তার। ‘লজ্জা’ নিয়ে সবচেয়ে বেশি বক্তব্য রাখলেন স্বয়ং সভাপতি। শ্রোতারা স্তব্ধ হয়ে শুনছেন সকলের বক্তব্য। সেসব কাহিনী শুনে অনেকের চোখেই জল, অনেকের চোখে আগুন। অনেকেই দীপ্তকণ্ঠে সোচ্চার হয়েছেন প্রতিটি বক্তব্যের পর। সহসা এক প্রবীণ শ্রোতা কড়া ধমক দিয়ে উপস্থিত সবাইকেই চুপ করিয়ে দিয়ে, বললেন, আপনারা কেউ কি নিজের লজ্জার কথা শোনালেন? কেন শোনালেন না?

সভাপতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বললেন,‘কোন কথাটি এখনও বলা হয়নি বলে মনে হলো আপনার? তাহলে আমরা আপনার বক্তব্য শুনি?’

সভাপতির সঙ্গে গলা মেলালেন সভায় উপস্থিত বক্তারাও। প্রবীণ শ্রোতা ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, ‘আমরা অনেকেই উঠতি বয়সে বাজারের টাকা হাতিয়ে সেই টাকায় বিড়ি-সিগারেট ফুঁকেছি, সিঙাড়া-চপ খেয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে। সিনেমাও দেখেছি। অনেকেই মনে মনে রমণ করেছি সুন্দরী মেয়ে কিংবা সহপাঠিনীদের সঙ্গে, লুকিয়ে-চুরিয়ে কারও ইচ্ছায় অথবা বলপূর্বক গায়েও হাত দিয়েছি হোলির দিনগুলোয় কিংবা বিবিধ সামাজিক উৎসবে। অনেক মহিলাই মনে মনে চেয়েছেন তার পছন্দের পুরুষ যেন ইচ্ছেমতো রমণ করুক তাকে।

সভায় উপস্থিত সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন প্রবীণ শ্রোতার কথায়। তিনি একটু থেমে দম নিয়ে সবার মুখে আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আরও বললেন, এই রমণের ব্যাপারটা পুরুষ এবং মহিলা নির্বিশেষে অনেককেই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। সেই কারণে যুবাবয়সে হয়ত আজও অনেকের জীবনেই বেশ কিছু রাত নির্ঘুম কেটেছে এবং আজো কাটছে,তাই নয় কি? এসব লজ্জার কথা তো কেউ বলছি না? সব কথা লুকিয়ে রেখেছি যে যার নিজের বুকের চোরা কুঠুরিতে। কেন বলছি না?

ধীরে ধীরে অনেকেই সভাকক্ষ ত্যাগ করতে শুরু করেছেন। যাবার আগে দু-চারজন চড়চাপড়ও বসিয়ে দিয়ে গেলেন প্রবীণ মানুষটির গালে। কেউ কেউ মানুষটির গায়ে থুতু ছিটোতেও ভুললেন না। সেসব দেখে হাসির রোল উঠল তাদের মাঝে, যারা এখনো ছেড়ে যাননি এই সভাগৃহ। প্রবীণ মানুষটি মুখে চওড়া হাসি মেলে ধরে জয় করতে থাকলেন সমস্ত লজ্জা।

সাহিত্যের কথা বলতে গেলে এক অদ্ভুত জগত খুলে যায় চোখের সমুখে। যে জগতে নতুন করে পরিচয় হয় জীবনের সাথে। গল্প কবিতাসহ সকল লেখা বলতে শুরু করে মানুষের ভেতরে থাকা আরেক মানুষের কথা। মানুষ নিজেকে অন্য এক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শুরু করে। প্রথম আলোর সাহিত্য পাতার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি সেই লেখাগুলোকে আপনাদের সমুখে তুলে ধরতে। যাতে লেখকের সাথে সাথে পাঠকের দৃষ্টির সমুখেও অন্য একটা জগত খুলে যায়। পাঠকও নিজেকে নতুন করে চেনার প্রয়াস পায়। সে প্রয়াস সফল করতে আপনাদের শুভকামনা যেমন প্রত্যাশা করছি, তেমনি প্রত্যাশা করছি লেখক-কবিদের কাছ থেকে আরো বেশি সাড়া। এখন পর্যন্ত যা পেয়েছি সেটুকুও আমাদের জন্য আশাতীত। তবু মানুষের ভালোর প্রত্যাশা শেষ হবার নয়। এমন প্রত্যাশা থেকেই আরো বেশি সাড়া ও ভালোবাসা চাই আপনাদের কাছ থেকে। সবার জন্য শুভেচ্ছা, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে থাকবেন। **এইচ বি রীতা**

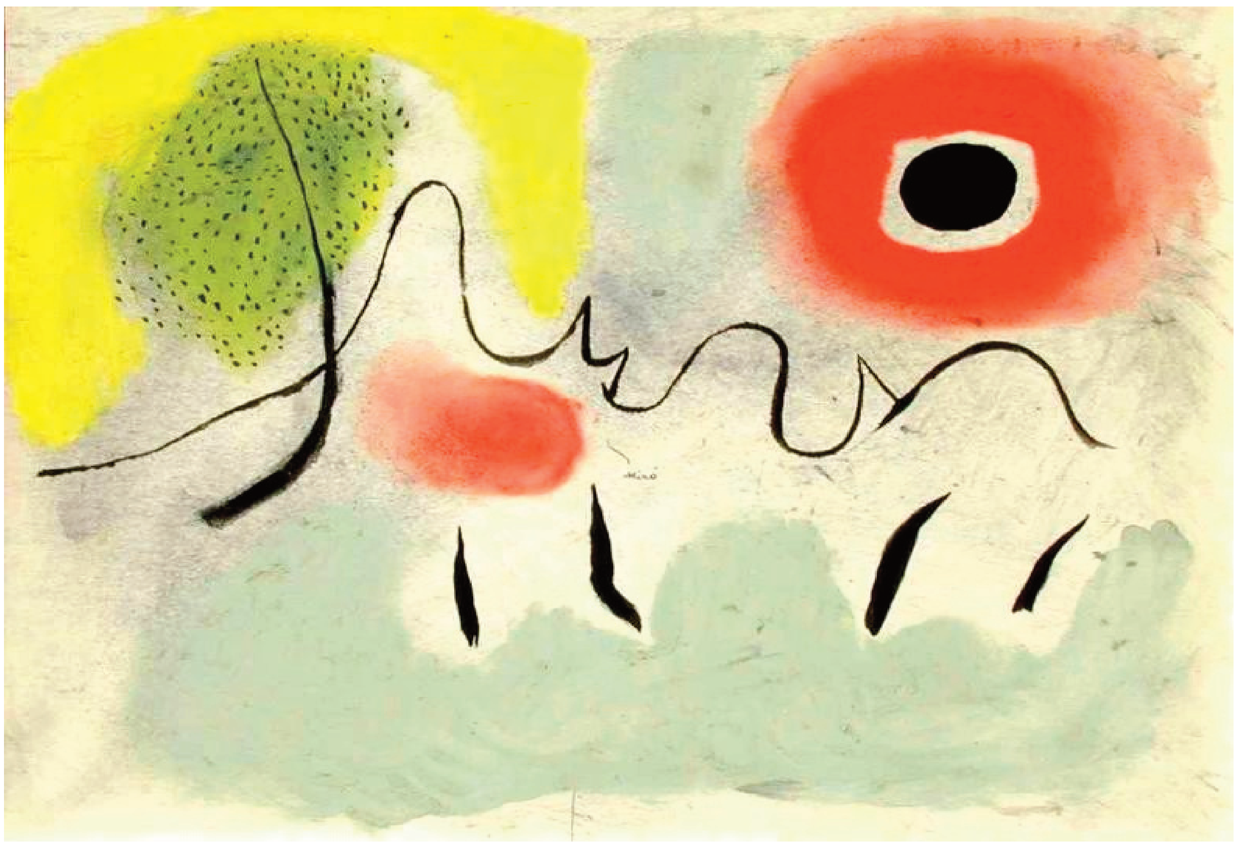

প্রেম হয়ে এসো

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

এই যে দেখছো আমায় মানুষের ভীড়ে,
আমি নই আরো কেউ আমারই মত
কত শব্দ, প্রশ্ন আর বিস্ময় নিয়ে
হেঁটে চলে কিছু উত্তর; কিছু আজও অজ্ঞাত।

এই যে আমার থেকে ব্যবধান নিয়ে
অবলীলায় হেঁটে চলো অন্ধকার ধরে,
কত বৃষ্টি পার হয়ে আজ তো হেমন্ত ;
নির্জন ক্ষেতের গালে শিশির তো ঝরে।

এই যে গাছেরা সব চুপিচুপি বলে,
নদী, সাগর, আকাশ এরাও শুধোয়
আমার বয়স, সে তো আমি জানি নাকো,
কত উত্তর মাছের মত মরেছে ধুলোয়।

এখনো কি কুয়াশা দেখো এপারে ওপারে!
অনেক বছর ধরে খুঁজিতেছি আলো;
যদি হেঁটে আসে প্রেম কোন সূর্য হয়ে,
সাঁঝের প্রদীপ না হয় মাঝ রাতে জ্বেলো!

এই দেখো, এইখানে; পুঁতেছি প্রেমের বীজ,
রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে এই এক কোণে,
ফুল হবে, ফল হবে, ঝরে যাবে, মরে যাবে,
রয়ে যাবে নূপুর-ধ্বনি অস্থির অরণ্যে!

গৃহস্থ জীবন

কাকন রেজা

তৎসম শব্দে বলিনি কিছু বা দুর্বোধ্য কবিতায়
খুব সাদাসিধা লিখা, মানুষের সাধারণ ভাষায়
যা বুঝতে বা পড়তে যাবে সারাটা জীবন;
শব্দহীন নই, ব্রেইলে লিখে অন্ধগণ।

এমনও লিখিনি, শিখিনি সে কবিতার ভাষা
অসম্ভব সর্বনাশা;
সর্বনাশ চাইনি কারো, চেয়েছি যে সর্বক্ষণ
ভবঘুরে তবু গৃহস্থ জীবন।

তোমারও না হয় তাই হোক
গৃহস্থ থাকো, গহীনে থাকুক বোহেমিয়ান শোক।

স্রোত

অদিতি

এখনও যেন নিথর হয়ে পড়ে আছে
প্যালিওজোয়িক যুগের ব্যথা
পৃথিবীর এক কোনে।
ধূমায়িত হতে হতে যেভাবে ধূপ
স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয় ইন্দ্রিয়ে,
সেভাবেই সে ব্যথা যেন বরফের উপশম
হয়ে তিরতির করে বয়ে যায় লাভাস্রোতের উৎস ধরে।

কাঁপা ঠোঁটে ভিড় করা সাহসী কথারা
ভেঙে দিতে চায় বহুবর্ষজীবী গাছেদের অহঙ্কার;
থরথরে নিঃশ্বাস ভ্রাম্যমাণ উপজাতির মাদলে
রেখে যায় ঐতিহ্যের নিদর্শন।
রণডঙ্কার মতো বেজে ওঠে সে মাদল;
চিৎকার করে ওঠে ইতিহাস...
ফাটল ধরে যুগ থেকে যুগান্তরের প্রাচীরে।

তুমি কি বরফ যুগ?
নাকি তারস্বরে উচ্চারিত কোনো ইতিহাস?

তুমি তো তাদেরই মতো...
যেন জেগে থাকা কোনো ব্যথার সঞ্জীবনী;
আগুনের গা ছুঁয়ে বয়ে যাওয়া নিরন্তর স্রোত।

চক্র

আসাদুজ্জামান শাওন

পিচঢালা কালো পথেই থেমে যায়
শতবর্ষীয় পুরানো আদিম মহান পদাঙ্ক
রক্তিম চোখ, ল্যাম্পপোস্টের ঝিম ধরা কোমল আলোর দর্শন,
সিগারেটের মহিমান্বিত ধোঁয়া;
ভয়ানক বর্ষা, নিরর্থক পথভ্রমণ —অভিশপ্ত জ্যোৎস্নার আলোয়।
জীবনানন্দের মতন উন্মাদ পৌরাণিক পথভ্রমণ!
ওয়াল্ট হুইটম্যান; ওয়ার্ডসওয়ার্থ; রবার্ট ফ্রস্ট; জন কিটস্—
এ'রা প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ এবং প্রদক্ষিণ করেছিলেন বিষণ্ন দীর্ঘ পথ,
অতঃপর হারিয়ে গিয়েছিলেন—
গোধূলির পর বিশ্বাসঘাতক সূর্যাস্তের মতন।
একদিন আপনিও!
আমিও —প্রত্যেককেই এবং আগামী প্রজন্মও!
স্বল্পদৈর্ঘ্য পথভ্রমণ;
মৃত্যু-পরকালের অন্তিম যাত্রা, স্বর্গ-নরক-স্রষ্টা।

হেমন্তের শিশির

পারমিতা ভৌমিক

কারা যেন বিষাদ রেখে চলে যায়
ফুরিয়ে যায় নিমেষে সকাল।
স্থলপদ্মের মনে রঙ ধরে দুপুরের নূপুরের দিকে।
তবুও শিশিরের গায়ে লুকানো কান্না।
অনুষ্টুপ ছন্দে কাব্য শিউলির বুকে।
দূরে সন্ধ্যায় আকাশ প্রদীপের আলোদান।
নিস্তব্ধতার আর্তনাদ মন খারাপ বিকেলের শরীরে।
একাকী অন্ধকারে বিড়বিড় করে স্মৃতি খুঁড়ে খাই।
ইচ্ছে ছিল এ জীবনের সুচারু ঢালাই।
গোপনে লিখি যে কথা ঢালু পথে অক্ষর গড়িয়ে
বুঝিয়ে দেয় আমার ব্যর্থতা।
জানিনা কোন পথিক অজানা শব্দের পশরা সাজায়
হেমন্তের সকাল উবে যায় যান্ত্রিক ব্যস্ততায়।

COP CREATION
DHAKA DETECTIVE CLUB
A WAR AGAINST INVISIBLE ENEMY
3RD DEC 2021
MIME MULTIMEDIA
Bioskope Films
USA Distributions
মহা সমারোহে শুভ মুক্তি
বিশ্বব্যাপী ৪টি মহাদেশে
৩ ডিসেম্বর
শুক্রবার
Kool PRESENTS
MISSION
EXTREME
PLATINUM PARTNER
الأنصاري للصرافة
AL ANSARI EXCHANGE
POWERED BY
YAMAHA
Revs Your Heart
JAMAICA, NEW YORK
JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS
12/3/2021 thru' 12/9/2021
FRI, SAT, SUN :
12:10pm • 3:25pm • 6:40pm • 9:45pm
MON. Thru' THURS. :
3:25pm • 6:40pm • 9:45pm
AUSTIN, TEXAS
REGAL GATEWAY IMAX & 4DX
12/12 SUN. @ 2pm & @5pm
FAIRFAX, VIRGINIA
REGAL FAIRFAX TOWNE CENTER
12/10 FRI. @ 7pm
12/11 SAT. @ 5pm
12/12 SUN. @ 2pm & @5pm
DETROIT, MICHIGAN
BEL AIR LUXURY CINEMA
12/11 SAT. @ 2pm
BROOKLYN, NEW YORK
REGAL UA COURT STREET RPX
12/10 FRI. @ 7pm
12/11 SAT. @ 4pm
12/12 SUN. @ 2pm
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
SERRA THEATRES MILPITAS
12/5 SUN. @ 4pm
BOSTON, MASSACHUSETTS
APPLE CINEMAS CAMBRIDGE
12/11 SAT. @ 4pm
12/12 SUN. @ 4pm
FREMONT SF BAY AREA, CALIFORNIA
CENTURY AT PACIFIC COMMONS
12/11 SAT. @ 4pm
12/12 SUN. @ 4pm
WEST PALM BEACH, FLORIDA
MOVIES OF LAKE WORTH
12/3 FRI. @ 7:30pm
ORLANDO, FLORIDA
CINEMARK ORLANDO & XD
12/4 SAT. @ 4pm
12/5 SUN. @ 4pm
BUFFALO , NEW YORK
REGAL WALDEN GALLERIA RDX
12/11 SAT. @ 4pm
12/12 sun. @ 4PM
SEATTLE, WASHINGTON
CINEMARK LINCOLN SQUARE
12/11 SAT. @ 4pm
12/12 SUN. @ 4pm
LOS ANGELES, CALIFORNIA
LAEMMLE NOHO 7
12/18 SAT. @ 9:55AM
12/19 SUN. @ 9:55AM
KATY HOUSTON, TEXAS
CINEMARK 19 & XD
12/4 SAT. @ 4pm
12/5 SUN. @ 4pm
NORTH BRUNSWICK, NEW JERSEY
REGAL COMMERCE CENTER RPX
12/11 SAT. @ 5pm
12/12 SUN. @ 4pm
SACRAMENTO, CALIFORNIA
CENTURY FOLSOM 14
12/11 SAT. @ 4pm
12/12 SUN. @ 4pm
A FILM BY SUNNY SANWAR & FAISAL AHMED
STORY, SCREENPLAY & DIALOGUE SUNNY SANWAR
A POLICE ACTION THRILLER BY 'DHAKA ATTACK' TEAM
PRODUCED BY COP CREATION IN ASSOCIATION WITH DHAKA DETECTIVE CLUB CO PRODUCED BY MIME MULTIMEDIA
STARRING ARIFIN SHUVOO, TASKEEN RAHMAN, JANNATUL FERDOUS OISHEE, SADIA NABILA, SUMIT SEN GUPTA, RAISUL ISLAM ASAD, FAZLUR RAHMAN BABU, SHAHIDUZZAMAN SELIM, SHATABDI WADUD
IRESH ZAKER, MAZNUN MIZAN, MANOJ PRAMANIK, AREF SYED & KHALID HASAN RUMI EDITOR MD KALAM DOP SUDIPTA MAJUMDAR ASSOCIATE DIRECTOR RAJDEEP GHOSH MUSIC ADIT RAHMAN
ART DIRECTOR TAPASH SARKAR ACTION RAJESH KANNAN LINE PRODUCER SARATHI GUHA EXECUTIVE PRODUCER SAYAK KHAN BGM AMIT ISHAN VFX SOUMYADIP DIGITAL PUBLICITY DESIGN SAYEEM (YFVFX)
/MISSIONEXTREME2019
CODETREE
foeddo
DHAKA TALKIES
JCI

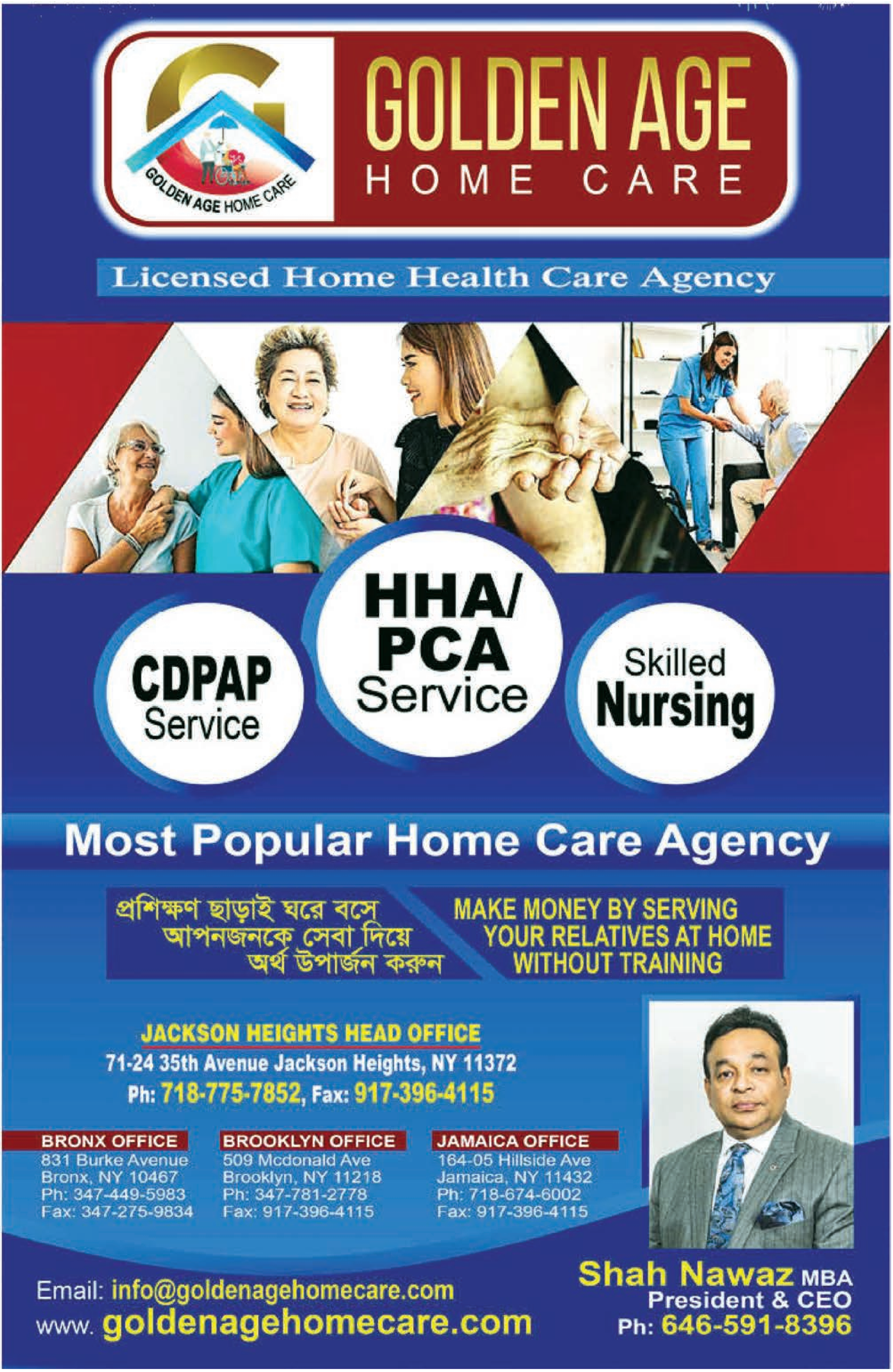
GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

MHC
Marks Home Care
মার্কস্ হোম কেয়ার
Bronx
1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472
1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462
Brooklyn
413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220
219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218
1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230
1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Queens
40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368
37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372
148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Hicksville
217 Bethpage road
Hicksville
NY 11801
Buffalo
1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212
আমরা নুতন গ্রাহক এবং এজেন্সী ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি।
We Welcome Agency Transfers and New Clients.
প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
আকর্ষণীয় সাপ্তাহিক আয়ের নিশ্চয়তা
FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS
বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7707
E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

2 December 2021, Thursday, 5th Year, Issue 246, 40 Pages

২ ডিসেম্বর ২০২১, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮, ২৭ রবিউস সানি ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

বৈধ ও হালাল উপার্জন ইবাদতের অংশ

শামীম সিদ্দিকী

ইসলাম ধর্মে ইবাদতের সঙ্গে আয়-উপার্জনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবন-যাপন করা ইসলাম ধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হালাল ছাড়া অন্য উপায়ে অবৈধভাবে উপার্জনের সম্পদ দ্বারা যে শরীর বা প্রজন্ম গড়ে উঠবে, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তা দিয়ে নিজের দুনিয়ার জীবন ধ্বংস হবে, পরিবার-পরিজনের জীবন নষ্ট হবে, আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। কাজেই হালাল উপার্জনে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

সৎ ও সঠিক পথে অর্থ উপার্জনের তাগিদ ও নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। কারণ বৈধ উপায়ের আয়-উপার্জন ছাড়া মানুষের কোনো ভালো কাজও মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে মানবজাতি পৃথিবীতে যা আছে তা থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী গ্রহণ কর এবং শয়তানের অনুসরণ কর না।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির বিক্ষোভ। ছবি: উত্তর আমেরিকা অফিস **খবর** প্রথম পায়

নিউইয়র্কে স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারি

করোনাভাইরাস

রওশন হক

করোনা সংক্রমণের নতুন ধরন 'ওমিক্রন' মোকাবেলার জন্য নিউইয়র্ক রাজ্যে স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ২৬ নভেম্বর শুক্রবার এক বিবৃতিতে করোনার নতুন এ ধরনকে উদ্বেগজনক এবং উচ্চ সংক্রমণের ভাইরাস বলে আখ্যায়িত করেছে। একইদিন নিউইয়র্ক রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল সম্ভাব্য নাজুক পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা জারির ফলে রাজ্যের হাসপাতালগুলো ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত রোগী ভর্তি করতে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল শহর নিউইয়র্ক ও লস অ্যাঞ্জেলস

জাহিদা আলম

বর্তমানে বিশ্বের সব থেকে ব্যয়বহুল শহর হচ্ছে ইসরাইলের শহর তেল আবিব। বিশ্বজুড়েই কোভিডের কারণে অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছে। গত ৫ বছরের মধ্যে এই ব্যয় বৃদ্ধি সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। তবে এর মধ্যেও কোন কোন শহর অন্য শহরগুলোর তুলনায় এই পরিবর্তন বেশি প্রত্যক্ষ করছে।

কোভিড মহামারির দুই বছরে বিশ্বজুড়ে সব থেকে ব্যয়বহুল শহরের তালিকায়ও বড় পরিবর্তন এসেছে। ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) সেই তালিকায় প্রকাশ করেছে গত বুধবার।

বর্তমানে বিশ্বের সব থেকে ব্যয়বহুল শহর হচ্ছে ইসরাইলের শহর তেল আবিব। এবারই প্রথম ইসরাইলের কোনো শহর এই তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে। গত বছর এ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

প্রবাসে দেশজ ঐতিহ্যের চমৎকার উপস্থাপনা

রোকেয়া দীপা

সময়ের চক্রে আবর্তিত হচ্ছে ফ্যাশন। পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে স্টাইল পরিবর্তিত হলেও ফ্যাশন কোন না কোনভাবে নতুন রূপ ও বৈচিত্র্য নিয়ে ফিরে আসছে আবার আমাদের মাঝে! কোরিওগ্রাফার নুসরাত বলেন, ৩৫তম ফোবানার ফ্যাশন শোর থিম ছিল বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর।

বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের যে ইতিহাস, বাংলাদেশের ফ্যাশনের যে ধারাবাহিক পরিবর্তন এসেছে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন ওয়াশিংটন ডিসির ফোবানা মঞ্চে। ফ্যাশন শো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। জামদানি-মসলিন, ব্রাইডাল বা বউ সাজ, ১৯৫২ সালের দিকে যেধরনের পোশাকের ফ্যাশন চলত, রবীন্দ্র স্টাইল, পহেলা বৈশাখ,ফাল্গুনের সাজ, ৭০ দশকের সাজ, ছিল ১৬ ডিসেম্বরের সাজ। '৭০ দশকের সবকিছুতেই ছিল নতুন করে আবার শুরু করার আমেজ। সাথে যুক্ত হয় ভিন্ন ধারার ফ্যাশন, যা আগের সব

ওয়াশিংটন ফোবানা মঞ্চে দেশজ ঐতিহ্যের ফ্যাশন শো। ছবি: উত্তর আমেরিকা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
আরও বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেখুন ১৯ পৃষ্ঠায়

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury, Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisteria Dr, #300
Germantown, MD 20874

কর্ণফুলী ট্যাক্স
KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT IRS
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

হোমকেয়ার সেবার জন্য যোগাযোগ করুন
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে অর্থ উপার্জন করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই
এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত
মি. জাফর/রেহানা

We are expert on
Home, Commercial Building
Business Insurance & Auto
Tarik Chowdhury, President
Fatema NYC Insurance Brokerage
167-17 Hillside Ave (2nd Fl.), Jamaica NY-11432
718-398-6511 718-607-9002

খলিল বিরিয়ানীতে আসুন "বাইতেন বিরিয়ানী"এর স্বাদ নিন
KHALIL BIRYANI & HALAL CHINESE
2062 McGraw Ave, Bronx
NY 10462, Ph: 347-621-2884
KHALIL BIRYANI HOUSE
1445 Olmstead Ave. Bronx
NY 10462 Ph: 718-483-8904
www.khalilsfood.com

IATA Accredited Agent
OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
কম খরচে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হজ ওমরাহ
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
স্বল্প ফি তে বাংলাদেশে দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠান
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

বাঙালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $649+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

MTR Electric
Murad Hussain
আপনি কি বাসায় কিংবা অফিসে সিকিউরিটি ক্যামেরা, বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়ি রেনোভেশন করতে চান? আজই আমাদের কল করুন।
MRT Electric, 347-251-7335, Email: muradhussain0907@gmail.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Mohammed A Azad MBA
Real Estate Developer
Libertyrenovation04@gmail.com
917-346-8207
বাজেটের মধ্যে আপনার স্বপ্নের বাড়ি ইনডোর এবং আউটডোর সংস্কার, পুনর্নির্মানে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। যে কোন আয়তনের কিচেন, বাথরুম, ফ্যামেলি রুম, অফিসসহ সম্পূর্ণ বাড়ির সংস্কার করা হয়।

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
• স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com